বেদ-উদ্ধার

নাটক

বেদ-উদ্ধার

নাটক

কবিরত্ন, কবিরঞ্জন, কাব্যবিনোদ,

শ্রীরাইচরণ সরকার বি, এ, প্রণীত

[৺শশিভূষণ অধিকারী প্রতিষ্ঠিত
গ্রাণ্ড অপেরা-পার্টিতে অভিনীত]

১৩৪৬

মূল্য ১৷৷০ মাত্র

প্রকাশক

· শ্রীভোলানাথ দেবশর্ম্মা

১৪।১ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা।

1927

উৎসর্গ

যাঁহার নাটক ও নাটকাভিনয়
বঙ্গে নবযুগের
অবতারণা করিয়াছে
এবং
নাট্যামোদী সুধীবর্গের
চিত্তবিনোদন
করিয়াছে, করিতেছে,
সুদূর ভবিষ্যতেও করিবে,
সেই নটকুলচূড়ামণি
নাট্যাচার্য্য
৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মহোদয়ের উদ্দেশে
আমার এই নাটক
উৎসর্গীকৃত
হইল।

—গ্রন্থকার—

ভূমিকা

"বেদ-উদ্ধার" শ্রীযুক্ত রাইচরণ বাবুর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। তিনি অনেক নাটক লিখিয়াছেন, সকলেই তিনি সুযশের অধিকারী হইয়াছেন; এই বেদ-উদ্ধারে তাঁহার সেই সকল পূর্ব্ব যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা দৃঢ়কণ্ঠে বারংবার বলা যায়। এই নাটকের অভিনয় সাধারণকে এরূপ মুগ্ধ, বিমোহিত ও আনন্দিত করিয়াছে যে, নাট্যামোদী সকলের মুখেই বেদ-উদ্ধারের প্রশংসা-কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। আজ বঙ্গের সকল দেশে—সকল পল্লীতে—সকল গৃহে লোকের মুখে মুখে বেদ-উদ্ধারের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে।

এই নাটক পুস্তকাকারে পাইবার জন্য সকলের অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া আমরা সাধারণের প্রীত্যর্থে সাদরে এই নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, ইহাতে আমাদিগের অনুগ্রাহক গ্রাহকবর্গের কিঞ্চিন্মাত্র সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারিলে আমরা নিজদিগকে চরিতার্থ ও ধন্য মনে করিব।

রথযাত্রা
১৬ই আষাঢ়।

প্রকাশক
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং।

কুশীলবগণ

পুরুষ

নারায়ণ (শিশুবেশী)। শিব। ইন্দ্র। পবন। বৃহস্পতি। তাল-বেতাল। কর্ম্মানন্দ। ঐ সঙ্গীগণ। দেবশিশুত্রয়। বেদ-চতুষ্টয়। মার্কণ্ডেয়।

হয়গ্রীব ... ... দৈত্যরাজ।
শঙ্খগ্রীব ... ... ঐ ভ্রাতা।
দুর্ম্মদ ... ... ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র।
সুমদ ... ... ঐ মধ্যম পুত্র।
সুধীম ... ... ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
উগ্রাচার্য্য ... ... ঐ গুরু।
মনু ... ... রাজর্ষি।
গায়ব ... ... অবন্তীর মন্ত্রী।
আজব ... ... ঐ পুত্র, অবন্তীর সেনাপতি।
বিরাব ... .. আজবের পুত্র।
সুধন্বা ... আজবের শ্যালক।
ঝণ্টু, দস্যু ... ... দৈত্য মায়ামোহিত সুধন্বা।
অষ্টাবক্র ... ... হয়গ্রীবের বয়স্য।
বটুক ... অষ্টাবক্রের পুত্র।
লছমন ... ... ভূম্যাধিকারী।

সুকীর্ত্তি, প্রহরী, দৌবারিক, জল্লাদ, লাল্লু, সৈনিকগণ, কৃষক, কারারক্ষী, লাকু চাঁড়াল, পুরোহিতদ্বয়, নরাদদ্বয়, বৈষ্ণবগণ, ভক্তগণ, মনুর শিষ্যগণ, স্তাবকগণ, বালকগণ, অনুচরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

দুর্গা (কালী)
অঞ্জনা ... ... দৈত্যরাণী।
রেণুকা ... ... ঐ ছোটরাণী।
বাসন্তী ... ... শঙ্খগ্রীবের পত্নী।
লহনা ... ... আজবের পত্নী।

মালিনী, কামনা, কামনাসঙ্গিনীগণ, বিলাসিনীগণ, অপ্সরাগণ প্রভৃতি।

নান্দী

প্রলয়পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং

বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।

কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥

বেদ-উদ্ধার

প্রথম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

হিমালয়—বিল্ববৃক্ষের তলদেশ

[শিব যোগাসনে ধ্যান-নিবিষ্ট ছিলেন ও তাল, বেতাল গাহিতেছিলেন]

তাল, বেতাল— **গান**

জয় জগত-রঞ্জন, জয় নিরঞ্জন,
বৃষাসন, বিশ্বেশ্বর।
অনাদি কারণ, অধম-তারণ
দিগম্বর স্মরহর ॥
রজত-রুচির কলেবর,
শিশু শশিধর দেববর,
উমাপতি পরাজ্যোতি সর্ব্বশুভকর,
গিরিজেশ পরমেশ পাপ-তাপহর,
জয় জয় শম্ভু হর হর শম্ভু
নমো নমঃ যোগেশ্বর ॥

[প্রস্থান

শিব। লীলাময়ী কোন্ অভিনব লীলা করতে সজল জলদবর্ণা অষ্টাদশ-ভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ধ'রে অবতীর্ণা, এ রহস্য আমি কিছুই বুঝতে

পারছি না। ধ্যানে দেখব—ধ্যানে বুঝব—ধ্যানে জানব; জানতে বড় সাধ হ'য়েছে। [ধ্যানস্থ] কি মনোরম স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি! স্বরাট্‌রূপে প্রকৃতি প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন শব্দের মত গোলকে তিনি রাধাকৃষ্ণ—বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণ—ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী-ব্রহ্মা, আর কৈলাসে হর-গৌরী। আবার বিরাট্‌রূপে একব্রহ্ম। মহাপ্রলয়ে যেমন তড়াগ, হ্রদ, নদী, সাগর, অখিল বিশ্ব এক অনন্ত জলধি। [সহসা চমকিতে] ও কাঁকে কি বর দিলে, জগদীশ্বরী? ধ্যান রত ও কে তৃষিত নেত্রে রূপ-সুধা পান করছে? ওঃ! কি ভয়ানক বর দিলে বরদা? এদিকে আবার—[কান পাতিয়া শ্রবণান্তর] ও কি বর দিলে বরদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলা? হুঁ—তবে—উঁহুঁ—এখনও বুঝি ঠিক বুঝতে পারি নি [ধ্যানস্থ]

বৃহস্পতি। [নেপথ্যে হইতে] জয় শিব শম্ভু! জয় শিব শম্ভু!

শিব। লীলাময়ী নূতন লীলার অবতারণা ক'রে নূতন আসরে নূতন কিছু করবেন। উত্তম! লীলার সঙ্গী ব্রহ্মা—বিষ্ণু—শিব, একীভূত সত্ত্ব—রজ—তমঃ—নিষ্ক্রিয় এক বিরাট্ পুরুষের সঙ্গে লীলাময়ী প্রকৃতি মিলিতা হ'য়ে নিরাকার পরব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করবেন। জানি না, কতকাল লীলার সংহার ক'রে নিষ্ক্রিয় থাকবেন, আবার কতদিনে লীলায় অভিনব সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করবেন? ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্। ও কি! কাতরকণ্ঠে কে ডাকে?

[দ্রুতপদে বৃহস্পতির প্রবেশ]

বৃহ। জয় শিব শম্ভু! চরাচর প্রভু! রক্ষা কর অধম সন্তানে।

শিব। বৃহস্পতি!

বৃহ। প্রভু!

শিব। কিসের জন্য এ করুণ কাতরতা তোমার?

বৃহ। সহস্র সহস্র ঘূর্ণ্যমান্ বজ্র মাথার ওপর গর্জ্জাচ্ছে—লক্ষ-লক্ষ

বিষধর ভুজঙ্গম চারিপাশে ফণা তুলে ছোবল্ মারবার উপক্রম কর্‌ছে—উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের পিচ্ছিল কিনারায় দাঁড়িয়ে আতঙ্ক-বিহ্বল বেপমান চরণ পড়'-পড়' হ'য়েছে। গভীর গহ্বরে প'ড়ে পাঁজরের হাড় ক'খানা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। ভয়াতুর আমি—ভুজগ কবলিত মণ্ডুকের মত কাতরকণ্ঠে ডাক্‌ছি, প্রভু! এ বিষম বিপদে অভয় পদে স্থান দাও।

শিব। কি বিপদে পতিত তুমি, সুরগুরু?

বৃহ। আমি বিপন্ন হ'লে প্রভু, কাতর হ'তাম না, অম্লানমুখে বিপদের উদগ্র অত্যাচার সহ্য কর্‌তাম—নরকের জ্বালার মাঝে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম—বিপদ্‌কে আমি সম্পদ ব'লে আলিঙ্গন কর্‌তাম।

শিব। তবে এ করুণ কাতরতা কেন, বৃহস্পতি?

বৃহ। জগতের জন্য। জগৎ আজ বড়ই বিপন্ন।

শিব। কিসে জগৎ বিপন্ন, সুরগুরু?

বৃহ। সবই ত জান, অন্তর্যামী! তবুও আমার মুখে শুন্‌তে চাও? শুন্‌বে যদি মহেশ্বর, তবে শোন। মহাসাধক হয়গ্রীব আর শঙ্খগ্রীবকে মহেশ্বরী বর দিয়েছেন। এমন বর দিয়েছেন, যা শুন্‌লে হৃৎস্পন্দন সহসা থেমে যায়—শরীর জড়ের মত নিশ্চল অবশ হ'য়ে যায়। বড় ভয়ানক সে বর—যা দেব-মানবের পক্ষে তীব্র অভিশাপ!

শিব। কি রকম?

বৃহ। হয়গ্রীব অমর বর প্রার্থনা করায়—বরাভয়দায়িনী দেবী বল্‌লেন,—"তোমার অনুরূপ ব্যতীত কেউ তোমাকে বধ করতে পার্‌বে না। মর হ'ক্—অমর হ'ক—তোমার প্রতি আঘাত না করতেই তার মুণ্ড খ'সে পড়্‌বে। কেবল নির্যাতিত পত্নীর হস্তে নির্জ্জিত হবে।"

শিব। হুঁ—তার পর?

বৃহ। তার পর শঙ্খগ্রীবকে বল্‌লেন—"তোমার ছিন্নমুণ্ড যদি ভূতলে,

পড়ে, তা' হ'লে তোমার মস্তকচ্ছেদনকারীর মুণ্ড খ'সে পড়্‌বে—তুমি পুনর্জ্জীবিত হবে। মর হ'ক্—অমর হ'ক্—তোমার শত্রুর পুনর্জ্জীবনের কোন সম্ভাবনাই থাক্‌বে না।"

শিব। তাই ত! আচ্ছা—যাও; না—শোন। কে এই ভাগ্যবান্ হয়গ্রীব আর শঙ্খগ্রীব?

বৃহ। সবই ত জান, প্রভু! দেবরাজ ইন্দ্র যখন অষ্টাদশভুজা সিংহ-বাহিনীর পূজা কর্‌ছিলেন, দেবতারা তখন উৎসব কর্‌ছিল। অপ্সরাদের নৃত্য-গীতে দেবতারা বিভোর—আত্মহারা। সহসা দেবরাজের ধ্যানচ্যুতি ঘট্‌ল—মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল, আর নিবিষ্টচিত্ত হ'তে পারলেন না। দেবতা কর্ত্তব্যবিমুখ—বিলাসপ্রিয়; মানব—পাপপরায়ণ—বিশ্ব-সংসার বিপথগামী। কুপিতা দেবীর ক্রোধ-বহ্নিতে বিশ্ব যখন পুড়ে যাবার উপক্রম, তখন ব্রহ্মার স্তবে তুষ্টা দেবী সেই বহ্নি, সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। সেই বহ্নি দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে দুইটী সদ্যোজাত শিশুরূপে পরিণত হ'ল।

শিব। তার পর?

বৃহ। তার পর দুর্গা দেবীর আদেশে জয়া হয়গ্রীব শিশুকে রাজর্ষি মনুর আশ্রমে আর শঙ্খগ্রীব শিশুকে মঙ্কনক মুনির আশ্রমে রেখে এল। তাদের যত্নে—তাদের স্নেহে তারা ক্রমে শশিকলার মত বাড়্‌তে লাগল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে তারা কোথায় চ'লে গেল। তার পর জানা গেল—তারা কামাখ্যায় দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা-নিরত। মহাদেবীর অভীপ্সিত বরলাভে সফলকাম হ'য়েছে।

শিব। দেবতারা এ সংবাদ কিছু জানে?

বৃহ। বিলাস-বাসরে কুসুমপেলব শয়নে যারা বিলাসিনীর মৃণাল-ভুজপাশে শায়িত, কর্ত্তব্যচ্যুত মোহান্ধ তারা—এ সংবাদ কি ক'রে জান্‌বে, মহেশ্বর?

শিব। ওকি! ওকি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সহসা এ কিসের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ নির্ঝর ঝঙ্কারে দিগন্ত বিকম্পিত ক'রে ছুটে আস্‌ছে! প্রবল পাপের উদগ্র ঘূর্ণ্যমান্ চক্রে আহত—দলিত—নিষ্পেষিত পুণ্য ধূল্যবলুণ্ঠিত রুধিরাক্ত—রোরুদ্যমান! ঐ—ঐ সহস্র—সহস্র চিতা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে! ঐ—ঐ দুর্ব্বার দুর্ভিক্ষ—মড়ক—ব্যাধি অনন্ত নরকের দুর্ব্বৃত্ত সৈন্যগণ তাণ্ডব-নর্ত্তনে জগতের বক্ষে নিষ্ঠুর পৈশাচিক অভিনয় ক'র্‌ছে! রাখ্‌ব না—দেবতা রাখ্‌ব না—কিছু রাখ্‌ব না—এই মহূর্ত্তে—[ক্রোধ-ভরে দণ্ডায়মান হইলেন]

বৃহ। কি ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি! ধূর্জ্জটির জটাজড়িত ভুজঙ্গব্যূহ প্রলয়-পর্জ্জন্যারাবে গর্জ্জন করছে—নেত্রত্রয়ে প্রলয়াগ্নি উদ্দীপিত! প্রলয়ঙ্কর ত্রিশূল হুহুঙ্কার ক'র্‌ছে! ত্রাহি—ত্রাহি, ত্রিলোচন! ক'রো না অকালে প্রভু, প্রলয় সাধন। [পদে পতিত হইলেন]

[গীতকণ্ঠে অর্দ্ধদগ্ধ শিশুবেশী নারায়ণের প্রবেশ]

নারায়ণ— **গান**

জ্ব'লে ম'লাম—পুড়ে ম'লাম,
এ দারুণ জ্বালা যে সয় না।
কত জনার মরণ হ'ল,
কেবল আমার মরণ হয় না॥
(এমন কালানলে)
পুড়ে যে যায় আমার ধাম'
ফুরিয়ে যায় আমার কাম,
এমন সোনার সংসার মম
বুঝি নিমিষের তর সয় না॥

(সাধ আহ্নি লোপ পায়)
কোথা' তুমি আছ গো মা,
জ্বালা জুড়াতে হাত বুলাও মা,
মা বিনে সন্তানে কেউ ত
আর কোলে তুলে লয় না ॥
(মধুর বচনে)

শিব। [ধরিয়া] আহা! আগুনে শিশুর শরীর পুড়ে গেছে! কে এমন শিশুর শরীর পুড়িয়ে দিলে?

নারা। তুমি—ওগো! তুমি দিয়েছ।

শিব। আমি! কি বল্‌ছ বালক তুমি, আমি পুড়িয়ে দিয়েছি!

নারা। হ্যাঁ গো, তুমি। উঃ—বড় যাতনা! এইমাত্র তোমার চোখের আগুনে—উঃ! বড় জ্বালা! মাগো! কোথায় তুমি? এস মা! তোমার তুষার শীতল হাত আমার গায়ে বুলিয়ে দাও—আমার জ্বালা দূর কর। বিশ্বনাথ তুমি বাবা, সদাশিব তুমি, সন্তানকে এমন ক'রে পোড়ালে?

শিব। তোমায় ত আমি পোড়াই নি, বৎস! আমি পোড়াতে উদ্যত হয়েছি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট দেবগণকে—পাপময় বিশ্বকে।

নারা। বিশ্বই যে আমি, আমারই নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ।

শিব। বিশ্বরূপ? [সতৃষ্ণ-নিরীক্ষণ]

[দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। চিন্‌তে পারলে, বিশ্বনাথ? অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে আছ যে!

শিব। তমোগুণী আমি শিব সংহারকর্ত্তা। সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক নাই—চন্দ্রের জ্যোৎস্না নাই—জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ দীপ্তি নাই—অগ্নির জ্যোতিঃ নাই, আছে এক বিরাট্ দিগন্তব্যাপী সূচিভেদ্য আঁধার। আজীবন আঁধারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছি। বিদ্যুৎস্ফুরণের মত একবার একটু ক্ষীণ আলোক দেখ্‌তে পাই। তাঁকে ত দেখ্‌তে পাই না, চিন্‌ব কি ক'রে, শঙ্করি?

বৃহ। লীলা-চাতুর্য্যে এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায় দেখ—কাকে কম বল্‌ব? একে তিন—তিনে এক। পরব্রহ্ম লীলা প্রকাশের জন্য ত্রিমুর্ত্তি হ'য়েছেন। রজোগুণে ব্রহ্মা—সত্ত্বগুণে বিষ্ণু—তমোগুণে শিব। আবার এই তিনই কিন্তু এক ব্রহ্ম। শিব বল্‌ছেন—আমি তাঁকে চিন্‌তে পারছি না। আশ্চার্য্য এ লীলা! আশ্চর্য্য এ গভীর রহস্য!

শিব। আশ্চর্য্য নয়, বৃহস্পতি! গভীর তমশ্ছন্ন আমি চিন্‌তে পার্‌ছি না।

দুর্গা। ক্রোধান্ধ তুমি, চিন্‌বে কি ক'রে, বিশ্বনাথ? তোমার ক্রোধ-বহ্নিতে যখন বিশ্ব ভস্মীভূত হ'তে যাচ্ছিল, বিশ্বরূপ বিশ্ব রক্ষার জন্য সেই বহ্নিতে আপনিই ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন। চেয়ে দেখ প্রভু, এই শিশুই সেই বিশ্বরূপ নারায়ণ।

শিব। উঃ! কি কর্‌লাম! ক্রোধের বিকারে আজ তীব্র অগ্নি উদ্দীপিত ক'রে ইষ্টদেবের দেহ পোড়ালাম?

নারা। কাঁদ্‌ছ তুমি, বাবা? হাঃ—হাঃ—হাঃ—[হাস্য] এখনই তোমার বৈদ্যনাথ নামের গুণে আমি সেরে উঠ্‌ব।

গান

নন্দিত চিত্তনন্দন　　　বন্দিত চিত্তবন্দন।
ছন্দের পরমানন্দ তুমি　　　প্রাণীর প্রাণ-স্পন্দন॥
তুমি নন্দন বন প্রসূন-সৌরভ,
তুমি কাস-কুসুম কিরণ-গৌরব,
তুমি কোকিলকুল কলিত-ললিত রব,
(আমায় নীরোগ কর
নিত্য নিরাময় বৈদ্যনাথ এ জ্বালা হর')
ব্যাধির চির ঔষধি তুমি সর্ব্ব বিধির বন্ধন॥

[স্বরূপ ধরিয়া] এই দেখ বাবা, আমি সুস্থ হ'য়েছি।

বৃহ। এ লীলা-রহস্য বোঝ্‌বার মত শক্তিই বা আছে কার—জ্ঞানই বা আছে কার? যিনি রোষানলে বিশ্ব পোড়াচ্ছিলেন, তিনিই আবার বিশ্বরক্ষা ক'র্‌তে এসে আগুনে পুড়ে জগৎকে ক্রোধের বিষময় পরিণাম দেখিয়ে দিলেন। যিনি চিরসুস্থ—তিনিই কিনা নিজকৃত বহ্নিজ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌লেন, আবার বৈদ্যনাথ নামের গুণে সেরে উঠ্‌লেন। কার ইষ্টদেব কে—বোঝ্‌বার মত ক্ষমতা আমার নাই। তবে এইটুকু বুঝ্‌তে পারছি—জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্যই এইরূপ লীলাখেলার অবতারণা।

নারা। মা! [নিম্নদৃষ্টি]

দুর্গা। বড়ই চিন্তিত হ'য়েছ, চিন্তামণি?

নারা। কি হবে, মা?

দুর্গা। প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলন—মহাপ্রলয় সাধন—সৃষ্টির সংহার!

[সহসা অন্তর্দ্ধান।

শিব। প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলন—মহাপ্রলয় সাধন—সৃষ্টির সংহার? দানবে বর দান তবে কি তারই ব্যবস্থা, নারায়ণ?

নারা। অনেক জান্‌বার আছে, অনেক ভব্‌বার আছে, অনেক কাজ করবার আছে। এস মহেশ্বর বিশ্ব পাপপূর্ণ—বৈবস্বত মনুর শেষ সীমা।

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান

বৃহ। কি দেখ্‌লাম—কি শুনলাম? লীলাময়ীর অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির তিরোধানে তদ্গত চিত্ত আমি, সব ভুলে গেছি। জান্‌তে সাধ হয়েছিল—শুন্‌তে সাধ হয়েছিল, হরহরির অপূর্ব্ব এক মূর্ত্তি দেখে ভাবাবিষ্ট আমি, সব ভুলে গেছি। হুঁ—দেবতার নিগ্রহের যে এ বিরাট্‌ আয়োজন, তাতে আর সন্দেহ নাই। যাই, দেখি—দেবতার উচ্চ মহত্ত্ব কত নীচে নেমে গেছে। [প্রস্থান।

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

মন্দাকিনী-তীর

[দ্রুতপদে ভীতিবিহ্বল ইন্দ্র ও পবনের প্রবেশ]

ইন্দ্র। [প্রবেশ পথ হইতে] এ কি দেখ্‌লাম, বায়ু! এ কি দেখ্‌লাম! দেখেছিলাম—হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর বিরাট্ বপু! দেখেছিলাম—চতুর্ব্বাহু নরসিংহের উদগ্র বিগ্রহ! দেখেছিলাম—সহস্র সহস্র দানবের বিকটমূর্ত্তি! কিন্তু বায়ু, এমন ভৈরব মূর্ত্তি আমি আর কখনও দেখি নাই। জানি না, বিশ্ব-বিধাতার এ কোন্ ভয়ানক সৃষ্টি! অনুমানের অতীত—কল্পনার অতীত—ধারণার অতীত।

পবন। সত্য, দেবরাজ! এ কল্পণার অতীত—ধারণার অতীত। নন্দন-কাননে যখন অপ্সরার মধুর হাস্যে—মধুর লাস্যে—মধুর গীতে আমরা দেবতারা আত্মহারা, সহসা বিশাল জ্যোতির্ম্ময় আকাশ গাঢ় আঁধারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল, আর সেই ভৈরব মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল। কি ভয়ানক তার আকৃতি! অন্ধ তমসাবৃত যাবতীয় নরকের ভীষণতা মুমূর্ষুর মৃত্যু বিভীষিকা—সয়তানের শঠতা—বাঘ্রের রক্ত লোলুপতা—নিয়তির নিষ্ঠুরতা সব যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে বিকট দেহে প্রকটিত! এখনও—এখনও—

ইন্দ্র। এখনও—এখনও বায়ু! ঐ—ঐ—উঃ! কি ভয়ানক!

পবন। এদিকে—এদিকে, দেবরাজ! ঐ—ঐ! উঃ কি উগ্র!

ইন্দ্র। কৈ—কৈ, পবন! কৈ সে মূর্ত্তি?

পবন। আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না, সুরেশ্বর! হতাশের আশার মত এক একবার ফুটে উঠ্‌ছে।

ইন্দ্র। এ কি তবে নূতন রকমের জাগ্রত স্বপ্ন?

[বৃহস্পতির প্রবেশ]

বৃহ। এ স্বপ্ন নয়, দেবরাজ! এ কল্পনা নয়, এ জীবন্ত সত্য।

ইন্দ্র। কি জীবন্ত সত্য, গুরুদেব?

বৃহ। যা দেখেছ।

ইন্দ্র। কি দেখেছি, প্রভু?

বৃহ। হয়গ্রীব মূর্ত্তি।

ইন্দ্র। আপনিও কি দেখেছেন?

বৃহ। দেখেছি। দেখেছি ধ্যান হৃদয়ের মাঝে—দেখেছি এই চর্ম্ম-চক্ষে কামাখ্যার মহাপীঠে—দেখেছি ছায়াময় ব্যোমপথে, যখন সে আক্রমণের মানসে স্বর্গের গুপ্তপথ আবিষ্কার ক'রে গেল।

পবন। কি রকম দেখ্‌লেন?

বৃহ। দেখ্‌লাম অশ্বের মত মুখ—জলন্ত বহ্নির মত তীব্র দৃষ্টি—সুমেরুর মত বিরাট্ দেহ—নারকীয় তিমিরের মত বর্ণ—ঝটিকার মত নিঃশ্বাস—মৃত্যুর মত কঠোর।

ইন্দ্র। জানেন, গুরুদেব! সে কে?

বৃহ। জানি, এই হয়গ্রীব এই অমরার ভাবী সম্রাট্—তোমাদের ভাবী প্রভু।

পবন। কি বল্‌ছেন, গুরুদেব? অমরা হবে এই বীভৎস মূর্ত্তির দাসী? আমরা দেবতা হব দাসীপুত্র?

বৃহ। হবে—নিশ্চয়ই হবে।

পবন। কখন না—কিছুতেই না—ধমনীতে বিন্দুমাত্র রক্ত থাক্‌তে কিছুতেই তা হ'তে দেব না। নাসিকার শেষ নিঃশ্বাসটি থাক্‌তে সুর কখন অসুরের পদতলে লুটিয়ে পড়্‌বে না। সিংহের মত সে আত্মত্যাগ ক'র্‌বে, ফেরুর মত সে পালিয়ে ফির্‌বে না।

বৃহ। ফেরুর মত কতবার পবন, তোমরা দেবতা সব—অমরার কুপুত্র সব গরীয়সী স্বর্গ ভূমিকে অসুরের দাসী সাজিয়ে দেবতার মান মর্য্যাদা—দেবতার উচ্চ গৌরব—দেবতার অতুল মহত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে চির রক্ষণীয়া পূজ্যা অবলা জাতিকে, এমন কি স্নেহের পুত্র কন্যা—নিজের প্রিয়তমা জায়াকেও জয়ী দানবের পায়ে বিলিয়ে দিয়ে চ'লে গেছ। আত্মরক্ষার জন্য ছদ্মবেশে মর্ত্তের দুর্গম অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছ। তোমরা বাক্যবীর সব, অসুরের পাদুকা ব'য়ে সুদীর্ঘ দিবস ক্রীতদাসের মত কাটিয়েছ। এ আত্মশ্লাঘা—এ দাম্ভিকতা, বীরতার পরিচায়ক নয়—বাচালতা মাত্র।

পবন। [সরোষে] বৃহস্পতি !

বৃহ। এও সম্ভব। সুরগুরু বৃহস্পতি আজ এমনি ভাবে—সম্বোধিত, এমনি উপেক্ষিত—এমনি অসম্মানিত ! স্বর্গে আজ নরক হ'য়েছে—দেবতা আজ পিশাচ হ'য়েছে ? হবে—হবে—অন্তিম ঘুণিয়ে এসেছে। অমা—সন্ধ্যার মত বিশ্বের সন্ধ্যা রুখে আস্‌ছে। আমারও জীবন-সন্ধ্যা ধেয়ে আস্‌ছে। তবে আর কেন ? জয় নারায়ণ ব'লে যাত্রা করি।

[প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্র। গুরুদেব ! গুরুদেব ! [পদে পতিত]

বৃহ। স'রে যাও, দেবরাজ ! স'রে যাও; পা ছেড়ে দাও। নরকীভূত এ স্বর্গে আমি আর থাক্‌ব না—থাক্‌তে পার্‌ব না।

[প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্র। গুরুদেব ! গুরুদেব ! অবোধ শিষ্য আমরা, পদে-পদে অপরাধী, সে অপরাধ চিরদিন ক্ষমা করেছেন, আজও ক্ষমা করুন।

বৃহ। ক্ষমা ? কিসের জন্য নিঃস্ব ব্রাহ্মণের ক্ষমা চাইছ, দেবরাজ ? রুষ্ট হ'লে ক্ষমা কর্‌তাম—রুষ্ট হই নাই। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হ'য়ে

আমি বড়ই ব্যথিত। এই দেখ—এই দেখ, ইন্দ্র! জরাজীর্ণ বুক্‌টা ক্ষত-বিক্ষত! এ যন্ত্রণা—এ বেদনা বড়ই তীব্র—বড়ই গভীর! [প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্র। আপনি ত্যাগ ক'রলে আমাদের গতি কি হবে, প্রভু?

বৃহ। আমায় আর বাধা দিয়ো না, সুররাজ! জননীর মত মহীয়সী স্বর্গভূমি নরক হ'য়ে উঠ্‌ছে! ঐ প্রসন্নসলিলা মন্দাকিনী—হিংস্র জন্তু সঙ্কুল পূতিগন্ধময়ী জ্বলন্ত রুধিরপূর্ণা বৈতরণী হ'য়ে উঠ্‌ছে। কেন থাক্‌ব! কি দেখ্‌তে থাক্‌ব? নিবিড় আঁধার আস্‌তে-না-আস্‌তে—সব ঢাক্‌তে-না-ঢাক্‌তে—আলোয় আলোয় মায়ের মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। [গমনোদ্যত]

পবন। [পদে পতিত হইয়া] অবোধ শিষ্য আমি—উদ্ধত সন্তান আমি, প্রভু! চিরদাসকে ক্ষমা করুন।

বৃহ। হায় রে ব্রাহ্মণের ক্রোধ! আগুনের ফিন্‌কির মত মুহূর্ত্তে তোমার প্রকাশ, আবার মুহূর্ত্তেই তোমার নির্ব্বাণ। ওঠ, ইন্দ্র! ওঠ, পবন! তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ নাই—অভিমান নাই। তবে একটা কথা আমি বল্‌তে চাই।

ইন্দ্র। বলুন।

বৃহ। মহাবিপদ্ তোমাদের সম্মুখীন।

ইন্দ্র। আপনার কথার আভাসে বুঝ্‌তে পারছি—দৈত্যপতি স্বর্গ আক্রমণ ক'রবে।

বৃহ। প্রতীকারের কোন চিন্তা করছ?

ইন্দ্র। চিন্তা আপনার—কৌশল আপনার—উদ্ভাবনা আপনার। আমরা আপনার আদেশে কাজ ক'রে যাব মাত্র।

বৃহ। আমার দ্বারা কোন প্রতীকারের আশা নাই, দেবরাজ! কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে তোমরা বিলাসী হ'য়েছ—অহমিকায় কর্ত্তাকে ভুলে

গিয়ে আপনাকে কর্ত্তা মনে ক'র্ছ—যন্ত্র তোমরা যন্ত্রী ব'লে দর্প ক'রছ। গর্ব্বিত—বিলসিত—উদ্ধত—কর্ত্তব্যচ্যুত তোমাদের শাসনের নিমিত্ত নিরন্তার এই অভিনব সৃষ্টি।

ইন্দ্র। সত্য, গুরুদেব! অহমিকায় অন্ধ আমরা, দৈত্য-দৌরাত্ম্য-শূন্য আমরা, বিলাসের সৃষ্টি ক'রে বিলাস-বাসরে মোহ-তন্দ্রায় এলিয়ে পড়েছি। দণ্ডযোগ্য আমরা, সাজা পেতেই হবে।

পবন। সাজা পেতেই হবে, সেজন্য আমরা প্রস্তুত। তবে যা' হারিয়েছি, কেমন ক'রে তা' ফিরে পাব—তার উপদেশ দিন্ প্রভু!

বৃহ। কি হারিয়েছ, বৎস?

পবন। হারিয়েছি আমরা তাই, যা' আমাদের দেবত্ব দিয়েছিল—যা' আমাদের স্বামীত্ব দিয়েছিল—যা' আমাদের এত উচ্চে অধিষ্ঠিত ক'রেছিল।

বৃহ। হারিয়েছ তোমরা—সত্য—প্রেম—পবিত্রতা। তাই পবন, তোমরা আজ অন্ধকারময় আঁস্তাকুড়ে নেমে পড়েছ—তবু নিরাশ হ'য়ো না। আবার নবোদ্যমে ওঠ—উদ্দাম বেগে ছোট'—যা' হারিয়েছ—আবার পাবে।

ইন্দ্র। গভীরতম নিম্নে আমরা পড়েছি, প্রভু! এ নিবিড় আঁধারে হাত্ড়ে বেড়াচ্ছি—চোখে বড় ঝাপ্সা দেখ্ছি—ওঠ্বার মত শক্তি নাই।

[সঙ্গীদ্বয় সহ গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

কর্ম্মানন্দ, সঙ্গীদ্বয়— **গান**

জয় শক্তি বলিয়ে নব শক্তি ধরিয়ে
ওঠ সবে অমরা-সন্তান
জাগ রে—ওঠ রে, মাত' রে—ছোট' রে
করে ল'য়ে করাল কৃপাণ,
করিতে অরাতি বলিদান॥

বিলাস-বাসর গড়ি কুসুম শয়নোপরি
এখনো কি রহিবে শয়ান।
ভেঙ্গে দিয়ে সেই ঘর, ভুলে গিয়ে আত্ম-পর
কর্ম্মক্ষেত্রে হও আগুয়ান্।
নব বলে হ'য়ে বলীয়ান্॥
আসিবে অরাতিগণ, হরিবে সব ধন-জন
আক্রমিবে ব্যাঘ্রের সমান।
রক্ষিতে স্বরগভূমি ওঠ বীর, ছোট তুমি
কর রণে শত্রু বলিদান।
উড়াও ব্যোমে বিজয় নিশান॥

বৃহ। শুন্‌লে, দেবরাজ! শুন্‌লে?

ইন্দ্র। শুন্‌লাম। শুন্‌লাম—দেখ্‌লাম—বুঝ্‌লাম। শুন্‌লাম—রণ-ভেরীর উৎসাহ বাদ্যের মত উত্তেজনাময়ী গীতিকা, দেখ্‌লাম—বীরত্বের জীবন্ত ছবির উদ্দীপনাময়ী ভঙ্গিমা, বুঝ্‌লাম—দুর্ব্বার শত্রু সজোরে লাফিয়ে পড়ে বুক ছিঁড়ে রক্তপানের উপক্রম ক'র্‌ছে। তবুও যেন, প্রভু! কেমন একটা অবসাদ—কেমন একটা জড়তা—কেমন একটা আতঙ্কিত নৈরাশ্য আমার হৃদয় সমাবৃত ক'রে রেখেছে।

বৃহ। চেষ্টা কর—মানসিক দৌর্ব্বল্য দূর কর। ও কি! নিস্পন্দ হতভম্বের মত স্থির ভয়াড়ষ্ট তুমি, কি ভাব্‌ছ, পবন?

পবন। কি ভাব্‌ছি, গুরুদেব! ঠিক ঠাউরে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে সহসা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি—এক রুদ্র সমুদ্র অকুল—অগাধ উত্তাল তরঙ্গময়! দেখ্‌ছি হিংস্রজন্তুকুলের বিকট বদন ব্যাদান—লেলিহান রসনা—লোলুপ দৃষ্টি! ঐ—ঐ—একে একে দেবতারা ডুবে যাচ্ছে। ঐ ইন্দ্র—ঐ চন্দ্র—ঐ সূর্য্য—ঐ বরুণ—ঐ কুবের—ঐ অগ্নি—ঐ—ঐ সব—সব নিমগ্ন। এই যে—এই যে আমি মরুৎ—এইবার—এইবার—

বৃহ। স্থির হও, বায়ু—নারায়ণকে ডাক। এ অকূলে আকুল তোমাদের তিনিই কূল দেবেন। এ সময়ে হতবুদ্ধি হ'য়ো না তোমরা, বিপদ্‌হারীকে ডাক,—বিপদের মাঝেই সম্পদ্‌ পাবে।

ইন্দ্র। কেমন ক'রে ডাক্‌ব প্রভু! উপায় ব'লে দিন্? অতীতের জ্বলন্ত স্মৃতির আগুনে জ্ব'লে মর্‌ছি—ভবিতব্যতার বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে হৃদয় দ'মে যাচ্ছে। কি ক'র্‌ব, দেব—আমরা কি ক'র্‌ব?

বৃহ। কি করবে তোমরা? তোমরা দেবতা, ভীরু—কাপুরুষ নও, অমিততেজা দৃপ্তবীর্য্য বীর। বীরের মত অতীত-স্মৃতি বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দাও। ভবিষ্যতের দিকে দৃক্‌পাত ক'রো না—জীবন্ত বর্ত্তমানকে আঁকড়ে ধর—বীরোচিত কর্ত্তব্য কর—কর্ম্মফল নারায়ণের চরণে অর্পণ কর—তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে চল্‌লাম। হরে মুরারে মধুকৈটভারে! [প্রস্থান

পবন। স্থিরনেত্রে ওদিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছেন, সুররাজ?

ইন্দ্র। তোমার মত আমিও যেন কি দেখ্‌ছি। দেখ্‌ছি—বল্‌তে পার্‌ছি না। বল্‌বার মত ভাষা নাই। দেখ্‌ছি—স্বর্গ নাই—মর্ত্ত নাই—পাতাল নাই। আছে এক বিশাল বারিধি। দেবতা নাই—মানব নাই—সজীব নাই—নির্জ্জীব নাই। আছে—মৎস্যশৃঙ্গে বাঁধা একখানা নৌকা, নৌকার উপর দু'জন মানব, এক জনের হাতে সিক্ত বেদ আর পুরাণ।

পবন। এ বুঝি তবে মহাপ্রলয়-দৃশ্য?

ইন্দ্র। খুব সম্ভব।

পবন। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

ইন্দ্র। কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য, ঐশ্বর্য্য ছেড়ে ঐকান্তিক মনে ঈশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করা। শত সহস্র প্রলোভনের মাঝে থেকে আপনাকে হারিয়েছি। সে "আপনাকে" উদ্ধার ক'র্‌তেই হবে।

[সঙ্গিনীগণ সহ গীতকণ্ঠে কামনার প্রবেশ]

সকলে— **গান**

কোথা যাবে প্রিয়তম, ছেড়ে এমন সুরপুর।
কিবা মনোহরা এ অমরা, অতুলিত সুখে ভ'র্‌পুর
পুষ্পিত নন্দনে-মোদিত গন্ধে,
দিগন্তপূরিত কুজিত ছন্দে,
অপ্সরা-কণ্ঠে মোহন গান,
জিনিয়া ললাম পিকের তান,
মোরা তব দাসী যত ষোড়শী
তুষিব—করিব জ্বালা দূর॥

[প্রস্থান

ইন্দ্র। মনোরম—মনোরম! ঐ যায়—ঐ যায়, হৃদয়ের মাঝে সহস্র লালসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ওগো, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? শারদ চন্দ্রিমার চেয়ে স্নিগ্ধ রূপলাবণ্যরাশি, নির্মেঘ বাসন্তী ঊষার সুষমার চেয়ে হাস্যময়ী, পাপিয়ার ঝঙ্কারের চেয়ে সুস্বরা, কে তোমরা সহসা আমায় ক্ষেপিয়ে দিয়ে চ'লে যাচ্ছ? রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর।

[প্রস্থান

পবন। বিদ্যুদ্দামের মত চম্‌কে উঠে আবার কোন্ তিমিরের গাঢ়তায় মিশে গেল? কারা এল—কারা গেল, বোঝ্‌বার মত অবসর দিলে না। এখনও—এখনও আহত কাংসপাত্রের অণুরণনের মত তাদের মধুর সঙ্গীত-ময় ঝঙ্কার শুন্‌তে পাচ্ছি। কোথায় গেল—কোথায় লুকাল? চাই—ওগো তোমাদের চাই—আর কিছু চাই না—আর কিছু চাই না।

[বেগে প্রস্থান

—তৃতীয় দৃশ্য—

মনুর তপোবন

[শিষ্যগণ সমতানে গাহিতেছেন]

শিষ্যগণ।— গান

প্রণমামি পূর্ণব্রহ্ম জগদেক শরণম্।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম জ্যোতিরূপং সনাতনম্;
গুণাতীতং নিরাকারং ত্বং নমামি নারায়ণম্॥
বীজং ত্বং সর্ব্বশক্তিনাং সর্ব্বশক্তি স্বরূপকং,
ত্বংহি ধাতা, ত্বংহি পাতা, ত্বংহি সর্ব্বনাশক,
নবীনং নীরদ শ্যামং নীলেন্দিবরলোচনম্।
বল্লবী-নন্দনং বন্দে সদা সত্তা স্বরূপিণম্॥

[দ্রুতপদে মনুর প্রবেশ]

মনু। চুপ্—চুপ্—চুপ্ কর সব। আর ঈশ্বরের নাম ক'রো না, সময় নাই—সময় বদ্‌লে গেছে। অবসর নাই—মরণ রুখে আস্‌ছে। ঐ চেয়ে দেখ—অস্তাচল-শিখরে অস্তমান্ সূর্য্য রক্তাক্ত দেহে লোটাচ্ছে। তামসী সন্ধ্যা-রাক্ষসী—বিশ্বসংসার গ্রাস করতে আস্‌ছে। পালাও—পালাও—যদি বাঁচ্‌তে চাও।

শিষ্যগণ। জয় নারায়ণ! জয় নারায়ণ!! জয় নারায়ণ!!!

[প্রস্থান

মনু। ওমা বসুন্ধরা! [মৃত্তিকায় হস্তার্পণ করিয়া] মায়ের শরীরে কি ভয়ানক তাপ! হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে! হবে না—হবে না—তাপিতা

হবে না, স্নেহময়ী মা আমার? শত-শত সন্তানের জ্বলন্ত চিতা বুকে নিয়ে তাপিতা হবে না, মা? শোকাকুলা রোরুদ্যমানা সর্ব্বংসহা মা আমার নীরব—নিথর—নিস্পন্দ। চোখ মেলে অধম সন্তানের পানে একবার তাকা, মা? একবার কথা ক'? তবু নীরব? কেন—কি হয়েছে, স্নেহময়ী মা আমার? রাগ করেছিস্? কেন? ওঃ বুঝেছি! দুধ-কলা দিয়ে আমি যে কালসাপ পুষেছিলাম, সেই সাপে তোর শত শত প্রিয়পুত্রের প্রাণ নাশ করেছে ব'লে আমার ওপর রাগ ক'রে কথা ক'স্‌নে? জিজ্ঞাসা কর্‌ছি মা, এর জন্য কি একা আমিই দায়ী? তুইও ত তাকে জন্মমাত্র তোর স্নেহের অঙ্কে স্থান দিয়ে পানাহার্য্য দানে বাঁচিয়েছিস্? দৈত্যাধম হয়গ্রীব মা চিন্‌লি নে, মূর্খ? ভাই চিন্‌লি নে,? দেখ্ দেখি, আজ স্নেহময়ী জননীর দশা! আলুলায়িতকেশিনী অভাগিনী ও কে আস্‌ছে?

[শিশুবক্ষে রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। কে জান্‌তে চান্, প্রভু? জানাবার জন্যই এসেছি। শুনুন, রাজর্ষি! এ অভাগিনীর মর্ম্মান্তিক কাহিনী! সংসারে কেউ নাই আমার—আছে এই দু'বছরের শিশু—যাকে বুকে ক'রে আশ্রয়ের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মনু। এই বুঝি—এই বুঝি একটা প্রবল জোয়ারে হৃদয়ের কঠোরতার বাঁধ ভেঙে-চুরে দিয়ে চ'লে যায়! কঠোরতম হও, হৃদয়! কাঙালিনীর কাতরতায়—অভাগিনীর অশ্রু দেখে গ'লে যেয়ো না। যত দোষ, আমি ভেবে দেখেছি—যত অপরাধ এই দুটো চোখের আর এই দুটো কানের। চোখ বুজে কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকি। [তথাকরণ]

রেণুকা। রাজর্ষি!

মনু। কোন কথা ক'য়ো না—আমি শুন্‌ব না। সাম্‌নে এসো না—আমি দেখ্‌ব না। না গো, না। [পূর্ব্ববৎ রহিলেন]

রেণুকা। দয়া করুন, দেবতা!

মনু। আমার বজ্রকঠোর নির্ম্মমতায় চ'লে গেল নাকি অভাগিনী? একবার দেখ্‌লে হ'ত না—কে সে? [চক্ষু মেলিলেন]

রেণুকা। এই নিঃসহায় ম্রিয়মান শিশুকে প্রভু, আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করুণ।

মনু। স্নেহময়ী মাতৃবক্ষে ঘুমন্ত শিশু—শারদীয় উষার বক্ষে অরুণ-কিরণ বড় মনোরম! বড় পবিত্র! বড় হৃদ্য! ঐ যে, সজল চক্ষে অভাগিনী মা আমার, আমার পানে পিপাসুনেত্রে তাকিয়ে আছে। ঐ যে ঠোঁট্ নড়্‌ছে! দূর ছাই! একটু শোনাই যাক্ না—মায়ের কি বলবার আছে। [অঙ্গুলি অবনত করিলেন]

রেণুকা। অভাগিনী আমি—কাঙালিনী আমি। শুনুন, প্রভু! অতি সংক্ষেপে বল্‌ব। শুনুন আমার দুঃখের কাহিনী।

মনু। দুঃখের কাহিনী শোনাতে এসেছ, মা? ঢের শুনেছি—শুনে-শুনে স্নেহ-কোমল হৃদয় বজ্রসার ক'রে ফেলেছি।—শুনেছি—দুর্ব্বৃত্ত হয়গ্রীব ধূমকেতুর মত ক্রূর—কোনস্থ শনির মত ভয়ানক। শুনেছি—পাপিষ্ঠ হয়গ্রীব বিধাতার রম্য সৃষ্টির ওপর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে দিয়ে সব উচ্ছেদ কর্‌ছে। অহরহ শুন্‌ছি—অহরহ দেখ্‌ছি—অহরহ জান্‌ছি।

রেণুকা। এ দুখিনীর ব্যথার কাহিনীও শুনুন প্রভু!

মনু। কি বল্‌তে চাও না, বল—শুন্‌ছি। তবে বোধ হয়, সে কথা শুনে বিস্মিত হব না—ব্যথিত হব না—কাঁদ্‌ব না। শুদ্ধ শুন্‌ব আর আত্মকৃত পাপের জন্য মাঝে মাঝে হয় ত আগ্নেয়গিরির মত দুই-একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ কর্‌ব।

রেণুকা। শুনুন তবে পিতা, আমার আত্ম-পরিচয়। কীকট রাজ্যের বিতাড়িত রাজা বীরসেনের কন্যা আমি, আজন্ম দুঃখিনী রেণুকা। আমার

কাকা শূরসেন কূটকৌশলে আমাদের তাড়িয়ে দেন, অথর্ব্ব পিতা আমায় নিয়ে—তখন আমি শিশু—মাতৃহারা শিশু—পিতা আমায় নিয়ে বনবাসী হ'লেন। জীর্ণ কুটীরে আমরা থাকতুম। ক্রমে আমার বয়স হ'ল পনের বৎসর। আমার বিবাহের জন্য পিতা বড়ই আকুল হ'য়ে পড়লেন। আমার জন্যই বাবা একদিনও সুখী হ'তে পারলেন না। [চক্ষু মুছিলেন]

মনু। কাঁদ্‌ছ—মা, কাঁদ্‌ছ ?

রেণুকা। আজীবন কাঁদ্‌ছি—আজীবনই কাঁদ্‌ব। তার পর শুনুন। একদিন আমি বনমধ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করছি, এমন সময়ে এক যুবক—বড়ই সুন্দর তাঁর রূপ—বড়ই মধুর তাঁর বাক্যবিন্যাস—ছদ্মবেশী দেবতার মত যুবক পিপাসায় আকুল হ'য়ে আমার কাছে পানীয় জল চাইলেন। কুটীরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে জল দেবো—এমন সময়ে পিতা এসে উপস্থিত হ'লেন। যুবক ক্ষত্রিয় ব'লে আত্মপরিচয় দিতে, পিতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি গান্ধর্ব্ব মতে আমায় বিবাহ করলেন। সে আজ নয় বৎসরের কথা। তাঁরই ঔরসে একটি পুত্র হয়েছিল। [রোদন]

মনু। তোমার সে পুত্রটি কোথায়, মা ?

রেণুকা। উঃ হু-হু, পিতা! স্বপ্নে সে কোলে এসেছিল, স্বপ্নেই সে চ'লে গেল। পিতা পীড়িত—আমি তাঁর শুশ্রূষা করছি—তিন বৎসরের শিশু পুত্র খেল্‌তে-খেল্‌তে—কুটীরের বাইরে গেল। খানিক পরে বেরিয়ে এসে দেখি—ছেলে নাই। কত খুঁজলেম—সন্ধান হ'ল না—[রোদন]

মনু। পেলব কুসুমের ওপর দিয়ে দারুণ তপ্ত মরু-বায়ু ব'য়ে গেছে; তাই যুবতী মা আমার—আঁধারে জাত, বিকশিত কমলের মত মলিনা। তোমার স্বামী তখন কোথায় ছিলেন, মা ?

রেণুকা। এক বছরের সেই শিশুকে ত্যাগ ক'রে একদিন রাত্রে তিনি কোথায় চ'লে গেলেন। কোন খবরই জান্‌তে পারলুম না।

মনু। কি নরপিশাচ—কি পাষণ্ড সে যুবক! এমন সতী সাবিত্রীর অফুরন্ত ভালবাসা—এমন কোরকিত শিশুর মধুর হাসি যে ছেড়ে যেতে পারে, নিশ্চয়—নিশ্চয় সে মহাপাপী—সে নরকের কৃমি কীট।

রেণুকা। আজ তিন বছরের কথা, একদিন বৈশাখী সন্ধ্যায় প্রবল ঝড় উঠ্‌ল। জানি না—তিনি কোথায় কি কাজে গিয়েছিলেন। বিপন্ন তিনি—পথ হারিয়ে আমার কুটিরে এলেন। আমিও তাঁকে চিন্‌লুম, তিনিও আমায় চিন্‌তে পার্‌লেন। কত মার্জ্জনা চাইলেন। দিন কয়েক ছিলেন সেখানে, এই শিশু তাঁর শেষ দান।

মনু। তার পর বুঝি আবার সে চ'লে গেল?

রেণুকা। একটা মৃগশিশু—বোধ হয় কোন আশ্রম-পালিত মৃগশিশু অনুসরণ কর্‌লেন, আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম—দেখ্‌লুম—দৃষ্টির শেষ সীমায় আমার পতি। যাকে আমি সুপুরুষ জান্‌তুম, দেখ্‌লুম পরিবর্ত্তিত। তিনি কি এক কিম্ভুত মূর্ত্তি! কি ভয়ানক আকৃতি!

মনু। হুঁ—কামরূপী কামাচারী অসুরের মায়ায় তুমি প্রতারিত হয়েছ, মা! [ধ্যানস্থ] তোমার এ স্বামী আর কেউ নয়—এ দুর্ব্বৃত্ত সেই নিষ্ঠুর হয়গ্রীব, মূর্ত্তিমান্ নরক। এ শিশু তারই পুত্র।

রেণুকা। রত্নদ্বীপপতি আমার পতি! এই শিশু—খাদ্যাভাবে ম্রিয়মান এই শিশু তাঁর পুত্র? উঃ! অদৃষ্টের কি নির্ম্মম বিদ্রূপ! নিয়তির কি কঠোর শাসন! ওঃ ভগবান্! [অঞ্চলে মুখাবৃত করিলেন]

মনু। পতি পরিত্যক্তা, সুখ-শান্তি বঞ্চিতা মা, আমার! উচ্ছ্বসিত শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হ'য়ো না।

রেণুকা। এই শিশু নিয়ে কার আশ্রয়ে যাব, পিতা? আমার পিতাও যে আর জীবিত নাই। ধরুন দেবতা, এই মুকুলিত পুষ্পাঞ্জলী—আপনার পায়ে উৎসর্গ করছি।

মনু। না—না, এ শিশুকে এখানে রেখে যেয়ো না। জান মা? শুনেছ? তোমার সদ্যোজাত স্বামীকে ঠিক এম্‌নি সময়ে কে এক অপরিচিতা রমণী আমার আশ্রমে রেখে চ'লে গেল। সযত্নে আমি তার লালনপালন করেছি। কাক-পালিত পক্ষোদ্গত কোকিল-শিশুর মত সে একদিন কোথায় উধাও হ'ল। আমারই পালিত সেই দুরাচার মূর্ত্তিমান দাবানল হ'য়ে পৃথিবীর শান্তি-কানন পুড়িয়ে দিচ্ছে। তারই পুত্র এ শিশু—আমি রাখ্‌ব না—রাখ্‌ব না—উঁ হুঁ—আমি রাখ্‌তে পারব না।

রেণুকা। কল্পতরুতলে যদি শীতল ছায়া না পেলুম ত আমার মত দুঃখিনীর স্থান কোথাও মিল্‌বে না। তবে চল্, অভাগা শিশু! চল্ পাপিনীর পুত্র! তোকে নিয়ে ঐ বিশাল সিন্ধুতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। [কিয়দ্দূর গমন]

মনু। [দেখিতে দেখিতে সহসা] ফিরে এস মা, ফিরে এস। হয়গ্রীব আমার প্রতি যত অত্যাচারই ক'রে থাক্, আমি তার পুত্রকে আশ্রয়—না—না—তাও ত ভাব্‌ছি। পার্‌ব না মা, পারব না—তোমাদের রক্ষা করতে পার্‌ব না, জান কেন? হয়গ্রীব আমার শির চায়—আমার হৃদ্‌পিণ্ড চায়—আমার রক্ত চায়। আমায় বন্দী করবার জন্য তার সেনা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রেণুকা। আপনার অপরাধ?

মনু। অপরাধ—আমি বেদ মানি—পুরাণ মানি—দেবতা মানি। অপরাধ—আশৈশব তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সিন্ধু—জলকে আশ্রয় দেয়, জল তার তীর ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে বন্যারূপে চ'লে যায়। জীবন নেওয়া তার মর্জ্জি। তাই বল্‌ছি মা, অন্যত্র আশ্রয় খোঁজ।

রেণুকা। অন্যত্রে আশ্রয় খুঁজে কোথায় পাব, পিতা?

মনু। খুঁজ্‌তে হবে না মা, স্বামীর আশ্রয়ে যাও।

রেণুকা। সেখানে কি স্থান পাব?

মনু। আমার ধারণা—স্থান পাবে। চাঁদের উজ্জ্বল কিরণরঞ্জিত শারদ শেফালীর মত ঐ ফুটন্ত হাসিমাখা শিশুপুত্র বক্ষে তুমি যখন তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবে, যতই পাষাণ হ'ক্ সে—অন্ততঃ ঐ ফুটন্ত পারিজাত সম শিশুর স্নেহে তোমায় গৃহে স্থান দেবে—যদি দৈব-বিড়ম্বনা না থাকে।

রেণুকা। তবে যাই, দেবতা! আশীর্ব্বাদ করুন—যেন স্বামীর আশ্রয় পাই। [প্রণাম]

[প্রস্থান

মনু। আশায় বুক বেঁধে অভাগিনী স্বামীর সকাশে যাচ্ছে। আশা তার মিট্‌বে কিনা—বজ্র-হৃদয় তার গল্‌বে কি না, ভগবান্ জানেন।

[গীতকণ্ঠে রক্তাক্ত শিরে অস্ত্রক্ষত সুষীমের প্রবেশ]

সুষীম—

গান

ওগো, কে কোথায় আছ গো
ফিরে চাও অভাগার পানে।
পিপাসায় কাতর আমি,
বাঁচাও জীবন দানে॥
দেখ জগৎ দেখ সজল চোখে,
বধে প্রাণে এ অনাথ বালকে,
রক্ষা কর কোথায় আছে কে—
জর জর কলেবর দানবের বাণে বাণে॥

মনু। আহা! আহা! [ধরিয়া] কে এমন কোমল শরীরে এ দারুণ আঘাত কর্‌লে? কেউটে সাপের মত কে এমন নির্ম্মম রে! ওঃ! কি রক্তস্রাব!

সুষীম। পিপাসায় ছাতি ফেটে গেল—একটু জল।

মনু। আমার কমণ্ডলুতে জল আছে; খাও, বালক! [জলপ্রদান]

সুষীম। [পান করিয়া] আঃ! নারায়ণ! বড় ক্লান্ত আমি—বড় অবসন্ন দুর্ব্বল আমি—ছেড়ে দিন্—এই মাটিতে একটু শুয়ে পড়ি।

মনু। মাটীতে কেন শোবে, বাবা? আমার বুকে এস।

সুষীম। বুকে নেবার মত কেউ ত আমার নাই। পিতা নাই—মাতা নাই—আপন বল্‌তে কেউ নাই। আমি পথের কাঙাল।

মনু। কে তুমি, বালক?

সুষীম। আমি অনাথ—আমি অভাগা, আমার পরিচয় কি শুন্‌বেন? অবন্তীরাজের একমাত্র পুত্র আমি। দুরাচার শঙ্খগ্রীব আমার পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজন সব হত্যা ক'রে সেখানে রাজা হয়েছে।

মনু। দুর্ম্মদ দানবের এ অত্যাচার দেখ্‌তে পার্‌ছ, দানবারি? তার পর, বালক! তার পর?

সুষীম। তার পর ধাই মা ঘুমন্ত আমায় জাগিয়ে—আমায় নিয়ে পালিয়ে গেল। আমি আগে আগে ছুট্‌ছি—ধাই মা পেছন পেছন ছুট্‌তে লাগ্‌ল। সহসা চেয়ে দেখি—শরাহতা ধাই মা মাটীতে প'ড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ছে—"পালাও সুষীম, প্রাণ বাঁচাও।" আবার ছুট্‌তে লাগ্‌লুম। কতকগুলো অসুর আমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌ছে। এমনি সময়ে একটি বালক তাদের বাধা দিয়ে আমার অনুসরণ কর্‌তে লাগ্‌ল। তার পর যে কি হ'ল—আমি বল্‌তে পার্‌ছি না—এখানে এসে পড়্‌লুম।

মনু। এ কি ভীষণ কোলাহল! বড় কাছে।

সুষীম। ঐ বুঝি তারা আমায় ধর্‌তে আস্‌ছে! আমায় রক্ষা করুন, ঠাকুর!

মনু। ভয় নাই, বালক! ঐখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।

[সুমদের প্রবেশ]

সুমদ। ওগো! ওগো! বল্‌তে পার তুমি, একটি বালক এদিকে ছুটে এসেছে? দেখেছ—তুমি দেখেছ?

মনু। কেন?

সুমদ। বড় অনাথ সে—রাজপুত্র হ'লেও বড় কাঙাল সে—দানবের দীপন্ত হিংসায় প'ড়ে বড় বিপন্ন সে, তাকে আমি রক্ষা করব। পিতার কঠোর শাসন আমি মাথা পেতে নেবো—স্নেহাশীসের বিনিময়ে তীব্র অভিশাপ নেবো—তাঁর অসির মুখে গলা বাড়িয়ে দেবো। পিতৃব্যের রোষ-কষায়িত চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তাঁর শাণিত কৃপাণের নীচে বুক পেতে দেবো—তবু তাকে রক্ষা করব।

মনু। পরের জন্য কেন তুমি প্রাণ দেবে, বালক?

সুমদ। পর নয় সে: আমার অন্তরাত্মা বল্‌ছে—সে আমার পরম স্নেহের বস্তু। দৈত্য-শরাহত বালক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে লাগ্‌ল—এক-একবার দম্ আট্‌কে প'ড়ে গিয়ে আবার উঠে প্রাণের ভয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। দৈত্যদের আমি বাধা দিলুম। মুমূর্ষুর সজলকাতর-চক্ষে আমার পানে সে তাকিয়ে রইল। তখন ইচ্ছা হ'ল, ঠাকুর, ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। পারলুম না—অবসর দিলে না—আবার ছুট্‌তে লাগ্‌ল। তাকে যদি দেখে থাকেন ত বলুন সে কোথায়?

মনু। হয়গ্রীবের পুত্র নও তুমি?

সুমদ। তাঁর পুত্র হ'লেও আমি সে বালককে প্রাণপণে রক্ষা করব। যদি না পারি, উভয়ে উভয়ের গলা জড়িয়ে মরব।

[দুর্ম্মদের প্রবেশ]

দুর্ম্মদ। এ তোমার বড়ই দুঃসাহস, সুমদ! পিতার বিষ-নজরে পড়্‌লে কত যন্ত্রণা—কত দুর্গতি পেতে হবে মনে ভেবেছ?

সুমদ। ভেবেছি দাদা, দুর্গতি ভোগ করব—যন্ত্রণা ভোগ করব—হাজার হাজার কেউটের ছোবল্-জ্বালায় জ্বল্‌ব—জ্বলন্ত বিস্ফোরণের মাঝে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, তবু তাকে রক্ষা করব—যতক্ষণ শ্বাস বইবে।

দুর্ম্মদ। পারবে না—পারবে না—রক্ষা করতে পারবে না। ঐ যে ভয়াড়ষ্ট স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে সে বালক। [কৃপাণ লইয়া আক্রমণোদ্যত]

সুমদ। নিষ্ঠুর ত তুমি নও, দাদা! [ধরিল]

দুর্ম্মদ। অসুরের পুত্র আমি—দুর্ভেদ্য পাষাণের কঠোরতার গাঁথনি দিয়ে গঠিত আমার হৃদয়—রক্তলোলুপ নিষ্ঠুরতা আমার উপাস্য—মলিনা হিংসা আমার সাধনা, আমি নিষ্ঠুর নই—কি বলছ? ছেড়ে দাও—পিতৃব্যের আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

[পুনরাক্রমণোদ্যত]

মনু। আগে এই বৃদ্ধের রুধিরে তোমার ঐ শাণিত কৃপাণের পিপাসা মিটাও, তার পর এই শিশুর দেহে—[চাহিয়া] বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে, এই যে ভীতি-বিবশ বালক নিশ্চল চোখে তাকিয়ে—বেঁচে আছে ত?

সুধীম। ঐ—ঐ! ওগো! ঐ যে যম দাঁড়িয়ে! [মনুর পশ্চাতে গিয়া] আমায় রক্ষা করুন।

মনু। রক্ষা কর, বীর! জানু পেতে আমি এই শিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি, এর প্রাণ বাঁচাও—বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ নাও।

দুর্ম্মদ। আশীর্ব্বাদ আমি চাই না—ব্রহ্মশাপই আমার কামনা। নমস্য আপনি—স'রে যান্

[মনুর পদতলে সহসা দুর্ম্মদ বসিয়া পড়িলে মনু কৃপাণের আঘাত লইবার মানসে গলা অবনত করিলেন, সুমদ—দুর্ম্মদের পায়ে পড়িল, সুধীম তখন ঊর্দ্ধচক্ষে যুক্তকরে গাহিল]

সুধীন— গান

যায় জীবন মধুসূদন, দেখা দাও নিদানে আমারে।
এস মম হৃদয়েশ, হৃদয়-মাঝারে ॥
আপন বলিতে কেহ নাহি যার,
শুনেছি হরি, তুমি আছ তার,
একা আছি—আর কেহ নাই আমার,
তৃণ সম ভেসে বেড়াই এ ভব-পাথারে ॥:

সুমদ। কাট্‌বে যদি দাদা, আমায় কাট—আমার রক্ত নিয়ে যাও—আমার রক্তে পিতার আর পিতৃব্যের হিংসার পূজা করতে ব'লো। কোন দিন আব্দার করি নাই দাদা, জীবনের এই মুহূর্ত্তে একটা আব্দার করছি। ছোট ভাই আমি, আমার একটা কথা রাখ। আমার রক্ত দেখিয়ে ব'লো—এ সেই বালকের রক্ত। আর আমার কথা ব'লো—আমি নিহত। কেউ জান্‌বে না—কেউ বুঝ্‌বে না—কেউ টের পাবে না—কেউ দাদা, তোমায় দোষী করবে না।

দুর্ম্মদ। [কৃপাণ ফেলিয়া] আয়, অনাথ বালক! আয়, প্রাণাধিক সুমদ! তোদের বুকে ধ'রে ধন্য হই। [আলিঙ্গন] সুমদ! প্রাণাধিক! এতক্ষণ তোমায় পরীক্ষা করছিলাম। আত্মদানে যে এ অনাথকে রক্ষা করতে এসেছ, তা' তোমার আন্তরিক আকিঞ্চন কি সাময়িক উচ্ছ্বাস তাই জান্‌তে এত কঠোর হয়েছিলাম, ভাই! দেবতা তুমি—তোমায় আশীর্ব্বাদ করি—জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি রেখে যাও। তোমার মত আমিও এই বালকের রক্ষার মানসে ছুটে এসেছি। শুধু তাই নয়—তোমাকে আর এই রাজর্ষিকে রক্ষা করাও আমার অভিপ্রায়।

সুমদ। সে কি, দাদা! আমায় রক্ষা করতে এসেছ!

দুর্ম্মদ। পিতৃব্য তোমায় খুব সন্দেহ করছেন—এই বালকের হত্যায় তুমি বাধা দিয়েছিলে।

সুমদ। সেজন্য ভেবো না, দাদা! আর্ত্তত্রাণের জন্য এ তুচ্ছ জীবন বলি দান দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত!

দুর্ম্মদ। তোমার এ আদর্শ জীবন বাঁচিয়ে রাখার বড়ই প্রয়োজন ভাই! জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত এঁদের আমি রক্ষা করব! এখনি তুমি কাকার কাছে চ'লে যাও। বলবে তাঁকে—আমি বালককে বন্দী করতে পারলুম না, দাদা তার অনুসরণ করছে। যাও ভাই, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না।

সুমদ। তোমার সঙ্গে সুষীম, প্রথম সাক্ষাৎ—এই শেষ। বড় সাধ ভাই, তোমায় একবার কোলে করি। [আলিঙ্গন]

সুষীম। আমারও সাধ দাদা, তোমার পদধূলি মাথায় নিই! [প্রণাম]

সুমদ। তবে যাই, ভাই!

সুষীম। তবে বিদায়, দাদা!

[সুষীমের মুখপানে চাহিতে চাহিতে সুমদের প্রস্থান

মনু। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে এতক্ষণ তোমাদের অভিনয় দেখছিলাম, দুর্ম্মদ! চমৎকার! আঁস্তাকুড়েও তবে পদ্ম ফোটে? নিবিড় তিমিরে ক্ষীণরশ্মি বড় উজ্জ্বল—বড় উপাদেয়।

দুর্ম্মদ। কথা বলবার অবসর নাই, প্রভু! এই অনাথ বালককে নিয়ে আপনি এই মুহূর্ত্তে চ'লে যান্।

মনু। আর তুমি?

দুর্ম্মদ। আমি? [মনুরূপ ধরিয়া] আমি এখানে থাকব। চমৎকৃত হচ্ছেন? মহামুনি ঋচিকের বরে আমি যে কোন অনুরূপ মূর্ত্তি ধরতে পারি।

মনু। এর পরিণাম ?

দুর্ম্মদ। ভগবান্ জানেন। চ'লে যান্ আপনি।

মনু। মহান্ তুমি—উদার তুমি—জগতের আদর্শ! ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। এস, সুষীম!

সুষীম। তবে যাই, দাদা! [প্রণাম]

দুর্ম্মদ। এস, ভাই!

[সুষীম সঙ্গে মনুর প্রস্থান

এমন পূতিগন্ধময় নরকে আর থাক্‌তে পারছি না, নারায়ণ! দম আট্‌কে মর্‌ছি। সুবর্ণ-সুযোগ যদি ঘটিয়ে দিলে, প্রভু! দেখো—যেন এ মহৎ অনুষ্ঠানে এ নশ্বর জীবন বলি দিয়ে দু'টি প্রাণ রক্ষা করতে পারি।

[অনুচর সহ শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। এই ত মনুর তপোবন। গোধূলির পুণ্য মুহূর্ত্তে আমি কি করতে যাচ্ছি? শরীর শিউরে উঠ্‌ছে—আতঙ্কে বুক কাঁপ্‌ছে। এই যে—এই যে, পৃথিবী দীর্ণা হ'য়ে আমায় গ্রাস করতে উদ্যত। ঐ বিশাল উচ্চ-গহ্বরে প'ড়ে গিয়ে এখনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাব। কিছু নয়—ও সব কিছু নয়—প্রপঞ্চময় দৃশ্য! ঐ যে অদূর-শূন্যে নিরালম্ব একখানা অসি দোদুল্যমান! এই বুঝি আমার মস্তক ছিন্ন হ'য়ে পড়ে! কৈ—কৈ অসি? না-না দৃষ্টিভ্রম! ঐ যে সাম্‌নে ধবক্-ধবক্ ক'রে আগুন জ্বল্‌ছে। দাবানল—দাবানল! ঐ ভীম-দাবানলে এখনই পুড়ে মরব। না-না-আগুন নয়—জ্যোতির্বিমণ্ডিত ঋষির ভাস্বর তেজ। [অগ্রসর হইয়া] এই মুহূর্ত্তে এঁকে তুমি বন্দী কর।

দুর্ম্মদ। কে তুমি আমায় বন্দী করতে এসেছ?

শঙ্খ। আমি শঙ্খগ্রীব—দৈত্য-সেনাপতি। রাজাদেশে আপনি আমাদের বন্দী।

দুর্ম্মদ। আমার অপরাধ?

শঙ্খ। অপরাধ কি—রাজার কাছে শুন্‌বেন। বন্দী কর—রাজধানীতে নিয়ে চল। রাজার অজ্ঞাপালন আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করি—তাঁর কর্ত্তব্য তিনি কর্‌বেন।

[মনু বেশী দুর্ম্মদকে লইয়া সকলের প্রস্থান

—চতুর্থ দৃশ্য—

উগ্রাচার্য্যের আশ্রম

[বেদ-পুরাণ সম্মুখে রাখিয়া উগ্রাচার্য্য সুখাসীন, কিয়দ্দূরে হয়গ্রীব উপবিষ্ট ছিলেন]

উগ্রা। বেদের কর্ম্মকাণ্ড তা' হলে বুঝ্‌লে বৎস?

হয়। বুঝেছি, আচার্য্য! সেইজন্য আজ আপনার এই আশ্রমে এসেছি। আর আমি কিছু বুঝতে চাই না—জান্‌তে চাই না—শুন্‌তে চাই না। দেবতাদের আহার্য্য যোগাবার জন্য যজ্ঞের ব্যবস্থা একদিকে, উদর-স্বর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণের বিনা পরিশ্রমে উদরপূর্ত্তির ভোজ্যের ব্যবস্থা অন্যদিকে। কি স্বার্থপর এই ব্রাহ্মণ-জাতি!

উগ্রা। যে ব্রাহ্মণ যাবতীয় ভোগবাসনা ছেড়ে এক মুঠো হবিষ্যান্ন খেয়ে বিজন বনে বিশ্বের কল্যাণ কামনায় জীবনপাত কর্‌তেন, স্বার্থপর তাঁরা?

হয়। বিশ্ব-হিত ব্রতে যতদিন অত্মনিয়োগ করেছিলেন, ততদিন বাস্তবিকই তাঁরা ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন—প্রণবের মত পবিত্র—আকাশের

মত উদার—পুষ্পের মত প্রেমময়—সৌর-করের মত নিঃস্বার্থ দাতা। তাঁর মহীয়সী শিক্ষা ছিল—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

উগ্রা। ব্রাহ্মণ তবে স্বার্থপর হ'লেন কবে?

হয়। ব্রাহ্মণ স্বার্থপর হ'লেন সেইদিন, যেদিন হ'তে গুণের অনাদর ক'রে প্রথাকেই তাঁরা উচ্চে স্থান দিলেন। যেদিন হ'তে সমস্ত জাতির মস্তক স্বরূপ হ'য়ে যা' কিছু জগতে উৎকৃষ্ট—যা' কিছু উপাদেয়—যা' কিছু মনোরম—সব তাঁরা আপনাদের ভোগ্য ব'লে নির্দ্দেশ করলেন, আর শরীরের অবয়বগুলিকে শুকিয়ে মারবার ব্যবস্থা করলেন—স্বার্থপর তাঁরা সেইদিন হ'তে—যেদিন হ'তে নিজ বংশধরগণের অন্ন সংস্থাপনের জন্য করলেন—তেত্রিশ কোটী দেবতার সৃষ্টি—যজ্ঞের সৃষ্টি—ব্রতের সৃষ্টি—শ্রাদ্ধের সৃষ্টি, আর তার সমর্থনের জন্য রচনা করলেন কতকগুলো বিচিত্র উপন্যাস—যাকে আপনারা বলেন—বেদ আর পুরাণ।

উগ্রা। কি সব প্রমাণে ব্রাহ্মণকে তুমি স্বার্থপর বলছ?

হয়। বেদ-পুরাণের প্রত্যেক অংশ সমালোচনা করতে গেলে যুগের পর যুগ কেটে যাবে। সংক্ষেপে বলছি—ব্রাহ্মণ গুণের অনাদার ক'রে প্রথাকেই উচ্চে স্থান দিয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে হয় ত গুণে বা কার্য্যে নিম্নতম ম্লেচ্ছ হ'তেও অধম, তবুও সে উপবীতী ব'লে ব্রাহ্মণ, আর শূদ্রের ছেলে হয় ত গুণে বা কার্য্যে উচ্চতম অধিকার পাবার যোগ্য, তবুও সে ঘৃণিত শূদ্র। আবার কতকগুলি বর্ণ অস্পৃশ্য ব'লে সমাজের পরিত্যাজ্য। জিজ্ঞাসা করি, আচার্য্য! তারা কি ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ নয়? উচ্চ বর্ণের ধমনীতে উষ্ণ রক্তধারা বহমান, আর তাদের ধমনীতে কি নর্দ্দমার পচা জল? আকারে আর প্রাকৃতিক নিয়মে যদি সব সমান, তবে সামাজিক ব্যাপারে এত বৈষম্য কেন?

উগ্রা। বিশাল সৃষ্টির পানে তাকাও, হয়গ্রীব! দেখবে—জানবে—

বুঝ্‌বে সর্ব্বত্র এ বৈষম্য আছে। বনে সুবাসিত চন্দনতরুও আছে, বিষবৃক্ষও আছে; নিম্বও আছে—ইক্ষুও আছে, বটবৃক্ষও আছে—তৃণগুচ্ছও আছে; সাগরও আছে—সরোবরও আছে।

হয়। ব্যোমযানে চ'ড়ে ওপরে উঠুন, আচার্য্য, দেখ্‌বেন—উঁচু-নীচু নাই—সব সমান। মানবজাতির উচ্চতম স্তরে যাঁরা, তাঁদের চক্ষে যদি এরূপ বৈষম্য লক্ষিত হয়, বলুন আচার্য্য, তাঁরা কি আখ্যার যোগ্য? দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণের অত্যাচারের কথা জানেন?

উগ্রা। কি রকম?

হয়। বিবাহের পর প্রথম রাত্রে পুরোহিত কন্যার সঙ্গে একত্র শয়ন ক'রে থাকে, পর রাত্রে বর-কন্যার মিলন হয়।

উগ্রা। কি বল্‌ছ তুমি হয়গ্রীব?

হয়। আশ্চর্য্য হচ্ছেন? চাক্ষুষ প্রমাণ চান্ ত যান্ বঙ্গদেশে—যান্ উৎকলে—যান্ কীকটে—যান্ সৌরাষ্ট্রে—যান্ মৎস্যদেশে। যে স্থানে যাবেন, সেই স্থানেই দেখ্‌বেন, কুসংস্কার—কুপ্রথা। এরূপ কেন হচ্ছে, জানেন? কল্পিত পুরাণ প্রচারের বিষময় ফল।

উগ্রা। পুরাণের প্রতি এত চটা কেন তুমি?

হয়। দ্বিজের গুণকীর্ত্তণের জন্য পুরাণের সৃষ্টি—দ্বিজের প্রভুত্ব বাড়াবার জন্যই পুরাণের বিচিত্র কল্পনা!

উগ্রা। এ সিদ্ধান্ত তুমি কেমন ক'রে করছ, হয়গ্রীব?

হয়। বিষ্ণুর বক্ষে ভৃগুর পদাঘাত একটা অলীক কল্পনা! বিশ্বের সাম্‌নে কল্পিত ভৃগুকে দাঁড় করিয়ে ব্রাহ্মণ সঙ্কেতে জানাচ্ছেন—"বিশ্ব! ব্রাহ্মণ কত উচ্চে—চেয়ে দেখ। ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পাদাঘাত কর্‌লেন, আর বিষ্ণু করযোড়ে তাঁর স্তব কর্‌লেন; অতএব তোমরা ব্রাহ্মণের পূজা কর—তোমাদের নির্ব্বাণ মুক্তি ব্রাহ্মণের পদসেবায়।"

উগ্রা। এটা যে একটা অলীক কল্পনা, কিসে তোমার সে বিশ্বাস হ'ল ?

হয়। কিসে বিশ্বাস হ'ল—শুনুন আচার্য্য ! গীতা বল্‌ছেন—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন মনা সুখেষু বিগত স্পৃহঃ। বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।" দুঃখে যার কাতরতা নাই—সুখে যার স্পৃহা নাই—আসক্তি ভয় ক্রোধ বর্জ্জিত যিনি, তিনিই মুনি। ভগবানের এই কথা স্বীকার করলে ভৃগু মুনিই হয়। কারণ—ব্রহ্মা ও শিবের কাছে যথোচিত সম্মান পাবার কামনা তাঁর ছিল, তাঁদের কাছে সে সম্মান না পাওয়ায় সে মনে ভাব্‌লে—"আমা হেন মুনিকে সম্মান করলে না ? তাই তার ক্রোধ হ'ল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—তার মধ্যে কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য বর্ত্তমান। যতক্ষণ এই রিপুর অধীন থাকে লোক, ততক্ষণ কি ব্রহ্মদর্শন হয় ? আর ভৃগু যদি ব্রহ্মবিদ্ হ'তেন ত ব্রহ্মা—বিষ্ণু—শিবকে একব্রহ্ম ব'লেই জান্‌তেন ; কে শ্রেষ্ঠ—কে নিকৃষ্ট এ প্রশ্নের উদয় হ'ত না। সুতরাং এ একটা উপন্যাস মাত্র।

উগ্রা। আর কি অকাট্য প্রমাণে তুমি পুরাণ মিথ্যা ব'লে মনে করছ ?

হয়। কোন পুরাণে বলা হয়েছে—শিব অনাদি—অনন্ত—অসীম—অব্যয়—নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম। কোন পুরাণে বলা হয়েছে—শিব ক্রোধবশে ব্রহ্মার এক মুখ কেটে ফেল্‌লেন। কোন পুরাণে দেখান হয়েছে—শোকে অভিভূত হ'য়ে তিনি সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে ত্রৈলোক্যে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ালেন। আবার দেখান হয়েছে—তিনি হরি-সাধনা ক'রে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন। পুরাণবেত্তা—আপনি ভেবে দেখুন ত আচার্য্য ! অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কিরূপ সামঞ্জস্য আছে, অথচ সমস্ত পুরাণের লেখক হচ্ছে—এক ব্যাসদেব।

উগ্রা। তোমার যুক্তি আমি শুনেই যাচ্ছি—কোন তর্ক করি নাই। তর্কের বিষয় আছে যথেষ্ট।

হয়। তর্ক কাটাবার সঙ্কলনও আছে আমার বিস্তর। যাগ—যজ্ঞ—হোম—ব্রত—ব্রাহ্মণ-ভোজন—দক্ষিণা প্রদান—দান—দেবতা প্রতিষ্ঠা—শ্রাদ্ধাদি যে কোন বিষয়ক প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, এক কথায় আমি উত্তর দেবো—এ সব নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণের উদরান্নের উত্তম ব্যবস্থা।

উগ্রা। তোমার কতকগুলি যুক্তি অকাট্য—কতকগুলি অসার।

হয়। বলুন আচার্য্য, কোন্ কোন্ যুক্তি আমার অসার? প্রত্যেকটির খণ্ডন যদি আমি করতে না পারি, আমি বেদ-পুরাণ মেনে চল্‌ব; আর তা' না হ'লে, সমস্ত বিলোপ করব। যে বেদ-পুরাণ জগতের সর্ব্বনাশ করছে—দেব-দ্বিজের গুণকীর্ত্তন করছে—দানবের অপকীর্ত্তি গেয়ে বেড়াচ্ছে—অন্য জাতিকে আঁধারময় গভীরতম গহ্বরে নামিয়ে দিয়েছে, সে বেদ-পুরাণ আমি ভস্মীভূত করব। দিন্—আচার্য্য, দিন্—ঐ বেদ-পুরণ। [গ্রহণোদ্যোগ]

উগ্রা। এ তোমার কি উন্মাদনা হয়গ্রীব?

হয়। বিশাল বিশ্বের পানে তাকিয়ে দেখুন আচার্য্য! তথাকথিত ব্রাহ্মণের চক্ষে নয়—ব্রহ্মবিদের চক্ষে। দেখুন—দানবের প্রতি দেবতার কি দুর্বিসহ অত্যাচার! যজ্ঞভুক্ দেবতার শাসন করব আমি, যজমান-রক্তপায়ী যাজক-ব্রাহ্মণের শাসন করব আমি। বেদ বিলুপ্ত করব—পুরাণ বিলুপ্ত করব। দিন্ আচার্য্য! দিন্ ঐ বেদ-পুরাণ। [গ্রহণোদ্যত]

উগ্রা। আরে রে দাম্ভিক দানব! আরে রে বলদৃপ্ত বর্ব্বর! বেদ-পুরাণ ধ্বংস করবে তুমি? আমার অভিশাপে তোমার সে সঙ্কল্প কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হবে। আমার অভিশাপে আত্মবিচ্ছেদে তুমি নিস্তেজ হও—নির্জিত হও।

[পাগলিনীবেশে দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। আর আমার আশীর্ব্বাদে তুমি শক্তিশালী হও—বিশ্বজয়ী হও। কেবল পত্নী-নির্য্যাতনে শক্তিহীন হবে। স্তম্ভিত রয়েছ কেন বাবা ?

হয়। কে তুমি মা ?

দুর্গা। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! আমায় চিন্‌তে পার্‌লি না ? আমি তোর মা।

হয়। কোথায় তুমি থাক মা ?

দুর্গা। থাকি আমি কত জায়গায়।

হয়। তোমায় ত দেখ্‌তে পাই না।

দুর্গা। দেখ্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে ত দেখ্‌তে পাবি ? আমি ত নিয়ত তোদের দেখ্‌তে পাই—তোদের কথা শুন্‌তে পাই।

হয়। সত্যই শুন্‌তে পাও ?

দুর্গা। শুন্‌তে না পেলে এখন এলুম কেন ?

হয়। আমি ত তোমায় ডাকি না মা !

দুর্গা। ডাকিস্ নি ? ঐ বামুণটা যখন শাপ দিচ্ছিল, তুই চোখ বুজে যে আমায় ডাক্‌বি ? সে ডাক্ বড় প্রাণের ডাক্—তাই শুনে আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না—তোর কাছে ছুটে এলাম। ওরা গোষ্পদে মহাসাগর আট্‌কে রাখ্‌তে চায়—ওরা বেদ-পুরাণে বিরাট্ ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে চায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! [হাস্য] কি অভিমানী রে !

হয়। সত্যি বল তুমি কে ?

দুর্গা। আমি মা, ওরেআমি সবার মা !

[দ্রুত প্রস্থান

হয়। শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী এ কি এ অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি ! কেউ যদি জান, আমায় ব'লে দাও—জানিয়ে দাও—বুঝিয়ে দাও—চিনিয়ে দাও—ও কে ?

[গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

কর্ম্মানন্দ— **গান**

ও যে কে—কেউ ত সন্ধান পেলে না।
যে জেনেছে—সেই মজেছে, ফিরে এসে খবর দিলে না॥
শৈব তারে বলে শিব, বৈষ্ণবে কয় হরি,
সৌরী তারে সূর্য্য বলে, শাক্তে কয় শঙ্করী,
ব্রাহ্ম তাকে ব্রহ্ম বলে, কেমন যে সে কেউ জানে না॥

হয়। সে যে এক—কি ক'রে জান্‌ব ?

কর্ম্মানন্দ— [গীতাবশেষ]

নানা রংয়ের কাচের মাঝে থাকে উজ্জ্বল আলো,
রং অনুসারে দেখায় লাল, নীল, সাদা, কালো,
রুচিভেদে নানা রূপ তার, মায়া কাট্‌লে নানান দেখে না॥

[প্রস্থান

উগ্রা। রোষাবিষ্ট আমি বুঝ্‌তে পারি নি, হয়গ্রীব! ধারণা কর্‌তে পারি নি—নির্জ্জিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত পতিতের উদ্ধারের জন্য পতিতপাবনীর যন্ত্র তুমি, আমায় ক্ষমা কর শিষ্য! [জানু পাতিলেন]

হয়। কি কর্‌ছেন প্রভু! [উঠাইয়া] উদ্ধত আমায় ক্ষমা করুন।

উগ্রা। সাধু-নির্য্যাতনে আমার অভিশাপ কার্য্যকর হবে—নতুবা নিষ্ফল। যাও বৎস! জগতের স্তূপীকৃত কুসংস্কার দূর কর্‌তে চেষ্টা কর—পতিতের উদ্ধারে যত্নবান্ হও; আমি তোমার সহায়।

অষ্টাবক্র। [নেপথ্য হইতে] আচার্য্য মশায় বাড়ী আছেন ?

উগ্রা। ওখানে তুমি কে হে চেঁচাচ্ছ ?

অষ্টা। [নেপথ্য হইতে] আমি—আজ্ঞে আমি। ওখানে কেউ নাই ত আচার্য্য মশায় ?

হয়। ওঃ! আমার বয়স্য অষ্টাবক্র। কৃষ্ণনাম শুন্‌তে পারে না, যেখানে ও নাম হয়, সেখানে ও যায় না। তাই ওখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে।

অষ্টা। [নেপথ্য হইতে] কথা বল্‌ছেন না কেন আচার্য্য? কেউ নাই ত?

উগ্রা। কেউ নাই—চ'লে এস।

[বক্রগতিতে অতি সন্তর্পণে অষ্টাবক্রের প্রবেশ]

অষ্টা। আজ তারা গেল কোথায়?

উগ্রা। কাদের কথা বল্‌ছ অষ্টাবক্র?

অষ্টা। সেই নেড়েগুলো। যারা কপালে ফোঁটা কাটে—গায়ে বড় বড় ছাপ মারে, আর সন্ধিপূজার ঘণ্টার মত মাথায় চৈতন নাড়িয়ে নাড়িয়ে নাচে গায়! বেড়ে বাজায়—চাকুম্ চুকুম্—ঘুগ্ ঘুগ্।

উগ্রা। তাদের কীর্ত্তন শুনেছ? বেড়ে গায়!

অষ্টা। বেঙের মত থপ্ থপ্ ক'রে এমনি ধারা বেড়ে নাচে। [নৃত্য অভিনয়]

উগ্রা। থাম—থাম, তোমার নাচ দেখে খুব খুসী হয়েছি। এবার সেই হরি—

অষ্টা। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া] আপনি নিতান্ত—কি বল্‌ব আমি আপনাকে—আপনি নিতান্ত—হ্যাঁ—আপনি নিতান্ত—কি বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার বাড়ী এসেছি, আপনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তা যাচ্ছি—শুনুন, রাণী-মা আপনাকে ডেকেছেন।

হয়। বয়স্য!

অষ্টা। দৈত্যরাজ!

হয়। রাণী ডেকেছেন কেন জান?

অষ্টা। জানি না দৈত্যরাজ!

উগ্রা। বোধ হয় কৃষ্ণপূজা—

অষ্টা। ওরে বাবা! ঐ রথ নেমে এল রে! আমায় নিয়ে গেল রে!

[প্রস্থান

হয়। ওঃ! কি বিশ্বাস! আপনি যান্ আচার্য্য, আমি মঙ্কনক মুনির সঙ্গে দেখা ক'রে যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান

[দ্রুত আজবের প্রবেশ]

আজব। কে কোথায় চেঁচালি রে? কৈ—কাকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাকে কি কেউ মেরে ফেল্‌লে?

[গায়বের প্রবেশ]

গায়ব। আরে না—না, এ যে ঋষির আশ্রম। ও সব ত এখানে কিছু হ'তে পারে না, বাবা! চল—যে কাজে এসেছি, সেই কাজ কর্‌তে যাই। বিলম্ব হ'লে আমার সোনার দেশ থাক্‌বে না রে, থাক্‌বে না!

আজব। থাকে থাক্—যায় যাক্। কোন বেচারা বিপদে পড়্‌লে খুঁজেবের্ কর্‌তেই হবে।

গায়ব। ততক্ষণ সৈন্যেরা অবন্তীর ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে সব ছারখার ক'রে দেবে, রে বাবা! আগে চল্ সৈন্য সংগ্রহ করি, তার পর তখন খুঁজবি রে বাবা!

আজব। ততক্ষণ সে বেচারার দশা কি হবে বাবা? তুমি যাও পিতা, আমি যাব না। আমি যাব তার খোঁজে, যদি পারি—তার উদ্ধার কর্‌ব, না হয় প্রাণ দেবো। [প্রস্থানোদ্যত]

গায়ব। [ধরিয়া] যেয়ো না বাবা, যেয়ো না। পরের জন্য কেন বিপদ্ ঘাড়ে কর্‌বে?

আৰ্জব। শৈশবে তুমি বাবা আমায় পড়িয়েছিলে—শিখিয়েছিলে—"নিজ সুখ তরে বিব্রত থকিতে আসে নি মানুষ এ ভব মাঝে। প্রত্যেকের তরে প্রত্যেকে আমরা দানিব জীবন পরের কাজে।" যা' শিখেছি—তাই করব—এ জীবন দেবো পরের কাজে।

[দ্রুত প্রস্থান

গায়ব। [খানিকক্ষণ একদৃষ্টে থাকিয়া] গেল—গেল—ছুটে পালাল। কেন আমায় ধনী করলে, নারায়ণ! একে একে সব নিয়েছ—ঐ একমাত্র ছেলেটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছ—এ বুড়োটাকে তবে আর কেন রেখেছ? আমায় নাও—মাতৃভূমি নাও—সব শেষ ক'রে দাও।

[প্রস্থান

—পঞ্চম দৃশ্য—

মন্দির

[ইন্দ্রমূর্ত্তি ও পূজার সম্ভার রাখিয়া অঞ্জনা একান্তে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন]

অঞ্জনা। স্বামীর চরিত্রে একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! চিরপ্রফুল্ল তিনি—আজ বিষাদের মত গম্ভীর! স্নেহবান্ তিনি—আজ বজ্রের মত কঠোর! নৃত্যগীতমত্ত তিনি—আজ রুগ্নের মত নিরানন্দ! কি ভাব্‌ছেন—কি কর্‌ছেন, আমি জান্‌তে পার্‌ছি না—বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তবে কি—ওঃ! নারায়ণ এ যে ভাব্‌তেও পার্‌ছি না।

[বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী। [কাতরস্বরে] দিদি!

অঞ্জনা। কি হয়েছে ভগিনি?

বাসন্তী। সর্ব্বনাশ হয়েছে—রাজর্ষি মনু কারারুদ্ধ!

অঞ্জনা। তবে ধরা পড়েছেন?

বাসন্তী। সন্ধ্যাকালে তপোবনে তিনি বন্দী হয়েছেন।

অঞ্জনা। কুপুত্র দুর্ম্মদই বুঝি বন্দী করেছে ?

বাসন্তী। না দিদি, বন্দী করেছেন তোমার দেবর।

অঞ্জনা। শঙ্খনাদ ? সে না অবন্তীরাজ্যে যুদ্ধ কর্‌ছে !

বাসন্তী। সে রাজ্য আর কি আছে দিদি ? শুনেছি—অবন্তীরাজ্যের পক্ষে যারা ছিল—তারা সব নিহত। রাজকুল নির্ম্মূল ! বংশে বাতি দিতে আছে একটী ক্ষুদ্র বালক, তা সেও ধরা পড়্‌বে—সেও মর্‌বে। তাকে বন্দী কর্‌বার মানসে দুর্ম্মদ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অঞ্জনা। তাকে রক্ষা কর্‌তে কি কেউ নাই ?

বাসন্তী। শুনেছি কেউ নাই। জীবিত আছে এক সেনাপতি ; সেও সপরিবারে পলাতক। সেই অষ্টম বর্ষীয় বালকের কথা যখন ভাবি দিদি, তার এখনকার দুরবস্থার চিত্র যখন মানস-পটে এঁকে কল্পনার চোখে চেয়ে দেখি, তখন চোখের জল আর রাখ্‌তে পারি না। তুমি—আমি মানবের ঘরে না জ'ন্মে—যদি দৈত্য-কুমারী হ'য়ে—দানবের বৌ হ'য়ে আস্‌তাম, তা' হ'লে এ সব অত্যাচারের কথা শুনে প্রাণে এত আঘাত পেতাম না।

অঞ্জনা। কি হবে ভগিনি ! পরিণাম ভাব্‌তেও যে শরীর শিউরে উঠ্‌ছে ! দীপন্ত আগুনে দুর্জ্জয় ধধূপ উঠে মহাশূন্যে ছুটে যাচ্ছে, খানিক পরেই যে সে যখন বিরাট্ হাহাকারে ছড়িয়ে পড়্‌বে, তখন ভগিনি ! তখন—তখন কি হবে ?

বাসন্তী। উঃ হুঃ হুঃ ! দিদি ! [অঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন]

অঞ্জনা। কেন কাঁদ্‌ছ ভগিনি ? [সাদরে ধরিলেন]

বাসন্তী। জন্মের মত আমায় বিদায় দাও !

অঞ্জনা কেন, কি হয়েছে বোন্ ?

বাসন্তী। তুমি শিখিয়েছ দিদি, স্বামী যতই কুৎসিত হ'ক্—যতই

দুরাচার হ'ক্, তবুও সে নারীর দেবতা। আমি শিখেছি—আমি চিনেছি—আমি বুঝেছি, তিনি আমার দেবতা সে দেবতাকে—[মুখাবৃত করিলেন]

অঞ্জনা। কি হয়েছে ভগিনী! স্পষ্ট ক'রে আমায় বল।

বাসন্তী। কি আর বল্‌ব? অবন্তী হ'তে এক সুন্দরী ষোড়শী এনেছেন তোমার দেবর। আমার কপাল ভেঙেছে দিদি! [রোদন]

উগ্রাচার্য্য। [নেপথ্য হইতে] রাণী-মা!

অঞ্জনা। আচার্য্য এসেছেন ভগিনী! ঘরে যাও। পূজার পর আমি যাব-এখন।

বাসন্তী। যেয়ো দিদি, আমার জীবনের শেষ দিন।

[বেগে প্রস্থান

[উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ]

উগ্রা। পূজার আয়োজন হয়েছে রাণী-মা?

অঞ্জনা। আসুন। [প্রণামান্তে] বহুক্ষণ পূজার আয়োজন হয়েছে।

উগ্রা। তবে পূজায় বসি। [উপবেশন ও পূজারম্ভ]

[বালকগণের প্রবেশ]

বালকগণ—

নৃত্যগীত

গাও গাও সবে এই উৎসবে বাসবের জয়।
করতালি দিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া, গাও তাঁর পূতকীর্ত্তিচয়॥
প্রীত হ'য়ে সুরপতি করিবে শুভ দৃষ্টি,
রস-পুষ্টি পাবে ভূমি লভিয়া সুবৃষ্টি,
সলিলশীতলা শস্যশ্যামলা বসুমতী হবে,
দুধে ভাতে সুখে র'ব, অভাব নাহি র'বে,
চিরায়ু হ'ক্ রাজা, চিরায়ু হ'ক্ রাণী, কীর্ত্তি রহুক্ বিশ্বময়॥

[প্রস্থান

[হয়গ্রীবের প্রবেশ]

হয়। কি হচ্ছে এখানে? এ কিসের উৎসব?

অঞ্জনা। ইন্দ্রপূজা হচ্ছে, এ তারই উৎসব।

হয়। [সবিস্ময়ে] ইন্দ্রপূজা!

অঞ্জনা। ইন্দ্রের পূজা কর্‌ছি, রাজ্যে সুবৃষ্টি হবে—খুব শস্য হবে—প্রজার মঙ্গল হবে—রাজার মঙ্গল হবে।

হয়। অঞ্জনা!

অঞ্জনা। নাথ!

হয়। আমার আদেশ তুমি জান্‌তে না অঞ্জনা?

অঞ্জনা। না প্রিয়তম!

হয়। আমার আদেশ হচ্ছে—ব্রহ্ম ভিন্ন বাজে দেবতার পূজা না করা। আচার্য্য!

উগ্রা। দৈত্যরাজ!

হয়। ইন্দ্রের পূজা কর্‌ছেন—তত্ত্বজ্ঞ আপনি?

উগ্রা। দোষ কি বৎস?

হয়। কামুকতা যার লালসা—অসূয়া যার ক্রিয়াকলাপ—লোভ যার জীবন-ব্রত—হিংসা যার উপাস্য, সেই গুরুপত্নীহারী ভক্ত-নির্যাতক ইন্দ্রপূজা? রাশি রাশি ভুষির সঙ্কলনে যত্ন কর্‌ছেন আপনি? এখনই এ পূজা বন্ধ করুন আচার্য্য!

উগ্রা। পূজা বন্ধ কর্‌লে পাপ হবে। স্বর্গলাভ অসম্ভব।

হয়। স্বর্গলাভের কামনা কি আপনার আছে আচার্য্য? স্বর্গ! এই পৃথিবীর মতই সেই স্থান। এখানে আছে রমণীয় কুসুমিত উপবন, সেখানেও আছে পারিজাত-শোভিত নন্দন-কানন। এখানেও আছে বারবিলাসিনী—সেখানেও আছে স্বর্গ-বেশ্যা উর্ব্বশী, মেনকা, ঘৃতাচী প্রভৃতি

অপ্সরা। কিসের জন্য লোক স্বর্গের কামনা করে? শুদ্ধা ভক্তি ছেড়ে স্বর্গ কামনা যে করে, সে অজ্ঞ—সে নির্ব্বোধ—সে অর্ব্বাচীন। আমার কাছে স্বর্গকামনা নিষ্প্রয়োজন। এই পদাঘাতে আমি ইন্দ্র-বিগ্রহ চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে ফেল্‌লাম! [পদাঘাত]

অঞ্জনা। সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল! রক্ষা কর নারায়ণ!

উগ্রা। [দাঁড়াইয়া] দ্যুতিমান্ বিবস্বান্ আবরি' আঁধারে
উড়িয়া আসিছে ওই যম দূতাকৃতি
ভৈরব জীমূতবৃন্দ গভীর গর্জ্জনে।
ঘর্-ঘর্-ঘর্-ঘর্ দম্ভোলি নির্ঘোষে
বিকম্পিতা বসুন্ধরা—বিধূমিত ব্যোম।
চক্‌মক্ চক্‌মক্ চপলার ছটা
বিস্ফুরিত মুহুর্মুহু জলদ-পবনে।
অজস্র করকাপাত, অজস্র বরিষা,
বুঝি বা আগত এবে প্রলয়ের কাল!

[শঙ্খগ্রীব ও সুমদের প্রবেশ]

শঙ্খ। ভূমিকম্প—ভূমিকম্প বড় ভয়ানক!
ভীষণ কম্পনে বুঝি মেদিনীমণ্ডল
অগাধ সিন্ধুর জলে হয় নিমজ্জিত।
ওই—ওই বিচূর্ণিত গৃহ শত শত,
ধূলিসাৎ অট্টালিকা সৌধ অগণন।

সুমদ। প্লবমান রত্নদ্বীপ সিন্ধুর প্রবাহে
কোথা' যেন ঘূর্ণ্যমান যেতেছে ভাসিয়া!
জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যায় এ বিশাল দ্বীপ
প্রলয়পয়োধিমগ্না হবে মুহূর্ত্তেকে।

[পবন ও ইন্দ্রের দূরে আবির্ভাব]

ইন্দ্র। বহ—বহ প্রভঞ্জন, গম্ভীর হুঙ্কারে,
রত্নদ্বীপ মহাশূন্যে দাও উড়াইয়া।
ডুবাও—ডুবাও ত্বরা, ডুবাও বরুণ,
বিভীষণ অম্বুচ্ছাসে দৈত্যের ভবন।
দ্বাদশ মার্ত্তণ্ডতেজে ওঠ দিনকর!
মুহূর্ত্তেকে ভস্মীভূত কর দৈত্য-ধাম।
সম্বর্ত্ত—আবর্ত্ত মেঘ বরিষ' বরষা,
ডুবাও এ রত্নদ্বীপ অতল সলিলে।

পবন। অস্ত্র-শস্ত্র দেবগণ, কর বরিষণ,
বধ কর এ মুহূর্ত্তে দানব-নিবহ।
প্লবমান রত্নদ্বীপ কর চূর্ম্মার,
ভাসাও অর্ণব-মাঝে আবর্জ্জনা যথা।

হয়। তোমরাও দৈত্যগণ ধর অস্ত্রচয়,
দেব-অস্ত্র ব্যর্থ কর অব্যর্থ সন্ধানে।

শঙ্খ। বহিছে তুমুল ঝড় গভীর নিঃস্বনে,
নিবিড় কালিমাময় জীমূত নিচয়,
ডুবায় অবনীধাম অজস্র ধারায়।
বিকম্পিত বিশ্বধাম বজ্রের নির্ঘোষে,
বীচি-বিলোড়িত সিন্ধু ভৈরব আরাবে,
ডুবায় প্রবল স্রোতে এ বিশ্ব-সংসার।

সুমদ। আগুন—আগুন পিতা, পুড়ে যায় দেহ!
দেবতার অস্ত্রাঘাতে বিক্ষত শরীর!
নিবারিতে নারি পিতা অস্ত্র দেবতার।

অঞ্জনা। [সুমদকে ধরিয়া]
যায়—পুত্র যায় এবে দেবতার রোষে !
কি শোণিত-স্রাব বুঝি হয় সর্ব্বনাশ !

হয়। ওই—ওই গরজিছে বজ্র ভয়ানক !
উগারিছে রাশি রাশি সধূম অনল !
দানবের অব্যাহতি নাহি দেখি আর।

উগ্রা। শান্ত হও হয়গ্রীব, কেন এত ভয় ?
মন্ত্রবলে দেবদলে করিব স্তম্ভিত।
নিস্পন্দ নিশ্চল হও দুর্ব্বৃত্ত দেবতা !

[দূরে বৃহস্পতির আবির্ভাব]

বৃহ। দেবতা স্তম্ভিত করা বড় সোজা নয়।
দেখ—দেখ উগ্রাচার্য্য প্রতাপ আমার,
মন্ত্রবলে করিলাম ব্যর্থ মন্ত্র তব।
হান' হান' দেবগণ অস্ত্র-শস্ত্রচয়,
বিনাশ' দানবকুলে কালান্ত-আহবে।

উগ্রা। এইবার দেখ তবে বিস্মিত নয়নে,
দৈত্য-গুরু উগ্রাচার্য্য কেমন তাপস ?
তপোবলে দেবতায় ঘুরাব শূন্যেতে। [মন্ত্রপাঠ]

বৃহ। ঐ দেখ খর্ব্বীভূত দৃপ্ত তেজ তব।
এইবার উগ্রাচার্য্য, রক্ষ' শিষ্যগণে।
[মন্ত্রপূত বাণ দিলেন]

উগ্রা। অঙ্গিরার দীপ্ত মন্ত্র হ'য়ে মূর্ত্তিমান্,
বসিল সহসা ওই দেবের শায়কে !

এখনি ধ্বংসিবে রোষে দানব-নিবহে,
আমা হ'তে প্রতীকার নাহি হ'ল আর!
ইন্দ্র! ইন্দ্র!
হয়গ্রীবে লক্ষ্য করি ছুঁড়িয়ো না বাণ,
শঙ্খগ্রীবে কোনক্রমে ক'রো না সন্ধান,
অন্য সব দৈত্যগণে কর বিনিহত।

হয়। বধিতে আসিছে অস্ত্র এ দানবকুল,
কে রক্ষিবে দুঃসময়ে কে রক্ষিবে সবে?

[সম্মোহন বাণহস্তে দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। আমিই রক্ষিব সব—আমিই রক্ষিব,
তোরা যে রে সব আমার সন্তান।
এই নে—এই নে তোরা সম্মোহন বাণ।

[বাণদান ও বেগে প্রস্থান

হয়। [লইয়া]
পেয়েছি এবার দীপ্ত সম্মোহন বাণ।
আর নাহি কারে করি ভয়'
জয় মা দুর্গা! জয় মা দুর্গা!

[শর যোজনা]

ইন্দ্র। ওকি! ও ভীষণ বাণ করিছে হুঙ্কার,
রক্ষ'—রক্ষ' সুর-গুরু, রক্ষ' এ সময়ে!

বৃহ। আপনি সে বিশ্ব-মাতা দিয়াছেন শর,
কেমনে দুর্জ্জয় শর করিব সংহার—
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি নিস্তেজ দুর্ব্বল।

[প্রস্থান

পবন। ওই—ওই ছুটিতেছে সম্মোহন শর,
ভীমতেজে ভীমবেগে দেবতার দিকে।
কোথা' যাব—কোথা' যাব—কোথা' পাব স্থান ?

[বেগে প্রস্থান

ইন্দ্র। নাই আর পরিত্রাণ দুর্ব্বার এ রণে।

[প্রস্থান

হয়। যাও বাণ, বিচেতন কর দেব সবে। [শরক্ষেপ]

শঙ্খ। কি আশ্চর্য্য ! ওকি দেখি মহাশূন্যপথে
ঘূর্ণামান অচেতন সমূহ দেবতা !

হয়। যাও—যাও, শঙ্খগ্রীব স্নেহের অনুজ !
যাও পুত্র ! ব্যোম-রথে মহাশূন্য পথে,
বেঁধে আন অবিলম্বে অমর-নিচয়।

[শঙ্খগ্রীব ও সুমদের প্রস্থান

আসুন, আচার্য্য ! এ কি ! সহসা আপনাকে বিষণ্ণ দেখ্‌ছি যে ?

উগ্র। বল্‌বার সময় যখন আস্‌বে, তখন বল্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান

অঞ্জনা। রক্ষা কর নারায়ণ ! স্বামীর সুমতি দাও।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

অষ্টাবক্রের কুটীর

[বৈষ্ণবগণ গাহিতেছিলেন, অষ্টাবক্র তণ্ডুল লইয়া কিয়দ্দূর আসিয়া বৈষ্ণবদিগকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইলেন]

বৈষ্ণবগণ— **গান**

কবে রে মন, ভাঙ্‌বে নেশার ঘোর।
কখন্ মেল্‌বি ঘুম-জড়ানো অলস আঁখি তোর॥
ঘরের আলো নিবিয়ে,
পড়েছিস্ খুব ঘুমিয়ে,
তোর-ধন-রতন যায় নিয়ে
আঁধার ঘরে পশি' চোর॥
আলো জ্বেলে সজাগ থাক্,
ভেতর পানে নজর রাখ্,
হরি হরি ব'লে ডাক্,
ওই যে হ'য়ে এল নিশি ভোর॥

[দ্রুতপদে অষ্টাবক্রের প্রবেশ]

অষ্টা। ওরে নির্ব্বংশের ব্যাটারা! আমার বাড়ী তোদের সেই—কি বলে—

১ম বৈষ্ণব। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ!

অষ্টা। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া] চুপ্—চুপ্! পাজি, ছুঁচো, মুদ্দফরাসের আঁস্তাকুড়! ভিক্ষে মাগ্‌তে এসেছিস্—এই নে। [তণ্ডুল পুঁটুলি দিয়া] যা'—চ'লে যা'।

১ম বৈষ্ণব। সব দিলেন যে? আপনি কি খাবেন?

অষ্টা। তার জন্মি তোর মাথাব্যথা কেন? যা—চ'লে যা'—আবার কিনে আনব এখন। যা' না বাবারা—যা' না।

১ম বৈষ্ণব। কিনে তো আন্‌বেন; ট্যাঁকে পয়সা আছে ত ঠাকুর?

অষ্টা। থাক্‌লেও আছে—না থাক্‌লেও আছে; অত খবরে তোর দরকার কি রে বাপু? অত হিসেব নিকেশ দিতে আমি পারি না।

১ম বৈষ্ণব। আপনার খবর আমরা বেশ জানি, সব বিলিয়ে দিয়ে শেষকালে দাঁতমুখ ছিরকুটে শুকিয়ে মরেন। আমরা ভিক্ষে নোব না।

অষ্টা। নে—নে আর তর্ক করিস্ না। আমার খাবার আছে, তোরা নিয়ে যা'। তবে দেখ্ বাবা, চুপি—চুপি চ'লে যা'। তোদের সে বুলিটি আওড়াস্ না। ও বিদ্‌ঘুটে কথা শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেধে।

১ম বৈষ্ণব। নে—নে—চল্, ওকে আর ক্ষেপিয়ে দরকার নেই।

[বৈষ্ণবগণের প্রস্থান

অষ্টা! হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচা গেল বাবা! ঐ যে সূর্য্যি ডুবু ডুবু হয়েছে সিধে যা পেলাম, তা ত দিলাম। এখন?—দূর ছাই! পেটের জন্মি আবার চিন্তে? ওদের দিয়ে যেমন মনটা খুসী হ'ল, খেলে কি তা' হ'ত? ঘরে গিয়ে দেখি, একমুঠো চাল পাই কি না? দিন ত গেল—রাতটাও একটু চালজল খেয়ে কাটিয়ে দোব। এদিকে যে ব্রাহ্মণী ছেলেটাকে নিয়ে কবে বাপের বাড়ী গিয়েছে—আজও ত ফির্‌ছে না। সংসারের এ ঝঞ্ঝাট আমি আর বইতে পার্‌ছি না। ওদিকে আবার মৃদঙ্গের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না? বৈরাগী ব্যাটারা বাড়ীটাকে একেবারে আখ্‌ড়া ক'রে তুল্‌লে

যে ? আবার সেই বিদ্‌খুটে নামটা। পালাই বাবা! [বেগে প্রস্থান ও কিঞ্চিৎ পরে খাদ্য লইয়া আসিয়া] ঐ রাস্তায় চ'লে গেছে ব্যাটারা, বেশ হয়েছে। যদি ঐ নামটা কানের ভেতর ঢুক্‌তে পারে, তবে কি আর রক্ষে আছে ? রথে চাপিয়ে সটান্ সেখানে নিয়ে যাবে। মনে করেছি—একটা জঙ্গলে গিয়ে আস্তানা করব ; তা' হ'লে আর—

[সহসা সঙ্গিগণ সহ ঝণ্টু দস্যুর প্রবেশ, একজন অষ্টাবক্রের খাদ্য কাড়িয়া লইল ও ঝণ্টু অষ্টাবক্রের ঘাড় ধরিল]

ওরে বাবা রে! বাঘে শিকার ধরা গোছ আমায় ধরেছে রে!

ঝণ্টু। চোপ্‌রাও বজ্জাৎ!

অষ্টা। ওরে, ও যে আমায় চুপ্ করতে বল্‌ছে রে!

ঝণ্টু! চিল্লাচিল্লি মৎ কর সয়তান! [গলা ধাক্কা দিয়া ছাড়িয়া দিল]

অষ্টা। আমায় লাট্টু ঠাওরালে নাকি বাবা, যে—ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘুরিয়ে দিলে ?

ঝণ্টু। বোল্ তব্ আউর চিল্লাচিল্লি নেই কোরবে ?

অষ্টা। এমন সবিনয় নিবেদনপূর্ব্বক আমায় নিয়ে যাচ্ছ, আর আমি একটু চেঁচাব না ? রাজা মশাইকে খবর করা—

ঝণ্টু। তুহি কোন্ হ্যায় রে ?

অষ্টা। আমার নাম হচ্ছে অষ্টাবক্র। এই—[অভিনয় সহকারে] এ মোড়—ও মোড়—তে-মোড়—পাঁচ মোড়—ছ'মোড়—সাতমোড়—আটমোড় এঁকে বেঁকে চলি ব'লে লোকে আমায় ডাকে অষ্টাবক্র।

ঝণ্টু। দৈত্যরাজার বয়স্য নাকি রে ?

অষ্টা। আরে, হাঁ—হাঁ চিন্‌তে পার্‌ছিস্ এখন ?

ঝণ্টু। ঘাট কন্নু—মাপ্ কিজীয়ে!

অষ্টা। তোদের মাফ করব নির্ব্বংশের ব্যাটারা? রাজাকে ব'লে তোদের ছ'মাস ফাঁসী না দিয়ে সহজে ছাড়্‌ছি না, ছ—ছ—মাস ফাঁসী—বাবা, দেখ্‌বে এক্‌বার মজাটা!

ঝণ্টু। মাপ্‌ কিজীয়ে বাপী।

অষ্টা। হবে না—হবে না, শূলে চড়াব—তপ্ত তেলে ভাজ্‌ব। বদ্‌মাইস্‌ ব্যাটারা, লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সঞ্চয় করে, আর তোরা চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যাস্‌ কোন্‌ আক্কেলে? রাগে গা-টা গস্‌ গস্‌ কর্‌ছে।

ঝণ্টু। মাপ্‌ কর্‌ বাপী—মাপ্‌ কর্‌।

অষ্টা। এক শ' হাত নাকে খৎ দে। না—না—উঁ হুঁ হবে না—হবে না।

ঝণ্টু। পাকৃড়ো ত—বেইমান কো পাকৃড়ো ত? [শিখাকর্ষণ]

অষ্টা। আহা হা! আমার মানে হাত দিলি? আমার ইজ্জৎ খোয়ালি? ছেড়ে দে রে ব্যাটারা, ছেড়ে দে; তোদের মাফ্‌ কর্‌লুম।

ঝণ্টু। চিৎপাত কোরিয়ে দুষ্‌মুনকা বুকের পর ছোরা বসাইয়ে দে—একদম নিকাশ কোরিয়ে দে।

অষ্টা। ওরে বাবা রে, আমায় খুন করলে রে! ওরে সোনার চাঁদেরা! একদম হাড়গোড় ভাঙা "দ" বানালি রে? তোদের সাথে একটু রগড় কর্‌ছিলুম রে!

[বেগে আজবের প্রবেশ]

আজব। ভয় নাই—ভয় নাই! এ কি রে বর্ব্বর! শীগ্‌গির ছেড়ে দে।

ঝণ্টু। [ছাড়িয়া দিয়া] কে তুই?

আজব। আমি তোর যম—তোর গর্দ্দান নেবো।

অষ্টা। [আজবের পশ্চাতে গিয়া] নাও—নাও—ব্যাটাদের গর্দ্দান

নাও। পাজি ব্যাটারা—আমার ঘাড়্‌টা মট্‌কে দিয়েছে—খুন করেছিল আর কি!

ঝণ্টু। পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—শূয়ারকো পাক্‌ড়ো।

আজব। আর এক পা এগোবি ত মর্‌বি। [অস্ত্র ধরিল]

অষ্টা। আয় ত ব্যাটারা, পাজির পয়জার—কুক্কুরের ন্যাকার! আয় ত দেখি, তোদের কত হিম্মৎ—কত জোর? এক ঘুঁসিতে দাঁত ক' পাটি ভেঙে দোব। এগিয়ে যাও ত বাবা, এগিয়ে যাও ত!

ঝণ্টু। তব্ আও রে দুষ্‌মন! [আক্রমণোদ্যত]

আজব। আয় তবে বর্ব্বর!

[সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

অষ্টা। হাতিয়ার বেশ বাগিয়ে নাও বাবা, আচ্ছা ক'রে—ব্যাটাদের মুখ মাটীতে রগ্‌ড়ে দাও—দাঁতগুলো গুঁড়ো ক'রে ফেল—যাব নাকি আমি? গোটাকতক দিয়ে আস্‌ব নাকি? হাতটা বেজায় সুর্‌ সুর্‌ করছে। যাক্‌ শত্রু পরে পরে। কি অসুর বাবা! পায়রার মত ঘাড়টা—আঃ! মরুক্‌—মরুক্‌—নিপাত যাক্‌।

[লম্বমান শ্মশ্রুবিশিষ্ট বটুকের প্রবেশ]

বটুক। বাবা! বাবা! একটা মজা হয়েছে।

অষ্টা। কিসের মজা হয়েছে?

বটুক। কাল মায়ের খুব জ্বর হয়েছিল—গা আগুনের মত গরম—

অষ্টা। খুব জ্বর হয়েছিল?

বটুক। তুমি ত বাবা, ভারি বেয়াদপ্‌। কথা শেষ করতে না-করতেই জিজ্ঞাসা? শোন—আমি কি করলুম জান? দেখ না—সেদিন সারাদিন রোদ খেয়ে আমার ছুরিখানার খুব জ্বর হ'ল, বেজায় গা গরম—গরমা-গরম! গায়ে হাত দেয় কার বাবার সাধ্য! তোমার কাছে 'ওষুধ

চাইলুম, তুমি বল্‌লে খুব ক'রে জলে চুবোও। খুব চুবুলুম—আর জ্বর একদম্ সেরে গেল।

অষ্টা। বাজে কথা রাখ রে মূর্খ! তোর মা কেমন আছে বল্?

বটুক। আবার ষাঁড়ের মত চেঁচাবে ত, বাবা ব'লে খাতির করব না। যা ব'লে যাই চুপ্ ক'রে শোন। মা বেটী ত জ্বরে বেহুঁস—অলম্বুষের মত তাঁর গতরটা নড়াতেই পার্‌লুম না। কলসী কলসী জল ঢাল্‌তে গা পাথরের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল—জ্বর ছেড়ে গেল।

অষ্টা। আরে নির্ব্বংশের ব্যাটা! একবারে মেরে ফেল্‌লি?

বটুক। রাগ করলে চল্‌বে কেন? ওষুধ দিলুম—জ্বর সেরে গেল, এতে আর আমার দোষটা কি হয়েছে? সুস্থ হ'য়ে হাঁ ক'রে মা হাস্‌ছে, কত কি বল্‌ছে—জোর জোর চেঁচাচ্ছে—লাফিয়ে উঠ্‌ছে—ছুটছে—চোখ দুটো কেমন জবা ফুলের মত চমৎকার লাল হ'য়েছে—কি চমৎকার ওষুধ-বাবা?

অষ্টা। এ ত ব্রাহ্মণীর বিকারের অবস্থা। রক্ষা হওয়া দায়! আজ আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! ব্রাহ্মণি—ব্রাহ্মণি!

[বেগে প্রস্থান

বটুক। জানে দাও বাবা, জানে দাও। দেখে-শুনে আর একটা ধাড়ী মা ঘরে আন। বাবা কাঁদ্‌ছে—লজ্জাও হচ্ছে না। ছ্যা—ছ্যা—হ'ত যদি আমার বিয়ে—

[মালিনীর প্রবেশ]

মালিনী। হবে ঠাকুর, শীগ্‌গিরই বে হবে।

বটুক। বে হবে? কার সঙ্গে—কার সঙ্গে?

মালিনী। আমার সঙ্গে। পছন্দ হয় ত?

বটুক। খুব হয়—খুব হয়। তবে তুই যে মালিনী।

মালিনী। তা'তে কি? দৈত্যরাজ নিয়ম ক'রে দিয়েছেন—বে হ'তে পারে।

বটুক। হ'তে পারে না কি? আচ্ছা, আমাকে তোর পছন্দ হয় ত?

মালিনী— [নৃত্যগীত]

অমন চেহারা দেখে ভোলে না মন কোন্ আবাগীর॥
যেম্‌নি গড়ন, তেম্‌নি বরণ, চোখ রাঙানো মাণিকপীর॥

বটুক— দেখ্ দেখি লো, কেমন সাজালো লম্বা দাড়ি গোঁপ,
মালিনী—ওই পুকুরের চারিপাড়ে যেন বন-বাদাড়ের ঝোপ, (মাইরি)
বটুক— দেখ্ না লো মোর ঢেউ খেলানো চুলে টেড়িটা কেমন,
মালিনী—ওই দেখেই ত মজল আমার মন, (মাইরি)
বটুক— তা' হ'লে আমার ওপর তোর বেজায় পিরীতের টান,
(কি বলিস্)
মালিনী—টান্ ব'লে টান্, হু হু করে প্রাণ (বিয়ের তরে)
বটুক— তা' হ'লে বিয়েটা ত স্থির?
মালিনী—স্থির—স্থির—স্থির, খাওয়াতে হবে মেঠাই, মোণ্ডা, ক্ষীর।
তা' না হ'লে নাক-মলা আর কান-মলা মনে রেখো বীর॥
(শুধু তাই নয় ঝ্যাঁটার বাড়ী)

[উভয়ের প্রস্থান

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

নাট্যশালা

[লহনা পদচারণা করিতেছিলেন]

লহনা ঃ সাপের বিবর হ'তে কাল সাপিনীকে টেনে এনে আট্‌কে রেখেছে। নারকী পিশাচ বুঝ্‌তে পার্‌ছে না যে, সুযোগ পেলেই সে ফণা তুলে ছোবল্ মার্‌বে—বিষ ঢাল্‌বে। চারিদিকে গভীর পরিখা ঘেরা উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত এই মনোরম নিকুঞ্জের নিভৃত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রেখে নানা প্রলোভনে দুরাচার আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। হা রে মূর্খ শঙ্খগ্রীব! জানিস্ না তুই যে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পেলেও সতী রমণী কখন তার সতীত্ব সম্পদ্ বিক্রয় করে না। আমায় ভোলাবার জন্য কামুক পিশাচ ঐ যে নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দিয়েছে। ওদের গান যেন আমার কানে বিষ লাগ্‌ছে। ঐ আস্‌ছে।

[নৃত্যসহ গীতকণ্ঠে বিলাসিনীগণের প্রবেশ]

বিলাসিনীগণ— **নৃত্যগীত**

ওই আস্‌ছে সখী, প্রাণের বঁধু
প্রেম-পাশে বাঁধ এ'টে।
কর্ না লো সই, টাট্‌কা পিরীত,
কাজ কি আর সে পচা পুরোণ ঘেঁটে॥
মালঞ্চে আস্‌বে যখন রসের কালাচাঁদ,
ঘোম্‌টা খুলি, বদন তুলি বাহুযুগে দিয়ো বাঁধ,

যখন প্রেয়সী বলিয়ে সে,
ধর্‌বে চিবুক ভালবেসে,
তুমি বাঁধবে তারে খুব ক'সে,
মিঠি মিঠি হেসে হেসে.
মোরা দিব করতালি দেখবে রূপের ছাঁদ,
গুমরে আর থেকো না ক'
শেষে আপশোষে কাল যাবে কেটে ॥

লহনা। এখান থেকে তোরা দূর হ'য়ে যা'।

বিলাসিনীগণ— **নৃত্যগীত**

কেন সখি, মোরা দূর হব।
সুখে দুখে হাসিমুখে প্রেমের কথা ক'ব॥ (ওলো)
বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতী মোরা,
আধা-আধা হিয়া লাগিয়ে দি' জোড়া,
আসিবে প্রাণের বঁধু, পিয়াবে প্রেমের মধু,
সে নাগর নারীর মনচোরা,
একটু মুচ্‌কি হেসে মার তারে মিছ্‌রীর ছোরা,
তারে খাস কর—দাস কর, বঁধুয়া নাহি ল'ব॥ (মোরা)

[বিলাসিনীগণের প্রস্থান

কি অপরাধে, মা সতী! এ কুৎসিত নরকে এনে আমায় ফেলে দিয়েছিস্? ও কে? ঐ যে বর্ব্বর এইদিকে আস্‌ছে। [মুখ ফিরাইলেন]

[শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। এই যে আমার মানসী-প্রতিমা লহনা

রাজা। এই যে আমার মানসী প্রতিমা লইল।
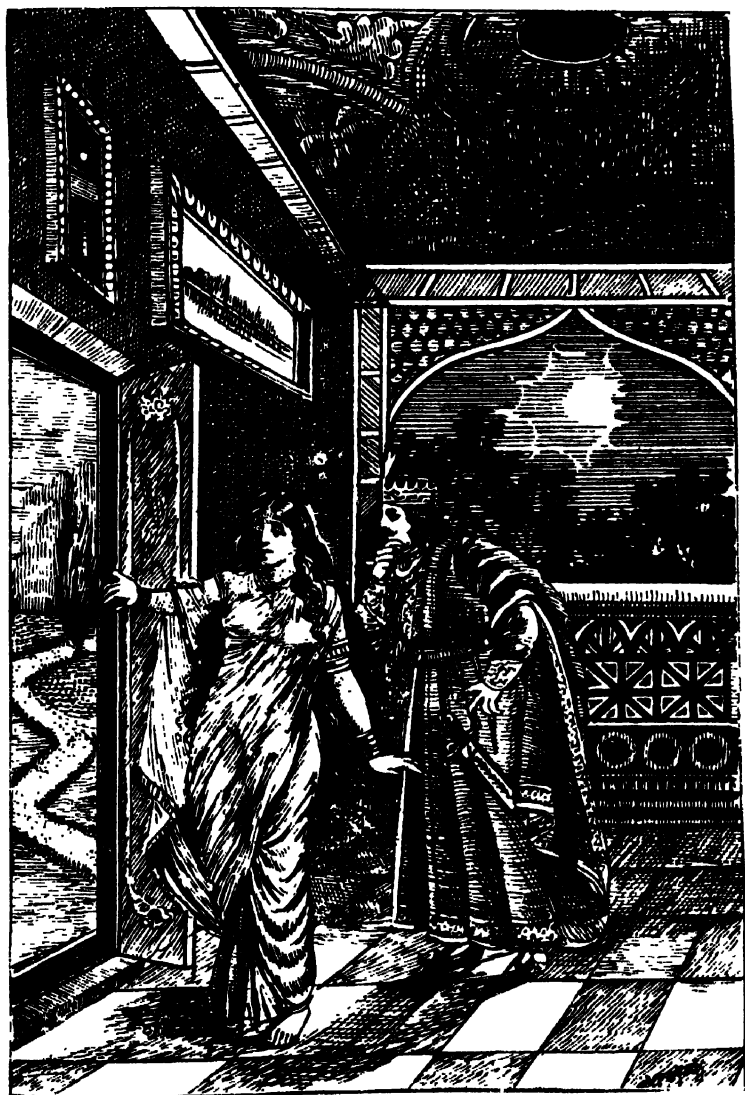
(বেদ উদ্ধার—৫৮ পৃষ্ঠা।)

লহনা। তোমায় আমি আগেই ব'লে দিয়েছি, আমি কোন পর-পুরুষের মুখ দেখ্‌ব না?

শঙ্খ। আমি যে তোমার মুখ না দেখে থাক্‌তে পারি না, লহনা!

লহনা। পরস্ত্রীর মুখ দেখা তুমি পাপ মনে কর না?

শঙ্খ। আমি ত তোমায় পর মনে করি না প্রেয়সি! তুমি যে আমার হৃদয় জুড়ে ব'সে আছ। তুমি যে আমার—

লহনা। নির্ব্বাক্ হও—কুৎসিত কথা ব'লো না।

শঙ্খ। অরিন্দম দৈত্যকুলচূড়ামণি শঙ্খগ্রীবের হৃদয়ের সমস্ত অকপট ভালবাসা পেয়ে—লহনা, তুমি কি গৌরব মনে কর্‌ছ না?

লহনা। তোমার ভালবাসায় গৌরব মনে কর্‌ব? কতটুকু ভালবাসা তোমার প্রাণে আছে? যে দুর্ব্বৃত্ত সহধর্ম্মিণী পত্নীর অফুরন্ত ভালবাসার প্রতিদান না দিয়ে পরস্ত্রীর পায়ে ভালবাসার কুসুমাঞ্জলি ঢেলে দিতে পারে, তার সে ভালবাসা—স্বর্গীয় ভালবাসা নয়—পশুর কামুক লালসা—ক্ষণিক কলুষিত উচ্ছ্বাস। স্বামীর যে পবিত্র ভালবাসার অজস্র ধারায় নিরত আমি স্নান করছি, সে ভালবাসা প্রণবের মত পবিত্র—জ্যোৎস্নাস্নাত কুন্দকুসুমের মত মনোরম—সময়ের মত অফুরন্ত—শিশুর হাসির মত সরল—মাতৃস্নেহের মত মধুর। তোমার মত পিশাচের ভালবাসা—আমি মনে কর্‌ছি—কুকুরের বমনের চেয়েও জঘন্য—কেউটের বিষের চেয়েও জ্বালাময়—নরকের চেয়েও ভীষণ—কদর্য্য।

শঙ্খ। এত দর্প? এত তেজ? মহাবীর শঙ্খগ্রীব তোর ভালবাসার যাচক হ'য়ে এসেছে, আর তুই তার অপার প্রেম প্রত্যাখান ক'রে পদাঘাতে তাকে কুকুরের মত বিতাড়িত কর্‌ছিস্?

লহনা। লহনার পদাঘাতও তোমার মত নারকীর সৌভাগ্য।

শঙ্খ। আরে রে মুখরা নারি! নিঃসহায়া তোর প্রতি যদি আমি এখনি বল প্রয়োগ করি, তা' হ'লে কে রাখ্‌বে তোকে?

লহনা। [বস্ত্রাঞ্চল মধ্য হইতে ছুরি বাহির করিয়া] রাখ্‌বে এই শাণিত ছুরিকা। হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর গর্জ্জনে তোর বুকের ওপর লাফিয়ে প'ড়ে এই রক্তপায়ী ছুরি আমূল বসিয়ে দেবো।

শঙ্খ। সে অবসর পাবি কোথায়? এই তীক্ষ্ণ কৃপাণে—[কৃপাণ উন্মুক্ত করিলেন]

লহনা। মৃত্যু ভয় দেখাচ্ছিস্ মূর্খ? জানিস্ না যে, সতী নারী নিজের মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে? জানিস্ না যে, সতী নারী মৃত পতির জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সহমরণে যায়?

শঙ্খ। এখনও বল্‌ছি লহনা, আমার হও। এ নব যৌবনে আত্ম-বলিদান ক'রো না। স্বর্গ জয় ক'রে আমি তোমায় স্বর্গের অধীশ্বরী কর্‌ব।

লহনা। আমি কি গণিকা যে, আমায় প্রলোভন দেখিয়ে ভোলাতে চাস্? জানিস্ না নরাধম! যে, সমস্ত বিশ্ব সাম্রাজ্যের চেয়ে সতী তার সতীত্বের মূল্য অধিক বিবেচনা করে?

শঙ্খ। এত গর্ব্ব? এত অভিমান? দেখ্ তবে পাপীয়সি! উপেক্ষিত শঙ্খগ্রীব কত ভীষণ! তোকে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মার্‌ব। তোর পুত্র বন্দী হয়েছে, তোর সাম্‌নে তাকে বধ কর্‌ব।

লহনা। কর্‌বি কর—তবু টল্‌ব না—তবু গল্‌ব না—তবু পদাঘাতে তোর মত কামুক কুকুরকে বিতাড়িত কর্‌ব।

শঙ্খ। তোর স্বামীকে—তোর বৃদ্ধ শ্বশুরকে পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে বে'র ক'রে এনে তোর সাম্‌নে বলিদান কর্‌ব।

লহনা। করবি কর, তবু টল্‌ব না—তবু গল্‌ব না—তবু লাথি মেরে তোকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দোব।

শঙ্খ। এখনই তোর পুত্রের ছিন্নমুণ্ড দেখ্‌তে হবে। রক্ষি! কে আছ ওখানে, শীঘ্র এস।

[রক্ষীর প্রবেশ]

লহনা, তোর সতীত্ব-গৌরব কোথায় থাকে দেখ্‌ছি। রক্ষি! এখনি একে উলঙ্গ ক'রে অলিন্দ-সম্মুখে ঐ বৃক্ষের সঙ্গে বেঁধে রাখ, আগে লজ্জা নাশ করি, পরে পুত্রনাশ—তার পর সতীত্ব নাশ সহজে হবে।

[দ্রুত প্রস্থান

[রক্ষী সবলে লহনাকে নানা বাধা সত্ত্বেও উলঙ্গ করিয়া বন্ধন করিল]

লহনা। ওরে ছাড়্—ছাড়্—সতীকে উলঙ্গ করলে সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাবে—তবু শুন্‌লে না? অবন্তী-সেনাপতি আজব! উন্মাদের মত কোথায় তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ? তোমার প্রিয়তমা লহনা আজ বন্দিনী—পর-পুরুষের সম্মুখে উলঙ্গিনী—তোমার পুত্র আজ দানবের হিংসায় আত্মদান করছে। দেখ্‌বে ত ছুটে এস। ঐ—ঐ বুঝি পুত্র কাঁদ্‌ছে! হায় হায় কি হবে!

[সহসা বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী। ওরে বর্ব্বর! একি করছিস—সতীর অপমান—এখনি দূর হ'য়ে যা—[নিজের অঞ্চল লহনার কটীদেশে জড়াইয়া দেওন]

রক্ষী। প্রভুর আজ্ঞা—

বাসন্তী। সে আমি বুঝ্‌ব—তুই দূর হ'য়ে যা।　　[রক্ষীর প্রস্থান

এস ভগিনি! আমি তোমাকে মুক্ত ক'রে দিই—তোমার কোন ভয় নাই—আমি সব প্রতীকার করছি! এস আমার সঙ্গে।

[লহনাকে লইয়া প্রস্থান

—তৃতীয় দৃশ্য—

দৈত্য-রাজসভা

[হয়গ্রীব ও উগ্রাচার্য্য স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট ও সুমদ দণ্ডায়মান। স্তাবকগণ গায়িতেছিলেন]

স্তাবকগণ—

গান

ধন্য হে ধন্য, সর্ব্ববরেণ্য,
দীনশরণ্য তুমি পুণ্যবান্।
সৌম্যমূর্ত্তি পুণ্যকীর্ত্তি
করে পৃথ্বী তব যশোগান॥
সাম্য স্থাপনা তব মূলনীতি,
মৈত্র যোজনা তব মহাপ্রীতি,
স্বাধীনতা দান তব নিত্যগীতি,
কে আছে মহান্ বিশ্বে তোমার সমান।
বহ্নিসন্নিভ অমিততেজস্বী,
সূর্য্যসঙ্কাশ কীর্ণ-বীর্য্যরশ্মি,
অদ্রিপ্রতিম স্থির তুমি মনস্বী,
সৃষ্টির গরিমা তুমি দানব-প্রধান।
পুণ্যচেতা, অন্নদাতা,
ভীতিত্রাতা পতিত কল্যাণ॥

[প্রস্থান

হয়। এত বেলা হ'ল, শঙ্খগ্রীব এখনও আস্‌ছে না কেন?

[শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। এই যে এসেছি দাদা!

হয়। তোমার মুখখানি আজ এমন বিরস কেন ভাই? কি হয়েছে প্রাণাধিক?

শঙ্খ। আজও পলায়িত অবন্তী-সেনাপতি ধৃত হ'ল না—রাজকুমার সুধাম ধৃত হ'ল না—ম্লেচ্ছের দুর্মদেরও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এই সব দুর্ভাবনায় আমার সকল শান্তি নষ্ট করেছে দাদা!

হয়। কেন এ দুর্ভাবনা করছ প্রাণাধিক? অবন্তী অধিকার ক'রে যখন আমাদের দুর্জ্জয় সৈন্যের সমাবেশ ক'রে রেখে এসেছ, তখন কোন আশঙ্কার কারণ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

শঙ্খ। ব্যাধির শেষ—ঋণের শেষ আর আগুনের শেষ রাখ্‌লে যেমন বিপদের সম্ভাবনা থাকে, শত্রুর শেষ রাখ্‌লেও তেমনি তার চেয়ে কম বিপদ্ ব'লে মনে করি না দাদা!

হয়। অচিরে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে ভাই! আজ বন্দী দেবতাদের বিচার হ'ক্। রাজসভায় তাদের আন্‌বার আদেশ দিয়ে এসেছি।

উগ্রা। আর রাজর্ষি মনুর বিচার?

হয়। পরে হবে।

উগ্রা। কেন?

হয়। দীর্ঘ কারাবাস-যন্ত্রণায় হয় ত তাঁর মনের গতি বদ্‌লে গিয়ে অনুতাপ আস্‌তে পারে।

উগ্রা। তা'তে লাভ?

হয়। লাভ প্রচুর! অনুতপ্ত মনু সংহিতা প্রণয়ন ক'রে জগতের যে ক্ষতি করেছেন, সেই ক্ষতি পূরণের জন্য হয় ত আমাদের বিধি সঙ্কলন ক'রে

নূতন সংহিতা রচনা কর্‌তে পারেন। তাঁর কথা সকলেই অবনতমস্তকে মেনে নেবে।

উগ্রা। উত্তম, আজ তবে দেবতাদেরই বিচার হ'ক্।

[শিশুপুত্র বক্ষে রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। আগে আমার বিচার হ'ক্, মহারাজ!

হয়। [স্বগত] সর্ব্বনাশ! এই বুঝি আমার গুপ্ত বিবাহ-রহস্য ব্যক্ত হয়। বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করব ব'লে বিধি তৈরি করেছি। [প্রকাশ্যে] কে তুমি ভদ্রে?

রেণুকা। চিন্‌তে পার্‌ছেন না মহারাজ? আমি আপনার দাসী রেণুকা। পিতা নাই—বড় পুত্র নাই—পথে পথে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমি আপনার অনাথা রেণুকা। নিরাশ্রয়া—নিরুপায়া—নিঃসহায়া আমি, আপনার শেষদান এই কচি শিশু বক্ষে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছি। আশ্রয় না পেয়ে আবার আপনার কাছে ফিরে এসেছি।

শঙ্খ। কে তুমি ভিখারিণী, রাজসভার মাঝে উন্মত্ত প্রলাপ বক্‌ছ?

রেণুকা। রাজরাণী হ'য়ে রাজসভায় এলে আমার এ কথাগুলি উন্মত্ত-প্রলাপ ব'লে মনে হ'ত না। রাজরাণী হ'য়েও দৈব-বিড়ম্বনায় আজ আমি পথের ভিখারিণী, তাই আজ আমার কথাগুলি প্রলাপ ব'লে মনে করছেন। বলুন মহারাজ! আশ্রয় দেবেন কি না?

হয়। কি বল্‌ছ তুমি রমণি? আমি ত তোমায় কোন দিন দেখি নাই।

রেণুকা। কখন দেখেন নাই মহারাজ? পিপাসাতুর আপনি—আমার কুটিরে গিয়ে আমায় বিবাহ ক'রে সেখানে কিছুদিন ছিলেন। আপনার তিন বছরের প্রথম পুত্র আমার কোল শূন্য ক'রে চ'লে গেছে।

[মুখাবৃত করণ] তার পর আপনার শেষ দান এই শিশুকে নিয়ে ফিরে এসেছি। তিন বছর আগেকার কথা, এত শীগ্‌গির ভুলে গেছেন নাথ ?

হয়। কে তুমি কুলটা! লজ্জা ত্যাগ ক'রে রাজসভায় এসে প্রলাপ বক্‌ছ ?

রেণুকা। জানি মহারাজ! লজ্জাই নারীর আভরণ। কিন্তু যখন ঘরে আগুন লাগে, তখন কি সে লজ্জাশীলা ললনা ঘরের মধ্যে থেকে পুড়ে মরে ? না—জনবহুল পথে এসে দাঁড়ায় ? আজ আমায় চিন্‌বেন কেন মহারাজ ? চিনেছিলেন—ভাল ক'রে চিনেছিলেন সেইদিন যেইদিন আমার ফুটন্ত যৌবনের মনোলোভা বাসন্তী সুষমা দেখে মধুকরের মত আপনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। আজ আমি সেই বিকশিত রূপ-লাবণ্য হারিয়ে—ষোড়শীর যৌবন হারিয়ে—মুখের মধুর হাসি হারিয়ে এসেছি, লোক লজ্জায় আপনি এখন আমায় চিন্‌বেন কেন ?

হয়। রাজসভা হ'তে দূর হ' উন্মাদিনি! নৈলে—

রেণুকা। নৈলে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দেবে—এই ত ? তা' যাচ্ছি। যাবার সময় পদাহতা অনাথার উষ্ণ নিঃশ্বাসে ব'লে যাচ্ছি—আমার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় যেমন আজ ভিখারিণী ক'রে তাড়িয়ে দিলে, আবার তুমিও একদিন সব হারিয়ে দিবানিশি চোখের জলে ভাস্‌বে। জাগ্—জাগ্ রে সুপ্তশিশু! তোর সপ্তম স্বরের ঝঙ্কারে এই নিষ্ঠুরতার অভিশাপ দিয়ে—চল্ আমরা বিশাল সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। [গমনোদ্যত]

সুমদ। [ছুটিয়া গিয়া] মা! মা! যেয়ো না মা ?

রেণুকা। [ফিরিয়া] কে তুমি বাবা, আমায় মা ব'লে ডাক্‌ছ ? একদিন আমার কোলে ব'সে মৃদু মৃদু হেসে আধ আধ স্বরে আমায় মা ব'লে ডেকেছিল এক শিশু। স্বপ্নের মত সে কথা আমার স্মরণ হচ্ছে!

এই শিশু এখন ভাল ক'রে 'মা' ডাক্‌তে শেখে নি। স্পষ্ট 'মা' ডাক্‌ শুন্‌লুম, তোমার মুখে এই প্রথম। কেন বাবা, আমার মত অভাগিনীকে মা ব'লে ডাক্‌ছ?

সুমদ। কেন ডাক্‌ছি, আমি ঠিক বল্‌তে পারছি না মা! আমার অন্তরাত্মা আমায় ব'লে দিচ্ছে—তোমার গর্ভজাত না হ'লেও আমি, তোমার পুত্র, তুমি আমার মা। সন্তান আমি, তোমার পায়ে প'ড়ে অনুরোধ কর্‌ছি মা! যেয়ো না!

রেণুকা। কোথায় থাক্‌ব—কে আশ্রয় দেবে?

সুমদ। আর কেউ না দেয় ত, আমি আশ্রয় দেবো।

রেণুকা। তুমি আশ্রয় দেবে?

সুমদ। নিশ্চয় দেবো। বিশাল জগতের মাঝে মানুষের দ্বারে আশ্রয় না পাই ত মা, গাছের তলায় ত আশ্রয় পাব? বড় সাধ হয়েছে মা! আমার স্নেহের ভাই ঐ শিশুকে একবার কোলে নিই।

রেণুকা। নাও বাবা। [সুমদ হাত পাতিল, রেণুকা শিশু দিতে উদ্যত হইলেন]

হয়। [ক্রুদ্ধস্বরে] সুমদ!

সুমদ। [দ্রুত গিয়া জানু পাতিয়া] ঐ শিশুতে দেখ্‌ছি পিতা—আপনারই শৈশবের একটি অভিনব সৌম্যমূর্ত্তি! ঐ শিশুর মুখ দেখে আমার হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হয়েছে!

হয়। নীচের সঙ্গে মিশে মিশে তুমি দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছ।

সুমদ। কা'কে আপনি নীচ বল্‌ছেন পিতা!

হয়। তুমি কোলে নিতে যাচ্ছ—ঐ বেশ্যা-সন্তানকে?

সুমদ। সূর্য্যরশ্মিবিম্বিত ঝরণার মত সতীত্ব-তেজে দেদীপ্যমানা ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি বেশ্যা? জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিত কাশকুসুমের শুভ্রতার

মত পবিত্রা ঐ তেজোময়ী মাতৃমূর্ত্তি বেশ্যা ? ঐ স্বর্গের সুষমামণ্ডিত প্রতিমা বেশ্যার সন্তান ? আর যদি তাই হয় পিতা ! তবুও ইনি আমার মা—আর ঐ শিশু—আপনারই প্রতিমূর্ত্তি—আমার স্নেহের ভাই। বিশ্বপূজ্য বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র ছিলেন না পিতা ?

হয়। পুত্র হ'য়ে তুমি আমার অবমাননা করছ কুপুত্র ?

সুমদ। এ আপনার অবমাননা পিতা ? বুঝতে পারছি না। আমার মন বলছে—আপনি আত্মগোপন করছেন। সত্য মিথ্যা জানেন ধর্ম্ম—জানেন ঐ তেজোপুঞ্জময়ী মাতৃমূর্ত্তি—আর জানেন আপনি। বলতে পারেন পিতা ? ওঝার সামনে সাপের মত কেন আপনার ঐ ভীতিবিহ্বল বিলোল চোখ, তেজস্বিনীর চোখের সামনে—

হয়। তবে রে দুর্ব্বৃত্ত ! [পদাঘাতে সুমদকে ভূপতিত করিলেন]

শঙ্খ। সুমদ ! সুমদ ! কি সর্ব্বনাশ করলে দাদা ? [শুশ্রূষা]

উগ্রা। শ্বাস বইছে ত শঙ্খগ্রীব ? দম আটকে গেছে—ঐ যে চোখ চেয়েছে। সুমদ !

সুমদ। [রেণুকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বামহস্তে ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা] মা !

রেণুকা। [স্থাণুবৎ স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে সহসা] দানবের এ নিষ্ঠুরতার অভিনয় দেখতে পাচ্ছ দয়াময় ? একটা বিরাট প্রলয়-প্লাবনে এ পাপ দৈত্যপুরী রসাতলে ডুবিয়ে দাও।

[বেগে প্রস্থান

সুমদ। [উঠিয়া] পিতার অপরাধ নিয়ো না ভগবান্ ! তাঁর সমস্ত পাপের বোঝা চাপিয়ে দাও আমার মাথায়। আত্মবলিদানে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি।

[প্রস্থান

হয়। ধর ওকে শঙ্খগ্রীব! কারারুদ্ধ কর।

শঙ্খ। তা' হ'লে আমাকেও বন্দীবাসে পাঠাও দাদা!

হয়। কেন?

শঙ্খ। সত্যের একটু আব্ছায়া হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমারও ঐ রকম একটা ধারণা হয়েছে।

হয়। এ সন্দেহের আমি নিরসন করব। দেবতাদের আগে বিচার হ'ক—ঐ যে কারারক্ষী তাদের নিয়ে আস্ছে।

[শৃঙ্খলিত ইন্দ্র, পবন, বৃহস্পতি সহ কারারক্ষীর প্রবেশ]

হয়। ইন্দ্র!

ইন্দ্র। হয়গ্রীব!

হয়। এও সম্ভব? এখনও স্বাধীনতার সেই গর্ব্বদৃপ্ত তেজ? সেই উচ্চশির? সেই দীপন্ত স্পর্দ্ধা? সেই গম্ভীর স্বর?

ইন্দ্র। ছাই চাপা থাক্লেও আগুনের দাহিকা শক্তি সমান থাকে—মন্ত্রমুগ্ধ হ'লেও ভুজঙ্গমের তেজ একই থাকে। মৃত্যুকালেও ম্রিয়মাণ সিংহের নাদ গুরুগম্ভীর—সতেজ।

হয়। দেখি, তোমার সে তেজ কতদিন থাকে ইন্দ্র? তোমায় কঠোরতম শাস্তি দেবো—যা' শুন্লে তুমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্বে।

উগ্রা। সে শাস্তি হ'তে দেবগুরুই প্রিয়তম শিষ্যগণকে রক্ষা কর্বেন!

বৃহ। এ শ্লেষবাক্য সহস্র সহস্র বৃশ্চিকে দংশনের চেয়েও জ্বালাময়। সেদিনকার কথা মনে আছে উগ্রাচার্য্য?

উগ্রা। মনে রাখ্বার কোন আবশ্যকতাই দেখ্ছি না—যখন চোখের সামনে দেখ্ছি।

বৃহ। পরাস্ত—লাঞ্ছিত—দলিত—পীড়িত আমরা দেবতারা শৃঙ্খলিত মহামায়ার স্বপ্নোহন শরে—ক্ষীণতপা উগ্রাচার্য্যের মন্ত্রবলে নয়। দুর্গার কৃপা

না হ'লে আজ সশিষ্য উগ্রাচার্য্যের কোন্ নরকে আশ্রয় নিতে হ'ত, তার নিশ্চয়তা ছিল না। এই ব্রহ্মতেজের দর্প করছ দৈত্যগুরু ?

পবন। সুরগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রপূত দীপস্ত বাণের গভীর গর্জ্জনে বিত্রাসিত প্রিয়তম শিষ্যদের—কি কি বলেছিলে অকর্ম্মণ্য উগ্রাচার্য্য, মনে পড়ে ? নিষ্প্রভ দীপ তুমি, প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে চাও—ভাস্বর মার্ত্তণ্ডের ? শূন্য কাংসপাত্রের শব্দের মত এ তোমার অসার বাচালতা মাত্র।

উগ্রা। শাস্তি দাও হয়গ্রীব ! একে-একে সকল দেবতার কঠোর শাস্তি দাও। উত্তপ্ত গলিত লৌহ ঐ গুপ্ত সংবাদবাহী পবনের কানে ঢেলে দাও।

হয়। আচার্য্য !

উগ্রা। দাও—আমার আদেশ।

শঙ্খ। হতভম্বের মত কি ভাবছ দাদা ? বিচারকর্ত্তা তুমি—না এই ব্রাহ্মণ ? এই তথা-কথিত উচ্চ গৌরব লালায়িত স্বার্থপর ব্রাহ্মণের দারুণ শাসনে ভারত ক্ষত-বিক্ষত—পরাধীন—সব জাতি দলিত—মথিত নিষ্পেষিত। ব্রাহ্মণের আদেশে যদি তুমি চল দাদা ! তা' হ'লে পতিত জাতির উদ্ধার মানসে যে ব্রত নিয়েছ, তা কখন উদ্‌যাপিত হবে না ! আর ব্রাহ্মণ ! রাজার ওপর হুকুম চালাতে আপনার একটু দ্বিধা হ'ল না ?

উগ্রা। আরে আরে মদমত্ত দানব বর্ব্বর ! ব্রাহ্মণের অপমান ? বিশ্বজননীর প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আজ নীচের অবজ্ঞাত ?

শঙ্খ। ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রাহ্মণকে জেনে ব্রহ্মস্বরূপ হয়েছেন। ব্রাহ্মণ—যিনি মুক্ত হস্তে বিশ্বজনীন প্রেম বিলিয়ে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ—যিনি বিশাল আকাশের মত উদার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মত পবিত্র—সত্যের জীবন্ত প্রতিমা—চিরবরেণ্য—চিরশরণ্য। ব্রাহ্মণ কখনও অবজ্ঞাত ন'ন্—অবজ্ঞাত হচ্ছে উপবিতী তারা, স্বার্থসঙ্কীর্ণ যারা অন্য জাতিকে নির্য্যাতিত—নিষ্পেষিত—বিদলিত ক'রে তাদের জন্ম সত্ব হ'তেও বঞ্চিত করেছেন।

উগ্রা। দেখ্‌ রে পাপিষ্ঠ! তবে অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ? তীব্র অভিশাপে এখনই—

শঙ্খ। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ সেদিন দেখেছিলাম আচার্য্য! অভিশাপের ভয় দেখাচ্ছেন? আমি অভিশাপের ভয় রাখি না। আপনার মত ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিস্ফল—বাচালতা মাত্র।

উগ্রা। তবে রে প্রগল্‌ভ বর্ব্বর!

হয়। আমার উদ্ধত ভাইকে ক্ষমা করুন প্রভু! এখনই আমি দেবতাদের শাস্তি দেবো।

শঙ্খ। দাদা! দাদা!

হয়। তবে কি তোমার ইচ্ছা যে, বিনাদণ্ডে দেবতাদের মুক্তি দিই?

শঙ্খ। জগতের উচ্চতম—মহত্তম-পূজ্যতম হ'য়ে যে দেবতা পাপের নিম্নতম গহ্বরে নেমে গেছেন, ইন্দ্র-চন্দ্রের ন্যায় দুরাচার সে দেবতাদের কঠোর শাস্তি দিয়ে দাদা! জগতে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা কর।

হয়। তবে?

শঙ্খ। তবে ব্রাহ্মণের আদেশে সাজা না দিয়ে নিজের ইচ্ছামত সাজা দিন্—রাজার মত সাজা দিন্।

হয়। গুরুদেব! আপনি যে শাস্তির ব্যবস্থা কর্‌লেন, সে শাস্তি বড় লঘু; এত বড় অপরাধের এ দণ্ড হ'তেই পারে না।

উগ্রা। এর চেয়েও যদি কঠোর শাস্তি কোন থাকে বৎস! তার বিধান কর তুমি।

হয়। [সকলের বন্ধন মোচন করিয়া] এই আমার শাস্তি, যাও দেবগণ!

শঙ্খ। আদর্শ বীরের শাস্তি কেমন লঘু—কেমন কঠোর! বিস্ময়বিমুগ্ধ-নেত্রে পৃথিবী! দেখ—শেখ আর জ্বলন্ত আদর্শ মানস-পটে এঁকে রাখ।

বৃহ। ওঃ নারায়ণ! কি পাপে এমন শাস্তি দিলে?

[প্রস্থান

পবন। যদি আজ এ অমরত্ব বর্জ্জন করতে পার্‌তাম ত কত সুখী হ'তাম। ধিক্ এ অমরত্বে—ধিক্ এ দেবত্বে!

[প্রস্থান

ইন্দ্র। ধিক্ ইন্দ্রত্বে—শতধিক্ অমরত্বে! জ্বলন্ত পাবকে মৃত্যুই—না—না—তুষানলে মৃত্যুই এর চেয়ে সহস্র গুণে ভাল।

[প্রস্থান

উগ্রা। কি রকম শাস্তি হ'ল হয়গ্রীব?

হয়। কঠোর—বড় কঠোর!

উগ্রা। অব্যাহতি দেওয়া কঠোর শাস্তি?

শঙ্খ। এর চেয়ে কঠোরতম শাস্তি কি হ'তে পারে আচার্য্য? চির দুরপণেয় কলঙ্ক-কালিমার ছাপ পড়েছে তাদের উজ্জ্বল মুখে। দেখ্‌লেন না—অব্যাহতি পেয়ে তারা কিরূপ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল? ও কে কাঁদ্‌ছে? ওঃ কি করুণ!

[গীতকণ্ঠে বালকবেশে নারায়ণের প্রবেশ]

নারা—

গান

কোথায় মনোময়ী কিশোরি!
কেমনে রহিলে তুমি আমারে পাশরি'॥
কমনীয় কুসুমিত কুঞ্জে,
নাহি আর গুঞ্জরে মধুপ পুঞ্জে,
নীরব কোকিল, নীরব অখিল,
নীরব অশ্রু সবে মুঞ্চে,
তব অভাবে নীরব সুরব বাঁশরী॥

হয়। কেন কাঁদ্‌ছ বালক! কি হয়েছে?

নারা। আমার স্ত্রীকে তোমরা আট্‌কে রেখে দিয়েছ।

হয়। আমরা আট্‌কে রেখেছি?

নারা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—আমি জানি।

হয়। তার নাম কি বালক?

নারা। কমলা, বড় চঞ্চলা সে। এক সময়ে সিন্ধুমাঝে সে লুকিয়ে ছিল, আর এক সময়ে রাক্ষস পুরে লুকিয়ে ছিল, আর এক সময়ে ছিল—এক গোয়ালার ঘরে, এখন আছে তোমার এখানে; তাকে ছেড়ে দাও?

হয়। তাকে ত আমি কোন দিন দেখি নাই।

শঙ্খ। অন্তঃপুরে কত দাসী আছে, কে কা'কে চেনে? চিনে নিতে পারবে বালক?

নারা। হ্যাঁ পারব।

শঙ্খ। তবে আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে চল।

[নারায়ণ সহ প্রস্থান

উগ্রা। দৈত্যরাজ!

হয়। আচার্য্য!

উগ্রা। প্রহেলিকাময় ছন্দে এ বালক যেরূপ বাক্য-বিন্যাস করলে, তা'তে আমার মনে ঘোর সন্দেহ হচ্ছে।

হয়। কিসের সন্দেহ হচ্ছে আচার্য্য

উগ্র। আমার ধারণা—এ বালক ছদ্মবেশী নারায়ণ।

[দ্রুত শঙ্খগ্রীবের পুনঃ প্রবেশ]

শঙ্খ। দাদা! দাদা! বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা!

হয়। সে বালকটি কোথায় ভাই?

শঙ্খ। সে বালকটি অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে "লক্ষ্মী লক্ষ্মী" ব'লে ডাক্‌লে, আর ঘর হ'তে একটি পরমাসুন্দরী বালিকা ছুটে তার স'ঙ্গে চ'লে গেল।

[পাগলিনীবেশে দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। অধর্ম্ম গৃহে প্রবেশ করেছে—লক্ষ্মী ছেড়ে চ'লে গেল। নারায়ণের পূজা কর—রাজ্যেষ্ঠি যজ্ঞ কর।

[বেগে প্রস্থান

উগ্রা। ঐ দেখ হয়গ্রীব! ঐ কোষাগার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল! ঐ যে ধূমায়মান বহ্নি আকাশ ছেয়ে উঠ্‌ছে।

হয়। বিরাট্ শ্মশানে প্রবল আগুন জ্ব'লে উঠেছে! দৈত্যপুরী ধ্বংস হ'ল—একটা বিরাট্ ভস্মস্তূপে পরিণত হ'ল!

[প্রস্থান

শঙ্খ। আসুন আচার্য্য! নারায়ণ-পূজার ব্যবস্থা করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান

—চতুর্থ দৃশ্য—

পর্ব্বত-সান্নিধ্য বন

[গায়ব আসীন]

গায়ব। আত্মরক্ষার জন্য গুব্‌রে পোকার মত অথর্ব্ব আমি এই পর্ব্বত-গুহার আঁধারের মাঝে লুকিয়ে আছি। কোথায় আমার প্রিয়তম পুত্র আজব, জানি না বেঁচে আছে কি না। কোথায় আমার পুত্রবধূ লহনা—কোথায় প্রাণাধিক পৌত্র বিরাব? জানি না জীবিত আছে কি না। বেঁচে থাকে যদি—কেমন আছে? ছ'টি খেতে পাচ্ছে কি? না ক্ষুধার তাড়নায়—উঃ! ভাব্‌তেও যে বুক ফেটে যাচ্ছে! আমাদের সাধের রাজ্য দৈত্যের পদানত। জরাজীর্ণ কঙ্কালসার আমি, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্‌ছি না, তবু ইচ্ছা হয়—একবার ছুটে যাই—নিষ্কোষিত কৃপাণে শত্রু সংহার ক'রে তাদের বক্ষোরক্তে এ কলঙ্ক কালি ধুইয়ে দিই। জলবিম্বের মত কত আশা উঠ্‌ছে—আবার মিশে যাচ্ছে। কি ছিলাম, আর কি হ'লাম, রঙ্গমঞ্চে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখার অনুস্মৃতির মত কি জ্বালাময়ী আমার এ অতীত স্মৃতি! স্বপ্নময় ছায়াবাজি! জানি না—এ সব কার খেলা?

[গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

কর্ম্মা— **গান**

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
আড়ালে লুকিয়ে বেটা সাজায় কেমন মায়ার মেলা॥

গায়ব। দারুণ খেলা তাঁর—কেমন খেলা ?

[গীতাংশ]

কর্ম্মা— দেখিলাম মনে চিন্তি'
লীলাময়ী গেলেন বিস্তী,
গোলামেরে রাজা সাজায়, রাজায় সাজায় চেলা।

গায়ব। ঠিক বলেছ—তুমি সত্য বলেছ। আমার ওপর দুঃখের পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছ।

[গীতাংশ]

কর্ম্মা— সংসার মাঝারে চলছে এই মায়ার খেলা।
নও শুধু তুমি খেলার পুতুল, এ নিয়ম সমান সবার বেলা॥

গায়ব। এ নিয়ম সবার বেলা ? তাই ত আমাদের প্রজা, দানবের অত্যাচারে পীড়িত—ব্যথিত ! আমার সোনার রাজ্য আজ দানবের পদানত।

[গীতাংশ]

কর্ম্মা— হারিয়ে পুরুষকার,
সিংহ আজ মেষের আকার,
অমিলে ডুবিল এ দেশ, তরিবার নাহি ভেলা ;

গায়ব। তবে—তবে অথর্ব্ব আমি—বৃদ্ধ আমি, একা কি করব ?

[গীতাবশেষ]

কর্ম্মা— এ বিশ্বের হয়ে' আঁধার সূর্য্যদেব একলা,
জেগে ওঠ—রণে ছোট, জয় তারা ব'লে এই বেলা॥

[প্রস্থান

গায়ব। তবে রে বৃদ্ধ ! এই বৃদ্ধ বয়সে একবার সিংহের শক্তি সঞ্চয় ক'রে বজ্রের গর্জ্জনে গ'র্জ্জে ওঠ্—সহস্র সূর্য্যের তেজ চোখ হ'তে বিনির্গত

কর্—বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির মত সধূম অগ্নি উদ্গীরণ কর্—ব্যাঘ্রের বিক্রমে দুর্জ্জয় শত্রুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়্—শত্রু কর হ'তে রাজ্য উদ্ধার কর্; না পারিস্—জ্বলন্ত সমর-বহ্নিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে হাস্তে হাস্তে জননী জন্মভূমির পবিত্র অঙ্কে অনন্ত শয়নে শয়ন করিস্। কাতর স্বরে ঐ যে দানবদলিতা মা আমার ডাক্ছে! যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। [গমনোদ্যত]

[দ্রুতপদে মনুর প্রবেশ]

মনু। কোথায় গেল? নিঃসহায় বালক সে। এত খুঁজ্লাম—কোথাও ত পাওয়া গেল না। দেখেছ তুমি তাকে? বল্তে পার তুমি সে কোথায়?

গায়ব। কার কথা আপনি জিজ্ঞাসা কর্ছেন?

মনু। সেই পথের কাঙাল রাজপুত্রের কথা। জান সে কে? সে অনাথবালক অবন্তীরাজ-পুত্র।

গায়ব। সুধীম?

মনু। তা' হ'লে তাকে তুমি চেন'?

গায়ব। চিনি না! কতদিন তাকে এই বুকে নিয়ে বেড়িয়েছি—কতদিন এই বুকের ওপর রেখে ঘুম পাড়িয়েছি। দানবের নিষ্ঠুর অসির মুখে সে কি বেঁচে আছে?

মনু। পালিয়ে এসেছিল, আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বনে বনে ঘুরেছি—হরিনামে দীক্ষা দিয়েছি; হরিবোলা হরি বল্তে বল্তে কোথায় চ'লে গেছে। হরিপ্রেমে বিহ্বল সে—হরিপ্রেমে উন্মাদ সে।

গায়ব। বেঁচে আছে সে? বেঁচে আছে? দয়াময়! তোমার দয়ার সীমা নাই। আপনি কে প্রভু?

মনু। আমি মনু। আর তুমি?

গায়ব। আমি গায়ব—অবন্তীর পূর্ব্ব মন্ত্রী। চলুন রাজর্ষি! প্রভু পুত্রের—ভাবী রাজার অন্বেষণ করিগে।

মনু। সত্বর চল গায়ব। খুঁজে তাকে বে'র করতেই হবে। দৈত্যেরা তাকে ধরবার মানসে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এতক্ষণে বুঝি বা সে ধরা পড়েছে!

গায়ব। আপনি পশ্চিমদিকে যান্ রাজর্ষি! আর আমি যাই দক্ষিণ দিকে।

[প্রস্থান

মনু। ঐ যে, ওদিক্ হ'তে করুণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে! যাই—দেখে আসি।

[প্রস্থান

[গীতকণ্ঠে সুধীমের প্রবেশ]

গান

সুধীম—   কোথা' তুমি থাক' কিছুই জানি না ক'
পাই না ক' তোমায় ডেকে।
কত আর কাঁদিব আমি আঁধারময় বিজনে থেকে।
(ভক্ত-বিনোদ নাম ল'য়ে)॥
ঊষার সুষমা মাখা আকাশের নীলিমায়,
গোধূলির হাসি ভরা সান্ধ্যরবি-লালিমায়,
মধুপ গুঞ্জিত মঞ্জুল-কুঞ্জে
বাসন্তী চুম্বিত মঞ্জরি পুঞ্জে
সজল জলদ দলে রজতসিত চাঁদিমায়;
নিজ করে রেখেছ হে তোমার মহিমা এঁকে;
তোমায় দেখ্‌তে সাধ হয় হে দয়াময়!
এ মোহন রচনা দেখে:

(আমায় দাও হে দেখা, অচিন্ত বিরাট্ তুমি)
(আমার মত এতটুকু হ'য়ে দাও হে দেখা)
এস সসীম হ'য়ে—
(হে অনন্ত অসীম ! দেখ্‌ব তোমায় মনের মাঝে)
পূজিব রাজিব পদ নিয়ত হৃদয়ে রেখে।
(তুলসী চন্দনে সদা) ॥

কৈ—কৈ আমার প্রাণের হরি ? আমায় কি দেখা দেবে না ? এত ডাক্‌ছি আমি, আমার কাছে তুমি আস্‌বে না ?

[গীতকণ্ঠে নারায়ণের প্রবেশ]

গান

নারা— এসেছি—এসেছি আমি, দেখ সখা দেখ চেয়ে
যখন ডাকিস্ মোরে, কাতর স্বরে, অমনি আমি আসি ধেয়ে ॥
ডাকে যখন প্রেমিক বালক, ছুটে আমি আসি এ লোক,
(আয় রে কোলে করি, ওরে হরিবোলা প্রাণসখা)
নাচ্‌ব হরি ব'লে কুতূহলে খেল্‌ব মোরা দু'টি ভায়ে॥

[অন্তর্দ্ধান]

সুষীম। কি দেখ্‌লুম ! এ কি দেখ্‌লুম ! আগুনের ফিন্‌কির মত বেরিয়ে এল—আগুনের ফিন্‌কির মত নিবে গেল। কেউ ব'লে দিতে পার—কোথায় সে থাকে ?

[ঝণ্টুর প্রবেশ]

ঝণ্টু। [প্রবেশ পথ হইতে] সারা জঙ্গল্‌মে ঢুন্‌নু—কাঁহে সে আছে —কুচ্ সমঝ্ করতে লার্‌ছি ! হোইয়ো এক্‌ঠো ছেলিয়া খাড়া আছে— পুছিয়ে দেখি। [অগ্রসর হইয়া] হারে ও লেড়্‌কা !

সুধীম। আমার হরি এসেছ? ও হরি! এ আবার তোমার কি বেশ? পলকের তরে তোমার যে রূপ—যে বেশ দেখ্‌লুম, এ ত সে রূপ—সে বেশ নয়! আবার দেখাও সখা—তোমার সেই অপরূপ রূপ! যে রূপ দেখে আমি আত্মহারা হয়েছিলুম।

ঝণ্টু। হারে ও লেড়্‌কা, তুহি কি বক্ বক্ কর্‌ছিস্ রে? তুহি রাজপুত্তুর আছিস্ নাকি রে?

সুধীম। একদিন ছিলুম, আজ নয়—আজ পথের ভিখারী।

ঝণ্টু। কুথাকার রাজপুত্তুর রে!

সুধীম। অবন্তীর রাজপুত্র ছিলুম! ও কি! ওঃ কি ভয়ানক লোলুপ দৃষ্টি! আমার বড় ভয় কর্‌ছে।

ঝণ্টু। নরবলি দিব রে! জয়—জয় কালীমায়িকী জয়!

সুধীম। আমার বড় ভয় কর্‌ছে হরি! আমায় রক্ষা কর।

[বেগে গায়বের প্রবেশ]

গায়ব। [প্রবেশ পথ হইতে] ভয় নাই—ভয় নাই। এ কি রে দুর্ব্বৃত্ত! বালকের প্রতি তোর আসুরিক অত্যাচার? ভাল চাস্ ত এখনও পালিয়ে যা'—নৈলে কিছুতেই আর রক্ষা নাই।

ঝণ্টু। তুহি কে রে দুষমন?

গায়ব। আমি তোর মৃত্যু—তোর শাস্তিদাতা।

ঝণ্টু। হামি তোকে খুন করবে—তেরা গর্দ্দান লিবে। [যুদ্ধ]

[প্রস্থান

গায়ব। আর ভয় নাই বালক! আমার পানে অমন ভাবে তাকিয়ে আছ যে?

সুধীম। এ আবার তুমি কোন্ বেশে আমায় অভয় দিলে হরি?

গায়ব। আমি হরি নই বালক, আমি একজন মানুষ।

সুধীম। তুমি হরি নও? তবে তুমি আমার হরিকে দেখেছ?

গায়ব। না বালক! আমি তাঁকে দেখি নাই, দেখ্‌তে পেলে আমি এমনি কাঙালের মত বনেবনে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াতাম না।

সুধীম। বল্‌তে পার, হরি এমন নিষ্ঠুর কেন?

[মনুর প্রবেশ]

মনু। হরি ত নিষ্ঠুর ন'ন্ বাবা! তিনি নিষ্ঠুর হ'লে দস্যুর হাতে কি রক্ষা পেতে? তিনি পরম দয়াল।

সুধীম। দয়াল? তা' হ'লে আমি তাকে এত ডাক্‌ছি—তার জন্য এত কাঁদ্‌ছি, সে আমার কাছে আস্‌ছে না কেন? আমি যে তাকে বড় ভালবাসি।

মনু। ভালবাস তা জানি, কিন্তু এখনও বৃন্দাবনের রাখালের ভালবাসা তাঁকে দিতে পার নাই বাবা! তোমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা যখন তাকে দিতে পার্‌বে, তখন সে তোমার হবেই হবে।

সুধীম। আমার হবেই হবে? কেমন ক'রে হবে? সেদিন বলেছিলেন, তিনি পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ পুরুষ, আমি তাঁকে ত ধারণাই কর্‌তে পার্‌ছি না।

মনু। বালক তুমি, তাঁকেও বালকের মত মনে ক'রে ভালবাস্‌তে শেখ।

সুধীম। কোন্ বালকের মত তাঁকে মনে কর্‌ব?

মনু। যাকে তুমি ভালবাস।

সুধীম। খানিক আগে একটি বালক আমার কাছে এসেছিল, তাকে আমি খুব ভালাবাসি।

মনু। কেমন তার চেহারা?

সুষীম। ঠিক বল্‌তে পারছি না—বল্‌বার মত ভাষা নাই—বড় মনোরম।

মনু। [রাখাল-মূর্ত্তি দেখাইয়া] এই ছবির মত ?

সুষীম। হাঁ—হাঁ, না—না—এর চাইতেও সুন্দর।

মনু। এ ছবি তুমি ভালবাস ?

সুষীম। হাঁ, ভালবাসি। তারই চেহারার মত কতকটা।

মনু। তবে এই ছবির বালককেই ভালবেসো। সব ভুলে যাও—মনে রাখ এই ছবির বালককে। ঐ দেখ—তোমারই মত আমার এক শিষ্য হরির দেখা পাবার জন্য আকুল হ'য়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর "দেখা দাও" ব'লে কাঁদ্‌ছে।

[বাম হস্তে কৃষ্ণমূর্ত্তি ও দক্ষিণ হস্তে বনমালা লইয়া
সুকীর্ত্তির প্রবেশ]

গান

সুকীর্ত্তি— দেখা দাও—আমার পানে চাও, কই তুমি হে প্রিয়তম
সুষীম— এস এস পরমেশ, তুমি হরি সখা মম॥
সুকীর্ত্তি— এনেছি এ বনমালা, সাজাইব চিকণকালা,
সুষীম— তব সনে কর্‌ব খেলা বৃন্দাবনের রাখাল সম॥
সুকীর্ত্তি— হ'লে কোথাকার বাসী, শুন্‌ব তোমার মোহন বাঁশী,
সুষীম— খাওয়াব ফল ভালবাসি, হের্‌ব রূপ অনুপম॥

সুকীর্ত্তি। সখা! সখা! আবার যে তোমায় দেখ্‌ব, সে আশা ত ছিল না।

সুষীম। এই রাজর্ষির কৃপায় আবার আমাদের মিলন হ'ল, এখানে আমরা একত্রে থাক্‌ব।

মনু। গান্ধব! এই ধর—তোমার প্রভু পুত্র সুষীমকে, আর এই ধর

আমার শিষ্য সুকীর্ত্তিকে। তোমার হাতে এদের ভার ন্যস্ত ক'রে আমি আজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাচ্ছি।

গান্ধব। কোথায় যাবেন রাজর্ষি ?

মনু। বিশাল কর্ত্তব্য আমার সাম্‌নে। আমি যাচ্ছি—কর্ত্তব্যের আহ্বানে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে। অলস দর্শক হ'য়ে ব'সে থাক্‌বার অবকাশ আর আমার নাই। তোমরা এর সঙ্গে যাও।

[প্রস্থান

গান্ধব। এস হারানিধি ! [সুধীমকে কোলে লইয়া] এস বালক !

[সুকীর্ত্তির হস্ত ধরিয়া প্রস্থান

—পঞ্চম দৃশ্য —

ভূগর্ভস্থ গুপ্তগৃহ

[আজব আসীন]

আজব। দানবপীড়িত জন্মভূমি মা আমার কাঁদ্‌ছে ! দানব নির্যাতীত ভাইরা আমার দলিত—লাঞ্ছিত—অবধারিত দাসের জীবন যাপন করছে ! আর—আর দৈত্যের পাদুকা ব'য়ে একবেলা এক মুঠো খাচ্ছে ! স্নেহময়ী মাতৃভূমি আজ দানবের দাসী ! আমি তাঁর কোন উপকারে লাগ্‌লাম না। হায়, আমায় উপযুক্ত বিবেচনা ক'রে, রাজ্যের রক্ষার জন্য —দুর্ব্বল প্রজাদের রক্ষার জন্য সকলে বড় আশায়—আমার হাতে অস্ত্র দিয়েছিল, আমি সে অস্ত্রের সম্মান রক্ষা করতে পার্‌লাম না। সেই রাজ্য আজ দৈত্যের করতলগত—প্রজারা নিরাশ্রয়—আমি অকর্ম্মণ্য। [রোদন]

শিব। [নেপথ্য হইতে] ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও।

আজব। ভূস্বর্গ অবন্তী আজ অরাজক। আমার বৃদ্ধ পিতা—প্রিয়তমা পত্নী—আমার স্নেহের বিরাব, কে কোথায় জানি না। দস্যুর হাতে আমি বন্দী! দস্যুর হাতে আমার মৃত্যু! এ যে ভাবলেও প্রাণ আকুল হ'য়ে ওঠে। কোথায় জন্মভূমির স্নেহের অঙ্কে অনন্ত শয়নে চির শান্তিতে চির-নিদ্রা যাব, আর কোথায় এ দস্যুর নরকে থেকে দস্যু-করে আত্ম-বিসর্জ্জন দোব? এস মৃত্যুরূপী মহাকাল মহেশ্বর! সংহারকর্ত্তা তুমি, এই মুহূর্ত্তে আমার এই নিষ্কিঞ্চন জীবন শেষ ক'রে দাও। দেখি—এই গবাক্ষ পথে পালাতে পারি কি না?

[বেগে প্রস্থান

[ক্রুদ্ধ শিবের হস্ত ধরিয়া দুর্গার আবির্ভাব]

শিব। ছেড়ে দাও শঙ্করি! দস্যুবেশী এ দৈত্যদের এই পুরী মুহূর্ত্তে ধ্বংস ক'রে সহস্র সহস্র দস্যু সহ দস্যু-সর্দ্দার ঝণ্টুর প্রাণবধ করব।

দুর্গা। ক্রোধ সংবরণ কর নাথ! আমার এ মিনতি রাখ।

শিব। তোমার এ অন্যায় অনুরোধ আমি রাখতে পারব না পার্ব্বতি! প্রিয় ভক্ত আমার আজ দস্যুদের করে অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে কাতরকণ্ঠে আমায় ডাকছে। তার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু আমার প্রাণে বজ্রের মত আঘাত করছে, আর আমি ভক্তের ডাকে স্থির থাকতে পারছি না। দাও শঙ্করি! হাত ছেড়ে দাও—এই মুহূর্ত্তে এ দস্যুধাম প্রলয়-পয়োধি জলে ডুবিয়ে দোব—দস্যুদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে মাংসাশী জীবের আহার্য্য যুগিয়ে দোব। ছেড়ে দাও পার্ব্বতি!

দুর্গা। আবার বলছি নাথ ক্রোধ সংবরণ কর!

শিব। শঙ্করি! জন্মভূমিরূপে তুমি সন্তানদের বুকে ক'রে রেখেছ। জন্মভূমির সুসন্তান আজব তোমার ভক্ত নয়?

দুর্গা। নিশ্চয়। কার্ত্তিকেয়ের মত পরম স্নেহের।

শিব। আজবের মর্ম্মান্তিক বিলাপ তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ না?

দুর্গা। পাচ্ছি—ছেলের মা যে আমি।

শিব। ঘুম ভেঙেছে? উদ্বোধন-মন্ত্রে তোমায় কে জাগালে কুল-কুণ্ডলিনী?

দুর্গা। প্রিয় সন্তান আজব।

শিব। তবে?

দুর্গা। দস্যু-সর্দ্দারও আমার ভক্ত-সন্তান।

শিব। দুরাচার দস্যু-সর্দ্দার না আজবকে তোমার প্রসাদ লাভের জন্য তোমারই সাম্‌নে বলি দিতে এনেছে?

দুর্গা। তাই ত বটে! তার সে ভুল ভাঙ্‌বার জন্য এ ফিকির করেছি। দেখাব—প্রেমে আমায় পাওয়া যায়—হিংসায় নয়। দেখাব—পরার্থ-সেবায় আমায় পাওয়া যায়—স্বার্থ-সেবায় নয়। দেখাব—তন্ত্রের উজ্জ্বল সত্য জ্যোতি—দেখাব মিথ্যার কুৎসিত চিত্র।

শিব। বুঝেছি—কৌশল বুঝেছি। শঙ্করি! শঙ্করি! প্রিয়ভক্ত আজব আমায় ডাক্‌ছে, আর আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না।

দুর্গা। ছদ্মবেশে আমি সেখানে যাচ্ছি, তুমি কৈলাসে যাও।

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান

[আজবের পুনঃ প্রবেশ]

আজব। পার্‌লাম না—জানালা কিছুতেই ভাঙ্‌তে পার্‌লাম না। ও মা জন্মভূমি! আজ তুমি বা কোথায় আর আমিই বা কোথায়? যে সুখে—যে শান্তিতে—যে আনন্দে তোমার কোলে থাক্‌তাম, স্বর্গেও বুঝি তেমন সুখ—তেমন শান্তি—তেমন আনন্দ পেতাম না। প্রভাতে দেখ্‌তাম—বসন্ত-সূর্য্যের রক্তিমায় রঞ্জিতা প্রকৃতির অপূর্ব্ব সুষমা। মধ্যাহ্নে

দেখ্‌তাম—ভাস্কর-কিরণ-প্রখরতায় সুন্দরী প্রকৃতির ম্রিয়মাণতা। সায়াহ্নে দেখ্‌তাম—কনকরশ্মিরঞ্জিতা প্রকৃতির নবীন গরিমা। সে মাধুর্য্যময়ী হাসি আর দেখ্‌তে পাব না। এই নরকেই প'চে মর্‌ব। গরীয়সী জননীর প্রাণমাতান হাসি দেখ্‌তে পাব না—এই নরকেই প'চে মর্‌ব। হায় মা জন্মভূমি! আমি মর্‌ব—দুঃখ নাই। মৃত্যুকালে একবার দেখা দাও—একবার এস।

[গীতকণ্ঠে জন্মভূমিরূপিণী দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা— **গান**

এসেছি বাপ্‌, এসেছি রে চেয়ে দেখ্‌ তব জননী রে।
কেঁদো না—কেঁদো না বাছা, ভেসো না আর আঁখি-নীরে॥

আজব। কে তুমি মা?

দুর্গা— **[গীতাংশ]**

চিনিতে কি নারিলে তুমি, আমি তোমার জন্মভূমি,
ছিলাম চির-গৌরবিনী, আজ আমি কাঙালিনী রে॥
(ফিরি আমি বনে বনে)

আজব। রাজরাজেশ্বরী মা আমার! আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার এই দুর্দ্দশা? হায় মাগো! তোমার এ দশা দেখ্‌বার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

দুর্গা। **[গীতাবশেষ]**

কেঁদে বল কি হবে ফল, ফেলো না আর নয়ন-জল,
বুকে আন সাহস বল, মুক্ত কর বন্দিনীরে॥
(মারি অরি মহারণে)

[প্রস্থান

আজব। মা! মা! আমি ত বন্দী। আমি আর কি করব, যদি পারতাম—যদি শক্তি থাকৃত, ভীম পদাঘাতে লৌহদ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে চ'লে যেতাম।

[ঝণ্টুর প্রবেশ]

ঝণ্টু। যাবি? কাঁহা যাবি রে উল্লুক? [প্রহার] জালে পড়িয়ে আউর যাবার কেরামৎ তুহার আছে? কেতো আদ্‌মি আসিলো—তোরে ছিনিয়ে লিবে। চল্, দোস্‌রা ঘরমে লিয়ে যাই।

[আজবকে লইয়া প্রস্থান

—ষষ্ঠ দৃশ্য—

কারাগার

[মনুবেশে শৃঙ্খলিত দুর্ম্মদের প্রবেশ]

দুর্ম্মদ। এই ঘুটঘুটে আঁধারের মাঝে শৃঙ্খলিত আমি বেশ আছি! লোকে জ্যোৎস্না ভালবাসে—আঁধার] ঘৃণা করে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—মানুষের কি ভুল! জানে না তারা যে, আঁধারের মাঝেই জ্যোৎস্নার মধুরতার আস্বাদ পাওয়া যায়। বীভৎসতা আমার প্রেয়সী—ভয়ালতা আমার সহচরী—তাদের নিয়ে আমি বেশ আছি। এই নির্জ্জন কক্ষে নিরালা ব'সে আমি আনন্দময়কে ডাক্‌ছি—বেশ আছি! এখানে হিংসাময় রক্তপায়ী অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনতে পাচ্ছি না—দানবীয় দৌরাত্ম্যের অভিনয় দেখ্‌তে পাচ্ছি না—সতীর কাতর বিলাপে—তরুণ শিশুর করুণ রোদন শুনে হৃদয়ে ব্যথা পেতে হচ্ছে না—বেশ আছি! তবে দুই-একটা

শত্রুর হাত এড়াতে পারছি না—ক্ষুধা আর তৃষ্ণা! এদের পীড়নে আমি অস্থির হ'য়ে উঠি। ক্ষুধার জ্বালায় এক-এক সময় ইচ্ছা হয়—নিজের শরীরের মাংস ছিঁড়ে খাই—নিজের হাড় চিবাই। ওঃ! কি দারুণ ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা।

[খাদ্যহস্তে অঞ্জনার প্রবেশ]

অঞ্জনা। ঠাকুর! ঠাকুর! এই খাবার এনেছি—আহার করুণ।

দুর্ম্মদ। এসেছ স্নেহময়ী মা আমার? এ কি এনেছ মা?

অঞ্জনা। খাবার।

দুর্ম্মদ। অন্য দিন খাবার আনতে পার না মা! করুণাময়ী আমার! বল মা, কেমন ক'রে আজ খাদ্য নিয়ে এলে? প্রহরীরা টের পেলে না?

অঞ্জনা। রোজ-রোজ আমি প্রহরীদের কিছু কিছু দিয়ে এখানে আসি, আজ দিয়েছি, এক ছড়া সোনার হার। হার পেয়ে তারা কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলে না।

দুর্ম্মদ। রাজরাণী তুমি মা! আমার জন্য কত কষ্ট করছ! তোমার ঋণ জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ করতে পারব না। আজ একটা কথা তোমায় বলব মা! দুঃখিত হ'য়ো না। এখানে আর এসো না তুমি।

অঞ্জনা। এ কথা কেন বললেন প্রভু?

দুর্ম্মদ। রাজদণ্ডে দণ্ডিত আমায় তুমি সাহায্য করলে তোমার কি হবে জান মা?

অঞ্জনা। জানি না—জানবার প্রয়োজন নাই।

দুর্ম্মদ। তোমার প্রয়োজন না থাকলেও আমার জানাবার আবশ্যক আছে। ধরা পড়লে তোমার কঠোর সাজা হবে।

অঞ্জনা। মৃত্যুর চেয়ে কঠোর সাজা কি থাক্‌তে পারে? মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত!

দুর্ম্মদ। আমার মত গরীবের তুচ্ছ—প্রাণের জন্য তুমি রাজরাণী—আত্মবলি দেবে মা?

অঞ্জনা। আপনার প্রাণ তুচ্ছ আর আমার প্রাণ উচ্চ?

দুর্ম্মদ। নিশ্চয়।

অঞ্জনা। বিশ্বের হিতব্রতে যিনি দীক্ষিত, তাঁর প্রাণ তুচ্ছ? আর অন্তঃপুরচারিণী আমার প্রাণ উচ্চ! আশ্চর্য্য আপনার এ ধারণা। আর যদিও উচ্চ হয়, তবু আমি এ প্রাণ দিতে প্রস্তুত—স্বামীর মঙ্গলের জন্য।

দুর্ম্মদ। আত্মদানে তুমি স্বামীর কি কল্যাণ করবে মা?

অঞ্জনা। স্বামী আমার কত পাপ কর্‌ছেন, তার ইয়ত্তা নাই। আত্মদানে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার অধিকার আমার আছে। নিরর্থক আপনি আমার জন্য ভাব্‌বেন না—আহার করুন। রাত অধিক হয়েছে।

দুর্ম্মদ। এ গভীর রাত্রে তুমি কি ক'রে এলে মা? দৈত্যরাজ কি গৃহে উপস্থিত নাই?

অঞ্জনা। না, সেদিন তিনি রাজসভা হ'তে উন্মাদের মত ছুটে কোথায় গিয়েছেন জানি না। আপনি আহার করুন।

দুর্ম্মদ। উত্তম। নমো নারায়ণায়। [ভোজনোদ্যত]

[চণ্ডাল বালকবেশে নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। কে আছ, আমায় একটু জায়গা দেবে?

অঞ্জনা। কেমন ক'রে তুই এখানে এলি? ওখানে প্রহরী নাই?

নারা। না মা, কেউ নেই। দূরে ব'সে মদ খাচ্ছে।

অঞ্জনা। কি চাস্ তুই এখানে?

নারা। এখানে একটু থাক্‌তে চাই। রাত ঘুটঘুটে আঁধার—বাড়ী যেতে ভয় হয়।

দুর্ম্মদ। বাড়ী কোথায়?

নারা। সে অনেক দূর। রাখালদের সাথে খেল্‌ছিলাম—খেল্‌তে খেল্‌তে বেলা গেল—হুঁসই ছিল না। সাঁজের সময় ঘরে রওনা দিলাম—বেশী রাত হয়েছে—বড় ভয় কর্‌ছে।

অঞ্জনা। কাদের ছেলে তুই?

নারা। চাঁড়ালদের ছেলে আমি।

অঞ্জনা। চাঁড়ালদের ছেলে তুই হতভাগা, কেন এ সময়ে এখানে এলি? প্রভুকে খেতে দিলি নে?

নারা। কেমন ক'রে আমি খেতে দিলাম না?

অঞ্জনা। ঘরে এলি তুই—খাবার নষ্ট হ'য়ে গেল—অস্পৃশ্য হ'ল, কি ক'রে ব্রাহ্মণ হ'য়ে তিনি খাবেন?

নারা। উনি না খান্, আমায় দাও না—আমি খাই।

দুর্ম্মদ। এস বালক, এক সঙ্গে খাই।

অঞ্জনা। সে কি? চাঁড়ালের সঙ্গে খাবেন আপনি?

দুর্ম্মদ। তাতে দোষ কি মা?

অঞ্জনা। জাত যাবে যে?

দুর্ম্মদ। সনাতন আর্য্যধর্ম্ম উদার! শাস্ত্রে বলে—অতিথি—নারায়ণ। প্রতি পদার্থে নারায়ণ বর্ত্তমান। ঐ যে, চণ্ডালের বেশে যাকে তুমি মা! এত ঘৃণা কর্‌ছ, ওর মধ্যেও নারায়ণ আছেন। বিশাল সাগরে যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, কূপেও তেমনি—বদ্ধ জলাশয়েও তেমনি। এস বালক এস নারায়ণ! এ খাদ্য তোমারই জন্য—খাও।

নারা। আমার ছোঁয়া খাবার তুমি খাবে?

দুর্ম্মদ। খাব—নিশ্চয় খাব—তোমার প্রসাদ খাব।

নারা। জাত যাবে কিন্তু বল্‌ছি।

দুর্ম্মদ। হাত-গড়া জাত আমি মানি না। এস বালক! এই খাদ্য খাও।

অঞ্জনা। উচ্চ জাতি ব'লে আপনার কি কোন অভিমান নেই?

[গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

কর্ম্মা— **গান**

মিছে কর জাতির অভিমান।
ধান, রতি, মাসা, ভরি, একই সোনার পরিমাণ॥
শ্রীক্ষেত্রেতে চারি জাতে নাই ক' ব্যবধান,
ব্রাহ্মণের মুখে চাঁড়াল করে অন্নদান,
বানের জলে ডোবা নদী হয় যেমন এক সমান॥
জাত যাবে ব'লে যারা পরশে না ছায়া,
কোথায় র'বে মান তাদের ছাড়িলে নশ্বর কায়া,
বামুণ চাঁড়াল, ধনী কাঙাল, শ্মশানে হয় সব সমান॥

[প্রস্থান

দুর্ম্মদ। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নাও বালক, এই খাবার খাও।

নারা। [খাইয়া] তুমি খাবে না?

দুর্ম্মদ। দাও প্রসাদ—আমি খাব [খাইলেন]

অঞ্জনা। আমিও খাব।

দুর্ম্মদ। তুমি খাবে মা?

অঞ্জনা। হ্যাঁ—খাব। আমি বুঝেছি—জাতের অভিমানে—কুলের অভিমানে—আমাদের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। আমরা ছোট হ'তেও ছোট—

নীচ হ'তেও নীচ হ'য়ে যাচ্ছি। উচ্চতার জ্ঞান আমাদের গুমর বাড়িয়ে দিচ্ছে—আমার ভুল ভেঙেছে। দাও বালক! তোমার প্রসাদ আমি খাব। [খাইলেন]

নারা। জাত গেছে—তোদের জাত গেছে—গণ্ডী কেটে বেরিয়ে পড়েছিস্—বেশ হয়েছে—ভাল হয়েছে!

[সহসা অন্তর্দ্ধান

দুর্ম্মদ! এ কি দেখ্‌লাম! জোনাকির আলোকের মত সহসা একবার জ্ব'লে আবার তিরোহিত হ'ল! আঁধারের মাঝে দিব্য জ্যোতি হেসে উঠ্‌ল! সেতারের ইমন আলাপের চেয়েও সঙ্গীতময় তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও শুন্‌তে পাচ্ছি।

অঞ্জনা। কি অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতি দেখ্‌লাম্!

[বেগে বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী। দিদি! দিদি! এমন ভাবে তাকিয়ে কেন দিদি?

অঞ্জনা। কিছু দেখ্‌তে পেলে ভগিনী?

বাসন্তী। কিছু না, এই জল এনেছি—রাজর্ষিকে দাও—শীঘ্র চল।

অঞ্জনা। কেন?

বাসন্তী। তোমার দেবর কারাগারে আস্‌ছে—টের পেয়ে আমি ছুটে এসেছি। শীগ্‌গির বেরিয়ে চল—এসে পড়্‌ল ব'লে।

অঞ্জনা। এই জল আপনি পান করুন প্রভু; আমরা চল্‌লাম।

[বাসন্তী সহ প্রস্থান

দুর্ম্মদ। কি অপূর্ব্ব এ মাতৃস্নেহ! যতই ভাব্‌ছি, ততই যেন কেমন একটা ভাবে হৃদয় উছ্‌লে উঠ্‌ছে! এমন স্নেহের অভিনয় আর দেখি নাই। ওকি! কিসের কোলাহল!

[বটুকের প্রবেশ]

বটুক। পাহারাওয়ালা সব্ খাড়া রহো—হো! কৈ, কাকে তো দেখ্তে পাচ্ছি না। গেল কোথায় ব্যাটারা? প্রহরি! প্রহরি!

[একজন মদমত্ত প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। ডেকেছেন হুজুর?

বটুক। [ব্যঙ্গ বিকৃত মুখে] ডেকেছেন হুজুর! ডেকেছেন হুজুর—বাল, এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

প্রহরী। দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়ে খাড়া পাহারা দিচ্ছিলুম।

বটুক। কোন্খানে?

প্রহরী। এইখানে।

বটুক। আমার কাছে মিথ্যে কথা? পাজি—ছুঁচো—নচ্ছার! আমায় চিনিস্ নে? আমার বাবা হচ্ছে রাজার বয়স্য—আমি হচ্ছি—পাহারাওয়ালাদের সর্দ্দার! কম ঠাওরাচ্ছ নাকি? আমি কিছু টের পাই নি বটে। ওখানে প'ড়ে-প'ড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলি না?

প্রহরী। আজ্ঞে, আমি ত ঘুমুই নি হুজুর!

বটুক। ঘুমুস নি? তবে নাক ডাক্‌ছিল কেন?

প্রহরী। আমার নাকটার কেমন একটা খেয়াল, দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও ডাকে।

বটুক। কৈ, এখন ত ডাক্‌ছে না।

প্রহরী। কথা কইছি কি না, তাই ফুরসুৎ পাচ্ছে না। এই দেখুন না—[নাক ডাকান]

বটুক। [সভয়ে] ওরে বাবা রে! আরে রে বেকুব! থামা—থামা—নাকটার ডাক থামা। কি বেজায় আওয়াজ—পেটের পীলে অবধি

চম্‌কে যায়! চল্ বেটা, আমায় ভয় দেখিয়েছিস—রাজাকে ব'লে তোকে শূলে দোব।

প্রহরী। কেন বাবা নাকের পো! এমন ক'রে ডাক্‌লে? এখন যে বেঘোরে প'ড়ে মারা যাচ্ছি। দোহাই হুজুর, আমায় মাপ করুন। আর কখন আহাম্মুকী কর্‌ব না।

বটুক। নাক খৎ দে তবে—নাক খৎ দে।

প্রহরী। এই দিচ্ছি। [তথাকরণ]

বটুক। বন্দীকে নিয়ে ঐ কক্ষে চল্—সেনাপতির হুকুম। দিতে হবে কড়া পাহারা।

প্রহরী। যে আজ্ঞে। এস বুড়ো!

[দুর্ম্মদকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

মানস-সরোবর

[হ্রদে লুক্কায়িত ইন্দ্র]

ইন্দ্র। ত্রিদিবের অধিপতি আমি দেবরাজ
দানবের অনুগ্রহে বিমুক্ত-বন্ধন,
দানবের অনুগ্রহে আজিও জীবিত ;
দানবের অনুগ্রহ—নিগ্রহ আমার।
যে অবধি সমাসীন স্বর্গ-সিংহাসনে,
চারিদিকে বিপদের বিভীষিকা জাল
ঘেরিয়া রয়েছে মোরে বিবিধ প্রকারে।
উচ্চ বৃক্ষে অবিরাম ঝটিকার কোপ,
পরশে না কখন সে তুচ্ছ তৃণরাজি।
ধিক্ ধিক্ রাজৈশ্বর্য্যে! ধিক্ রে স্বরগে!
শতধিক্ বিদলিত দাসত্ব জীবনে!
ততোধিক ধিক্কার এ অমরত্বে মোর!
প্রলয় আসিয়া যদি গ্রাসিত আমায়,
মৃত্যু যদি অমরত্ব করিত বিলোপ,
হাসিতে হাসিতে আমি দিতাম জীবন,
জুড়াতাম জ্বালাময় জীবনের জ্বালা।

কি লাঞ্ছনা—কি গঞ্জনা—কি বেদনা হায়,
লভিয়া এ অমরতা—লভিয়া অমরা।

[পবন ও বৃহস্পতির প্রবেশ]

পবন। জানি আমি, সুরগুরু পেয়েছি সন্ধান,
এ মানস-সরোবরে আছে লুক্কায়িত
স্বর্গপতি পুরন্দর ব্যথিত হৃদয়ে।
দানবের করুণায় পেয়ে অব্যাহতি,
লজ্জায় ঘৃণায় আর মর্ম্মের পীড়ায়
দেবরাজ ছেড়েছেন অমর-ভবন।
হেথায় আছেন তিনি। ওই—ওই, গুরু!
ওই যে মানস-হ্রদে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত!

বৃহ। দেবরাজ!

ইন্দ্র। মানস সরস! তুমি স্বচ্ছ, সুশীতল।
জুড়াও—জুড়াও মম জলন্ত জীবন
তোমার মধুর স্নিগ্ধ-সুশীত পরশে।
ধুয়িব কলঙ্ক কালি করিয়া মানস,
নেমেছি মানস-সরঃ! তব পুণ্যজলে।
পার যদি ধুয়ে দাও কলঙ্ক-কালিমা,
স্বচ্ছ কর চিরস্বচ্ছ তুষারের মত;
কিংবা কর দয়া করি প্রলয়-উচ্ছ্বাসে
আমার এ দেহপাত তোমার উদরে।
হে বরেণ্য! এ শরণাগতে
অভয় আশ্রয় দাও মহোত্তম তুমি।

বৃহ। ইন্দ্র! ইন্দ্র!

ইন্দ্র। সহস্র নির্ঝর-রবে কিংবা বজ্রস্বরে
দৈত্যেশ্বর আসি' বুঝি করিছে আহ্বান,
পুনর্ব্বার অনুগ্রহ নিগ্রহ করিতে!
ওঠ—ওঠ সরোবর! গভীর গর্জ্জনে,
প্রবল প্রলয় বানে হইয়া বিস্ফীত,
ডুবাইয়া রাখ মোরে তরঙ্গের তলে,
কিংবা দাও ডুবাইয়া অনন্ত অতলে
অথবা বাড়বানলে কর দগ্ধীভূত।

বৃহ। ওঠ—ওঠ, দেবরাজ! কেন শঙ্কাকুল!
চেয়ে দেখ দেবগুরু আমি বৃহস্পতি।

পবন। কেন—কেন, স্বরীশ্বর! ভয়াকুল চোখে
নির্ণিমেষে চেয়ে আছ আমাদের পানে?
বজ্রাহত ব্যক্তি সম নিশ্চল—নীরব,
সুমলিনা বিষাদের খোদিত প্রতিমা,
নিরাশার প্রতিমূর্ত্তি শোচনীয় ছবি!
কেন আছ হ্রদ মাঝে নিশ্চেষ্ট বসিয়া?
বসিয়া থাকার আর নাহি অবসর।

বৃহ। নিশ্চেষ্ট থাকার নাহি অবসর,
উঠে এস—সবিশেষ শুন পুরন্দর!
সর্ব্বনাশ সমাগত মাতা অমরার।

ইন্দ্র। সর্ব্বনাশ সমাগত যদি অমরার,
আমা হ'তে হবে না ক' কোন প্রতীকার।
দৈত্য-করে পরাভূত হ'য়ে বার বার,
কি সাহসে প্রবেশিব আহবে আবার?

হৃদয়ে সাহস নাই—বাহুতে শকতি,
অরিন্দম তেজ নাই ভীম বজ্রে মোর।
কি নিয়ে পশিব তবে কহ, সুরগুরু!—
দুরন্ত অরাতি সনে যুঝিতে আবার?

বৃহ। তবে কি ইন্দ্রত্ব দিবে দানব-চরণে?
তবে কি বিলা'য়ে দিবে চির গৌরবিনী
বিশ্বপূজ্যা স্বর্গভূমি অরাতি সেবায়?
দেবতার সুগৌরব, দেবের মর্য্যাদা,
সব দিবে জলাঞ্জলি ভীরুর মতন?
দৈত্যপদ সেবা যবে করিবে অমরা
ম্লানমুখে সাশ্রুনেত্রে দাসীর মতন,
আঁখি মেলি' আখণ্ডল, পারিবে দেখিতে?

ইন্দ্র। পারিব—পারিব দেব, পারিব দেখিতে।
দেখেছি তা' কতবার—অভ্যস্ত দেখিতে,
কিংবা যদি নাহি পারি সে দৃশ্য দেখিতে,
উপাড়ি' ফেলিব আঁখি লৌহ-শলাকায়।
আঁখির সম্মুখে মোর, দৃষ্টি আবরিব।

পবন। প্রিয়তম পত্নী সনে পুত্র-কন্যা সহ
সেবিবে দৈত্যের পদ কাঁদিতে-কাঁদিতে।

ইন্দ্র। পারি যদি অমরার দুর্দ্দশা দেখিতে,
পারি যদি অমরের দাসত্ব দেখিতে,
পারিব না স্ত্রী-পুত্রের পীড়ন দেখিতে?

পবন। পারিবে হেরিতে তুমি তাদের দুর্দ্দশা?
হবে না কি দীর্ণ হিয়া করুণ রোদনে?

বহুদিন না নেহারী বাসব, তোমায়
কাঁদিতেছে শচী দেবী পুত্র-কন্যা সনে।
দৈত্যভয় ভীত যত দেবশিশুগণ
করিতেছে অবিরাম তব অন্বেষণ,
করিতেছে মর্ম্মান্তিক আকুল রোদন।
ওই শুন কেঁদে ডাকে—"কোথা দেবরাজ" ?

[গীতকণ্ঠে দেবশিশুগণের প্রবেশ]

সকলে— গান

কোথা' দেবরাজ, কোথা তুমি আজ,
যায় দেব-সমাজ অরাতি-পীড়নে।
সোনার সুরপুর দলিল অসুর,
জ্বালিয়া ভীষণ কাল-হুতাশনে॥
দানব কাড়িয়া নিল অমরার আভরণ,
সাজালে দাসীর সাজে খুলে নিয়ে অবরণ,
সন্তানের শত চিন্তা করিয়া বুকে ধারণ
কাঁদে পদাহতা, লাঞ্ছিতা সে মাতা অশ্রু-বরিষনে॥

পবন। [সরোদনে] দেখ্‌তে পাচ্ছ এদের দুরবস্থা—শুন্‌তে পাচ্ছ এদের রোদন ? সইতে পারছ বাসব ?

ইন্দ্র। [সরোদনে] হাঁ ভাই পারছি! না পারলেও পারছি—পারতেই হবে। তবে বুকের মাঝে একটা বিরাট্ আগুনের জ্বালা জ্বলছে। নিবাবার উপায় ব'লে দিতে পার ভাই ?

বৃহ। সে উপায় তোমার হাতে দেবরাজ! মনের অবসাদ দূর ক'রে দারুণ নৈরাশ্যের জড়তা ছুঁড়ে ফেল দেখি। অসীম সাহসে বুক বেঁধে সবলে অসুরঘাতী বজ্র সবল হস্তে ধর দেখি—আগ্নেয় পর্ব্বতের মত ধূমাগ্নি উদ্গীরণ কর দেখি—প্রলয়-ঘন গর্জ্জনে গ'র্জ্জে উঠে হৃতভক্ষ্য হর্য্যক্ষের দুর্ব্বার বিক্রমে

শত্রু মাঝে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি, শত্রুর ধমনী-রক্তে তোমার ভীষণ অন্তর্দ্দাহ প্রশমিত হবেই হবে। কেন তবে তোমার নিষ্ফল শঙ্কা?

[গীতকণ্ঠে সঙ্গিদ্বয় সহ কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

সকলে—　　　　　　　　**গান**

কেন রে শঙ্কা,　　　　বাজাইয়ে ডঙ্কা
ছোট রে যুঝিতে শত্রুর সঙ্গে।
দিয়ে করতালি,　　　　বলিয়ে জয় কালী,
ঝাঁপিয়ে পড় রে সমর-রঙ্গে।
কেন আর শয়ান অমরা-সন্তান,
জাগ্ রে, ওঠ্ রে, ধর্ রে কৃপাণ,
রাখ রে সম্মান, নে রে শত্রু-প্রাণ
নাশ্ রে—গ্রাস্ রে অরাতি সঙ্ঘে॥

ইন্দ্র। একি প্রাণে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা! কে যেন আমার হাত ধ'রে টেনেনিয়ে ছুটছে। আমি যাচ্ছি—আমি যাব—দেশ-বৈরী সংহার করব। যাও পবন, ঘুমন্ত দেব-সমাজকে জাগ্রত কর—বীরপুঞ্জে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত কর—সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হও—শত্রুর রক্তে এ কলঙ্ক ধৌত হবে।

পবন। যাই তবে সুররাজ, দুরন্ত অরাতি নির্জিত ক'রে স্বর্গধামকে নিঃশত্রু করব—অমর-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌ব।

[প্রস্থান

বৃহ। দেবরাজ! নূতন সংবাদ শোন। নারায়ণের ছলনায় দৈত্য-পুরী লক্ষ্মীছাড়া। উগ্রাচার্য্য হয়গ্রীবের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে লক্ষ্মীলাভের জন্য রাজ্যেষ্টি যজ্ঞ করছে। যাতে তার লক্ষ্মী-লাভ না হয়, তারই চেষ্টা করতে হবে। ছদ্মবেশে নৈমিষারণ্যে চল, ছদ্মবেশে সেখানে অপ্সরাদের পাঠাও।

[সকলের প্রস্থান

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

অরণ্য—কালীমন্দির

[ঝণ্টু ও লাল্লুর প্রবেশ]

ঝণ্টু। হারে লাল্লু! কোপালিক ঠাকুর ত আসিবেক না কহিলেক ওস্কা বেমার হ্যায়। হামি ওস্কো মেজাজ্ বুঝ্নু। তুহারা কুচ সমঝ্ করিলি রে, লাল্লু? সে কোপালিক ঠাকুর ড্যর্ পাইয়েছে রে—ড্যর্ পাইয়েছে। কালী মায়িকী পূজা করিলেক্—ফুল পানি দিলেক্—সেঁদুর দিলেক্—কহিলেক ফুলপানিকা ছিটা দিয়ে—কোপালে সেঁদুর দিয়ে বলি দিলেই কালী মায়ি খুসী হবেক্। তা লে বলি দিতে স্রুরু কর্, কেন্নাই। আগারি এক শ' আট পাঁঠা বলি—এক শ' আট ভঁইষ বলি—এক শ' আট বরা বলি হোবে—পরে এক শ আট নরবলি দিবি। যা লাল্লু! আগারি আজবকো লিয়ে আয়। খুব হুঁসিয়ার! জেয়ান আছে সে আদ্মি। আচ্ছা শিয়ান আছে—লিয়ে আস্তি পারবিক্ তো রে?

[লাল্লুর প্রস্থান

[ক্ষণপরে আজবকে লইয়া লাল্লুর পুনঃ প্রবেশ]

আজব। পরব্রহ্মময়ী মা আমার ঐ যে দাঁড়িয়ে! রূপের ছটায় দিগ্-দিগন্ত আলোকিত! কি নিরূপম রুচির মূর্ত্তি! মানুষের কল্পনার সৃষ্টি যদি এত সুন্দর, জানি না পরব্রহ্মময়ী মা আমার কত মনোরম!

শ্যামাঙ্গী শ্যামঘটিতাং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনীম্।
নীলাং নীল ঘনশ্যামাং নমামি নীলসুন্দরীম্॥

ঝণ্টু। হারে লাল্লু! ওস্কো বাঁধিয়ে রাখ্‌দে—আগাম পাঁঠা বলি দে—লে আয়।

[লাল্লুর প্রস্থান

[মাদল বাজাইয়া নৃত্যসহ গাহিতে গাহিতে
দস্যুগণের প্রবেশ]

সকলে—   গান

ধালাং ধালাং আজু মাদোল বাজা।
কালীমায়ী হামাদের বন্‌কা রাজা॥
ওই আঁধার রাত গুম্ গুম্ গুম্, সের বরা শুব্‌ চুপ,
খালি মহুয়াকো মিঠাফল গিব্‌ছে টাপ টুপ,
ভেইয়া ছুটে চল্ না, ছুটো খাইয়ে লেনা,
ক্যা মজগুল্ নেশা হোবে লুট্‌বি মজা॥

ঝণ্টু। আবি ছাগবলি হোবে রে, ভেইয়া! সার্ দিয়ে স্যব্‌ খাড়া রহো। পূজা-উজা হইয়ে গেলে পরসাদ লিবি। আজ কালীমায়িজীকো পূজা—আচ্ছা শিকার মিল্‌বেক।

[ছাগ ও খড়্গ লইয়া লাল্লুর পুনঃ প্রবেশ]

সকলে। জয় কালীমায়িকী জয়!

ঝণ্টু। হাড়কাঠে ওস্কো ফেলিয়ে দে রে লাল্লু! ভোজালী দে।

[লাল্লু তাহাই করিতে উদ্যত হইল ও ঝণ্টু খড়্গ লইয়া দাঁড়াইল]

আজব। সর্দ্দার! সর্দ্দার!

ঝণ্টু। কাঁহে পেছন ডাক্‌লি রে দুষ্‌মন?

আজব। ও ছাগশিশু বলি দিয়ো না সর্দ্দার!

ঝণ্টু। কাঁহে দিবেক না?

আজব। ঐ দেখ সর্দ্দার! কেমন কাতর চোখে চেয়ে আছে!

ঝণ্টু। দেখ্‌তো লাল্লু! এইঠো কেমন সয়তান আছে রে? একঠো ছাগ্‌লাকা জন্তি কি দরদ দেখায় রে!

সকলে। আরে কি দরদ রে—কি দরদ!

ঝণ্টু। অবন্তীকো সেনাপতি হইয়ে কেত্তা আদ্‌মিকা জান লিয়েছে রে! সে নিষ্ঠুর আবি কি বাৎ বোলে রে?

সকলে। আরে, কি বোলে রে, কি বোলে?

আজব। সত্য—আমি একদিন অবন্তীর সেনাপতি ছিলাম সর্দ্দার! কিন্তু কখন রক্তপাত করি নি—রক্তপাত হ'তে দিই নি। তবে কোন বিপক্ষ এসে কোনদিন আমাকে আক্রমন কর্‌লে প্রাণপণে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছি।

ঝণ্টু। হামিও মাইজীকো পর্‌সাদ লিবার তরে পাঁঠা পূজা দিচ্ছি। লে লাল্লু। কাম সাফাই কর্ কেন্নাই? [লাল্লুর তথাকরণোদ্যত]

আজব। মা মা ব'লে কাতরস্বরে ঐ যে ছাগশিশু ডাক্‌ছে। তুমি যেমন মায়ের সন্তান, ও ছাগশিশুও তেমনি মায়ের সন্তান। মায়ের সাম্‌নে সন্তানকে বলি দিলে মা কি তুষ্ট হয়? ওকে ছেড়ে দাও সর্দ্দার!

ঝণ্টু। শাস্তরের বাত্ মানিতে চাহে না—এ নাস্তিকটা কে বটে রে?

সকলে। আরে কে বটে রে, কে বটে?

আজব। মানুষের খেয়ালে তৈরী শাস্ত্র আমি মানি না। আবার বল্‌ছি সর্দ্দার! ওকে ছেড়ে দাও।

ঝণ্টু। চোপ্‌রাও বজ্জাত্! তুহার বাত্ হামি শুন্‌বেক নি। কালী মায়িকী জয়! [খড়্গ উত্তোলন]

আজব। আমায় বলি দাও সর্দ্দার! আমার রক্ত নাও। ঐ—ঐ—আবার—আবার নিরুপায় ছাগশিশু মা-মা ব'লে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাক্‌ছে!

শক্তি দাও মা শক্তিময়ি ! তোমার সন্তানকে রক্ষা করবার মত বল দাও—এই শৃঙ্খল ছিন্ন করবার মত বল দাও ! জয় মা কালি ! জয় মা কালি !
[শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেন]

ঝণ্টু। ছিঁড়িলো রে ছিঁড়িল ! ধর্—ধর্—বাঁধ্।

[পুনরায় উভয়ের যুদ্ধ হইল ও যুদ্ধান্তে আজব আবার বন্দী হইলেন]

আজব। পারলাম না—অসহায় নিরীহ জীবকে রক্ষা করতে পারলাম না ! এ কি তবে তোরই ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ি ! ঐ—ঐ—আবার ডাকছে—রক্ষা কর মা রক্ষা কর ! [চক্ষু ঢাকিলেন]

[সকলে মহানন্দে কালীমায়িকী জয় বলিয়া উচ্চধ্বনি করিল ও ছাগশিশু বলি দিতে ঝণ্টু খড়্গ উত্তোলন করিল সহসা মনু আসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন]

মনু। একি—একি—একি নিষ্ঠুরতা !

[মনুর গম্ভীর স্বরে ভীত, চমকিত হইয়া দস্যুগণ দূরে গিয়া দাঁড়াইল]

একি করছ সর্দ্দার ? [ছাগশিশু কোলে লইয়া] মায়ের ছেলেকে মায়ের কাছে বলি দিচ্ছ ?

ঝণ্টু। হামারা সোব্বনাশ হ'ল রে ! পূজা-উজা মাটী করিল রে ! হারে লাল্লু ! সরিয়া গেলি কাঁহে রে ? লড়াই দে—কাঁড় বাঁশ লে !

মনু ও আজব। জয় শিব শম্ভু ! জয় শিব শম্ভু !! জয় শিব শম্ভু !!!

[শিবের প্রবেশ]

শিব। ভয় নাই—ভয় নাই—এসেছে শঙ্কর
এ সঙ্কটে প্রিয়ভক্তে করিতে উদ্ধার।
দস্যুবেশে দৈত্যগণ করিছে সাধন
নিরন্তর এ জগতে কতই অহিত।
মুহূর্ত্তে দানবকুল করিব নির্ম্মূল। [ত্রিশূল উদ্যত]

[ঝণ্টু ব্যতীত অন্যান্য সকলের দানব-মূর্ত্তি ধারণ]

দৈত্যগণ। মার্—মার্ দুরাচার শঙ্কর বর্ব্বরে।

শিব। ওঠ্ রে—ছোট্ রে শূল, ভৈরব গর্জ্জনে,
চ'লে যাও বায়ুবেগে চোখের পলকে,
উগার' প্রলয় বহ্নি-ঝলকে ঝলকে,
বধ'—বধ' বৈরীবৃন্দে বিপুল বিক্রমে।
আয় রে প্রমথকুল, আয় রে পিশাচ!
দৈত্য-রক্তে মিটাইতে শোণিত-পিপাসা।
করিব দানব-বংশ ধ্বংস সুনিশ্চয়।
[তাণ্ডব-নর্ত্তণে দৈত্যগণ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

মনু। সুধন্বা!

ঝণ্টু। ভৈরবমূর্ত্তি এ কাহারা হামার শত্রু ছিল রে?

মনু। দস্যুবেশে ছিল এ সব পাপিষ্ঠ দানব। তুমি কে, মনে আছে?

ঝণ্টু। হামি? হামি তো হামি—হামি ঝণ্টু।

মনু। তুমি আত্মবিস্মৃত। ধ্যানে আমি জান্‌তে পেরেছি—তুমি রাজপুত্র!

ঝণ্টু। রাজপুত্তুর?

মনু। দানবেরা তোমার মাতা-পিতাকে হত্যা করেছে—মনে আছে?

ঝণ্টু। সব ঝুট্ বাত্ বোলে রে, সব ঝুট্ বাত্ বোলে।

মনু। আমায় স্পর্শ কর। [স্পর্শ করিয়া] আমার বরে তুমি পূর্ব্বস্মৃতি লাভ কর—পূর্ব্বকাহিনী মনে কর—পূর্ব্ববৎ হও।

ঝণ্টু। এ কি! এ আমি কোথায়?

মনু। স্থির হও—মাতা-পিতার কথা তোমার মনে পড়ে?

ঝণ্টু। মাতা-পিতা? উঃ-হু-হু! দুর্ব্বৃত্ত দানবেরা আমার মাতা-পিতাকে হত্যা ক'রে—আমার রাজ্য—কর্ন্নষ-রাজ্য হস্তগত ক'রে আমায় বধ করতে—প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! এখনও আমি জীবিত আছি? প্রতিহিংসা নিতে পারলাম না—দানবকুল নির্ম্মূল করতে পারলাম না!

মনু। পারবে—স্থির হও—শোন। তুমি না প্রতিহিংসা নেবার জন্য বনে এসে মা কালীর সাধনা করছিলে?

ঝণ্টু। তাই ত! তারপর কিসে কি হ'ল—মনে পড়ছে না।

মনু। তোমার যোগে ব্যাঘাত জন্মাবার জন্য মায়াবী দানবেরা নানা প্রক্রিয়া ক'রে অবশেষে তোমায় যোগভ্রষ্ট করালে। তোমায় দস্যুসর্দ্দার ক'রে কত পাপ করালে—নাম রাখলে ঝণ্টু।

ঝণ্টু। ঝণ্টু আমার আদুরে নাম ছিল—প্রকৃত নাম হচ্ছে সুধন্বা।

মনু। এই বন্দীকে চিনতে পার, সুধন্বা?

ঝণ্টু। না।

মনু। তোমার ভগিনী লহনার স্বামী—আজব।

ঝণ্টু। আজব? ভাই! ভাই! কে তোমায় বন্ধন করলে? [বন্ধন মোচন]

মনু। তুমিই বন্দী ক'রে বধ করতে এনেছিলে।

ঝণ্টু। আমায় ক্ষমা কর ভাই! [জানু পাতিলেন]

আজব। এ কি করছ দাদা? ওঠ। [ধরিয়া তুলিলেন] রাজর্ষির কাছে ক্ষমা চাও।

ঝণ্টু। ক্ষমা করুন প্রভু!

মনু। দানব-মায়ায় মুগ্ধ তুমি—অপরাধী নও। তোমায় মার্জ্জনা করলাম।

ঝণ্টু। বলুন প্রভু, তারা আমায় বধ করলে না কেন?

মনু। তোমায় বধ করতে তারা বিস্তর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বধ করতে পারে নাই। কারণ—তোমার অঙ্গে অক্ষয় কবচ আছে। যাও, বৎস! তোমরা উভয়ে গিয়ে সমবেত চেষ্টায় হৃতরাজ্যের উদ্ধার কর।

[প্রস্থান

ঝণ্ট্। চল আজব, মায়ের নাম নিয়ে আজ আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। হয় শত্রু ধ্বংস করব—না হয় রাজ্যের জন্য আত্মদান করব। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন, আমার জীবনে মূলমন্ত্র হচ্ছে এই—আমার জীবনের ব্রত হচ্ছে এই। চল, আবার আজ দু'ভাই মিলে দুর্দ্দান্ত দানবের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়িগে। বুভুক্ষিত শার্দ্দুলের সুতীক্ষ্ণ নখরে দানবের বুক চিরে ধমনী-রক্তে সর্ব্ব-কলঙ্ক ধুইয়ে দিই। ঐ—ঐ—দুরন্ত দানব মায়ের বক্ষে দাঁড়িয়ে বীভৎস অভিনয় করছে—সব লুটপাট ক'রে নিচ্ছে। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—দানব বর্ব্বর।

[আজবের হস্ত ধরিয়া বেগে প্রস্থান

[তাণ্ডব-নর্ত্তনে যুদ্ধ করিতে করিতে দৈত্যগণসহ শিবের প্রবেশ ও দৈত্যগণের পলায়ন]

শিব। দশ হাজার অসুর নিপাত!
জয় তারা! জয় তারা!! জয় তারা!!!

[নিষ্ক্রান্ত

—তৃতীয় দৃশ্য—

জাহ্নবী-তীর

[অষ্টাবক্রের প্রবেশ]

অষ্টা। সাধ্যমত ত শ্রাদ্ধের আয়োজন করা গেছে, এখন ভালয়-ভালয় কাজটা শেষ হ'লেই রক্ষে। বটুক!

[বটুকের প্রবেশ]

বটুক। অমন ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন বুড়ো?

অষ্টা। ভজা পরামাণিককে ডেকে এসেছ বাবা?

বটুক। কেন?

অষ্টা! এখনই যে তোমায় ঘাট কামাতে হবে।

বটুক। সে কি?

অষ্টা। কাল হবে তোমার গর্ভধারিণীর শ্রাদ্ধ—আজ তোমার ক্ষৌরী হবে। মাথাটা মুড়াতে হবে—দাড়ি-গোঁপ কামাতে হবে—নখ কাটাতে হবে।

বটুক। কেন?

অষ্টা। শাস্ত্রে আছে—মা-বাপ্ মরলে সংস্কার করতে হয়।

বটুক। এমন শাস্তর যে লিখেছে—আমি হলপ্ ক'রে বল্‌তে পারি, বাবা, তার চৌদ্দপুরুষের মাথায় কস্মিন্‌কালেও টেরী ছিল না—মুখেও গোঁপ-দাড়ি গজায় নি। কি নির্ম্মম এই হতভাগা শাস্তকার? কি বেরসিক—কি বে-আক্কেল!

অষ্টা। কি বল্‌ছ তুমি বটুক?

বটুক। যা বল্‌ছি—ঠিক বল্‌ছি। শাস্তকারের চৌদ্দপুরুষের মধ্যেও যদি কারও মাথায় দাড়ি-গোঁপ মুখে চুল থাকৃত, তা' হ'লে কখনও এমন ব্যবস্থা দিতে পারত না।

অষ্টা। কেন?

বটুক। তুমিও দেখ্‌ছি, বাবা, ঐ বোকা শাস্তকারের মত নেহাৎ সেকেলে—নেহাৎ বেকুব—নেহাৎ বেরসিক। এই সাদা কথাটা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে না? তোমার মত গজমুখ্যুর ছেলে হ'য়ে আমি কি ঝক্‌মারি করেছি! মা বেটী দেখে শুনে যদি একটা পণ্ডিত বিয়ে করত, তা' হ'লে আমি একজন নামজাদা পণ্ডিত হ'তে পার্‌তুম! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! এমন মুখ্যুর পুত্তুর ব'লে পরিচয় দিতেও—হ্যাক্—থু!

অষ্টা। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ঘোর কলির মানুষের এই একটা জীবন্ত নক্‌সা!

বটুক। আর তুমি বুঝি সত্যযুগের আদর্শ প্রাণবন্ত ছবি? সাদা কথাটার মানে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে না বাবা? শোন—আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। শাস্তকারের যদি একটু আক্কেল থাক্‌ত—একটু রসবোধ থাক্‌ত, তা' হলে কখন মস্তক-মুণ্ডনের ব্যবস্থা দিতে পার্‌ত না। চুল, দাড়ি, গোঁপ এই সবই হচ্ছে মানুষের শোভা—যা দেখে রসবতী ষোড়শীরা—

অষ্টা। [বাধা দিয়া] নির্ব্বাক্ হও মূর্খ!

বটুক। চোপ্‌রাও বর্ব্বর! আমার কথার ওপর কথা? এক ঘুঁসিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দোব—দাঁত দু' পাটি ভেঙে দোব।

অষ্টা। থাম্ বাবা, থাম্—খুব হয়েছে। এখন যা'—সংস্কার ক'রে নে।

বটুক। হবে না—হবে না, এমন সাধের কোঁক্‌ড়া চুলে চেরা সিঁথি—এমন সুন্দর ঢেউ খেলানো দাড়ি-গোঁপ—আমি মুণ্ডন কর্‌তে পার্‌ব না।

অষ্টা। তবে উপায় ?

বটুক। উপায় আছে। আমার প্রতিনিধি হ'য়ে মা বেটীর শ্রাদ্ধটা তুমিই সেরে ফেল। তোমার মুণ্ডুতে ত আর দাড়ি-গোঁপ নেই ? মুখে আছে তুলোর মত গাছকয়েক চুল। ও ক গাছ চুল কামিয়ে ফেলে দাও—উকুনের বাসায় আগুন লাগিয়ে দাও, আর মাথা চুল্‌কাতেও হবে না, আর মা বেটীর কাজটা ভালোয়-ভালোয় হ'য়ে যাবে।

অষ্টা। দূর পাজি বেটা! আমি তোর প্রতিনিধি হ'তে পারি ?

বটুক। পৌষ-পার্ব্বণের দিন তোমার অসুখ হ'ল—আমি তোমার প্রতিনিধি হ'য়ে তোমার মা-বাপ্‌কে জলপিণ্ড দিলুম, আর তুমি আমার প্রতিনিধি হ'তে পার্‌বে না ?

অষ্টা। ওরে মূর্খ! শাস্ত্রে তার বিধান নাই।

বটুক। না থাকে না থাক্—আমি চুল দাড়ি কাট্‌তে পারব না।

অষ্টা। আচ্ছা—তবে এক কাজ কর্।

বটুক। কি কর্‌ব বল দেখি ?

অষ্টা। দাড়ি, চুল যখন কামাবিই না, তখন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থদান কর্‌তে হয়। কিছু অর্থ নিয়ে স্মৃতিরত্ন মশায়কে দিয়ে এস।

বটুক। বাহবা, বাহবা—কি মজার ব্যবস্থা! আমরা বামুনরাই যেন আঁট-কুড়ো ধর্ম্মরাজের সাক্ষাৎ পুষ্যি পুত্তুর। যে যতই পাপ করুক্—আমাদের বামুনদের কিছু দিলেই ধর্ম্মরাজের বিচার হ'তে খালাস—আর পেট পূরে বামুনদিগে খাওয়ালেই অক্ষয় স্বর্গবাস। অবশ্য ভোজন দক্ষিণাটাও দেওয়া চাই, নৈলে ফল পাবার সম্ভাবনা নেই। খাসা বন্দোবস্ত! দেখ বাবা! আমি বলি একটা নূতন কিছু কর, খুব পশার জম্‌বে। বিনা আয়াসে অজস্র অর্থ সিন্দুকে ঢুকে পড়্‌বে।

অষ্টা। বাজে কথা রাখ! বাবা কাজ কর—বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।

বটুক। তাই ত বাবা! বেলা হচ্ছে—ক্ষিধেয় পেট্‌টা চোঁ-চোঁ করছে, দু'টি খেয়ে তার পর যা' করতে হয় করব এখন।

অষ্টা। না—না, এখন কিছু খেতে পাবে না।

বটুক। তবে ও শ্রাদ্ধ তুমিই কর, আমি চল্‌লাম।

অষ্টা। পুত্র হ'য়ে জননীর শ্রাদ্ধ করবি না মূর্খ?

বটুক। মুখ্যু আমি, না তুমি? মরা গরুতে ঘাস খায় নাকি? তোমার মন্তর-তন্তর সব জেনেছি—সব বুঝেছি। কি মন্তর পড়ালে সেদিন—আঃ—ভুলে গেছি! গোড়াটা কি? কি বলে—আহা—"বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ ইদং নীরং—ইদং ক্ষীরং স্নাত্বা পিত্বা সুখী ভব।" আমার মা যে, বায়ুভূত নিরাশ্রয় হ'য়ে আছে—কে দেখেছে? আর যার প্রাণ সাধের দেহ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, খোসামুদি ক'রে ও যাকে রাখ্‌তে পারা গেল না, তাকে যদি বলি—এই জলে স্নান কর—এই জল খাও—দুধ খাও—সুখী হও, অমনি বুঝি সে এসে খেয়ে যাবে?

অষ্টা। নিশ্চয় খাবে।

বটুক। নিশ্চয় খাবে—দেখাতে পারবে?

অষ্টা। মৃত আত্মাকে কি দেখা যায় রে মূর্খ?

বটুক। যদি দেখাও না যায়, খাবার ফুরিয়ে যাবে তা ত দেখ্‌তে পাব?

অষ্টা। মৃত আত্মার দৃষ্টিতেও খাওয়া হয়।

বটুক। কি বুজরুকি বাবা! আচ্ছা বাবা, এক কাজ কর। তুমি ঐ গাছে ওঠ—আমি তোমার খাবার নীচে রেখে মন্ত্র পড়ি, যদি তুমি খেতে পাও, তবে মায়ের কাজ করব; আর তা' না হ'লে এই যে এত অর্থ অপচয় করছ, তার জন্য তোমায় জীয়ন্তে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

অষ্টা। ধ্যাত্তোরি, দৈত্যের কাছে থেকে কি শিক্ষাই পেয়েছে!

[গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

কর্ম্ম— গান

ধ্যাত্তোরি, তোর তেমন শিক্ষার মুখে পড়ুক ছাই।
যে শিক্ষাতে মানুষ হবার কোন পন্থা নাই॥
মাকে দেয় গুদামভাড়া, বাপকে দেয় মজুরী,
প্রেয়সীরে সুখী করতে দেয় হীরে-কাটা চুড়ি,
বেশ্যাকে দেয় শালের জুড়ী গরীবকে করে দূর ছাই॥
কারো সাম্‌লা মাথায়, কারো কলম খাতায়,
কেউ নাড়ী টিপে খায়,
প্রভুর এঁটো-কাঁটা পেলে আহ্লাদের আর সীমা নাই॥

[প্রস্থান

বটুক। দেখ বাবা, সোজা কথায় বল্‌ছি—এক পয়সাও তুমি খরচ করতে পার্‌বে না। বিয়ে ক'রে যখন বৌ ঘরে আনব, তাকে গহনা-পত্তর দিতে হবে—ভাল-ভাল শাড়ী কিনে দিতে হবে—আল্‌তা আতর আরও কত কি দিতে হবে! এত টাকা অপব্যয় করলে বৌয়ের মন যুগিয়ে চল্‌ব কি ক'রে? এখনও সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, বুড়ো! একটি কানা-কড়িও আর অপচয় করবে ত ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো ক'রে দোব।

অষ্টা। তবে রে, পাজি! [প্রহারোদ্যত]

বটুক। তবে রে ছুঁচো, গাধা, উল্লুক, ভাল্লুক, চিড়িয়াখানা, আমায় মার্‌বে তুমি? এখনই তোমায় ভবসাগরের পার ক'রে দিচ্ছি। বল্‌ব নাকি সে নামটা? হরিবোল!

অষ্টা। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া] আমি শুনি না—কিছুই শুনি না।

বটুক। নাকে দড়ি দিয়ে তোমায় সাত ঘাটের জল খাওয়াব, তবে ছাড়্‌ব। এই আমি দৈত্যরাজের কাছে চল্‌লুম, বাবা ব'লে আর খাতির করব না।

[প্রস্থান

অষ্টা। চ'লে গেল? এমন কুপুত্র জন্মেছে! সাক্ষাৎ কলি—সাক্ষাৎ কলি। হায় রে—ব্রাহ্মণীর শ্রাদ্ধ হ'ল না। ব্রাহ্মণীর সদ্গতি হ'ল না! ভেউ-ভেউ ক'রে আমার কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। গঙ্গাতীরে তার শ্রাদ্ধ করব—ব্রাহ্মণ ভোজন করাব—এত আয়োজন আমার সব পণ্ড হ'ল! কি করব এখন? ব'লে-ক'য়ে দেখি, ফেরাতে পারি কি না? ওকি! উত্তরে মেঘ উঠেছে—ঐ যে ঝড় ছুটেছে। আমার সব আয়োজন পণ্ড হ'য়ে গেল? বটুক! বটুক!

[প্রস্থান

[পুত্রবক্ষে মুক্তকেশী রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। ভয়ানক ঝড় উঠেছে—শিলা-বৃষ্টি পড়্‌ছে—মেঘ গর্জ্জাচ্ছে—বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। এই ম্রিয়মান শিশুকে নিয়ে আমি এই দুঃসময়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? কে আমায় আশ্রয় দেবে? ঐ যে একটা তাঁবু—দেখি যদি ওখানে আশ্রয় পাই। দেখ্‌তে—দেখ্‌তে তাঁবু উড়ে গেল। তবে আর উপায় নাই—আর রক্ষা নাই! নিষ্ঠুর বিধাতা! অভাগিনীর প্রতি তোমার এই নিষ্ঠুরতা? একি! এই যে পুত্র আমার ধুক্‌ছে! যায়—যায়—আমার শেষ আলোটি নিবে যায়। [বসিলেন] গেল—গেল দীপ নির্ব্বাণ! বাবা! বাবা, ফাঁকী দিয়ে কোথায় গেলি, বাবা? ঐ যে একটা বাজ ছুট্‌ছে। আয় রে বজ্র! তোর সমস্ত শক্তি জাগ্রত ক'রে মহাশব্দে গর্জ্জে উঠে, আমার এই ভাঙা বুকে প'ড়ে বুকটাকে শতধা ক'রে দে। হা পুত্র!

[অষ্টাবক্রের পুনঃ প্রবেশ]

অষ্টা। [প্রবেশ পথ হইতে] সব গেল—সব পণ্ড হ'ল—তাঁবু উড়ে গেল। ও কে রমণী ওখানে ব'সে? আহা, অভাগিনি! মা! মা!

রেণুকা। এতদিন বুকে ক'রে তোকে নিয়ে মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরেছি। কত অনাহারে—অনিদ্রায় দিন-রাত কাটিয়ে দিয়েছি। এত দুঃখের মাঝেও বাবা, তোর হাসিটি দেখে আমি শান্তি পেয়েছি। তুইও আজ অভাগিনী মায়ের প্রতি এমন নির্ম্মম হ'য়ে চ'লে গেলি? কোথায় যাবি? তোর মৃতদেহ বুকে নিয়ে এই জাহ্নবীতে—[গমনোদ্যতা]

অষ্টা। কি করছ মা, ক্ষান্ত হও।

রেণুকা। কে তুমি? পথ ছাড়—পথ ছাড়, পিশাচ!

অষ্টা। আমি পিশাচ নই—আমি মানুষ।

রেণুকা। মানুষ? মানুষ ত পিশাচেরও অধম। কামুক লালসার দাস সে, নির্ম্মমতার অবতার সে—জীবন্ত মড়ক সে—দীপন্ত নরক সে। কি মতলবে আমার গন্তব্য পথে দাঁড়িয়েছ। স'রে যাও—স'রে যাও—পথ ছেড়ে দাও সয়তান!

অষ্টা। ক্ষান্ত হও মা! তুমুল ঝড় বইছে—এখনও রক্ষা আছে, শীগ্‌গিরি চল মা! শিশু তোমার কোলে।

রেণুকা। ঐ ঝড় তত ভয়ানক নয়—এই বৃষ্টি তত মারাত্মক নয়, মানুষ যত নিষ্ঠুর আর যত নির্ম্মম! মৃত্যুর মত কঠোর—ব্যাঘ্রের মত হিংস্র—কাকের মত ধূর্ত্ত—দুর্ভিক্ষের মত ভয়ানক অসুর আমার সর্ব্বনাশ করেছে। প্রবল ঝড়ের মাঝে অজস্র বৃষ্টিধারায় নাইতে-নাইতে ভীষণ বজ্রপাত উপেক্ষা ক'রে এই শিশুবক্ষে আমি বনে-বনে—পথে-পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, বুক কাঁপে নি—মন দমে নি—আশার আলোকে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কেউ আমায় কিছু করতে পারে নি, নির্ম্মম অসুর আমার সর্ব্বনাশ করেছে—মায়ের বুক হ'তে আমার স্নেহের পুতুলটি ছিনিয়ে নিয়েছে। এই দেখ—

অষ্টা। শিশু তবে নাই মা?

রেণুকা। নাই, এই মুহূর্ত্তে আমার হৃদয় শূন্য ক'রে—আমার উচ্ছ্বলিত শোকের সাগর ভাসিয়ে, বাছা আমার চ'লে গেছে।

অষ্টা। এ শিশুর কি কেউ নাই মা?

রেণুকা। সব আছে—থেকেও কেউ নাই। রাজার ছেলে আজ কাঙালের মত বিদায় হয়েছে।

অষ্টা। রাজার ছেলে!

রেণুকা। হাঁ—রাজার ছেলে—দৈত্যপতি হয়গ্রীবের পুত্র। চল বাবা, তোমায় ঐ স্নেহময়ী জাহ্নবীর স্নেহ-অঙ্কে দিয়ে—আমি হৃতশাবা শার্দ্দূলী-হিংসা নিয়ে—ঐ ঝড়ের পৃষ্ঠে চ'ড়ে ছুটে যাই। প্রতিশোধ নেবো—প্রতিশোধ নেবো—তীব্র অভিশাপে দানব বংশ ধ্বংস করব।

[বেগে প্রস্থান

অষ্টা। এই ত সংসার! এই ত নরক!

[প্রস্থান

—চতুর্থ দৃশ্য—

নৈমিষারণ্য

[সম্মুখে নারায়ণ মূর্ত্তি, যজ্ঞকুণ্ড ও হবি প্রভৃতি উপকরণ, উগ্রাচার্য্য ও হয়গ্রীব উপবিষ্ট]

উগ্রা। নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্।
নৃসিংহং নাথঞ্চ ত্বং বন্দে নরকান্তকম্॥
পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তম্।
পবিত্রং পরমানন্দং ত্বং বন্দে পরমেশ্বরম্॥

বৎস হয়গ্রীব!

হয়। গুরুদেব!

উগ্রা। এখন শুভ সময়—রাজ্যেষ্টি-যজ্ঞ তবে আরম্ভ করা যাক্।

হয়। উত্তম, আমায় কি কর্‌তে হবে?

উগ্রা। এই আসনে ব'সে তুমি আচমন কর—অনন্যমনে ঐ নারায়ণের ধ্যান কর—আমি সংকল্প করি।

হয়। উত্তম, তবে তাই হ'ক। ওকি শুন্‌ছি গুরুদেব? কিন্নরী-কণ্ঠে কারা গাইছে—ঐ যে, এইদিকেই আস্‌ছে!

[মাল্যহস্তে চণ্ডাল-বালিকাবেশে গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ]

[নৃত্যসহ]

সকলে— **গান**

কাঁহা মেরা পরাণ বঁধুয়া সৈঁইয়া।
সারা রাত হাম জাগা রহা, কাঁহে নেহি সে আয়া॥

কোন্ ফুলমে পিয়ে মধু,
হামরা হিয়াকা বঁধু,
কোই—কাঁদা উস্কো রাখা ভুলায়া।
পিলায়া মোহন মহুয়া॥

উগ্রা। পবিত্র তপোবনে আজ অস্পৃশ্য চণ্ডালের প্রবেশ! সতৃষ্ণ-নয়নে ও কি দেখ্ছ বৎস?

হয়। দেখ্ছি—অসামান্যা—রূপলাবণ্যবতী—মাতৃমূর্ত্তি!

উগ্রা। বিঘ্নস্বরূপিণী চণ্ডাল-বালিকা এরা এ পুণ্য নৈমিষারণ্য অপবিত্র কর্‌লে—এ যজ্ঞভূমি অপবিত্র কর্‌লে—সব আয়োজন পণ্ড হ'ল।

হয়। কি রকম?

উগ্রা। চণ্ডাল-বালিকারা এখানে এসেছে—সব অপবিত্র হয়েছে।

হয়। এখানে তারা এসেছে ব'লেই সব অপবিত্র হয়েছে?

উগ্রা। নিশ্চয়—নারায়ণ এ পূজা নেবেন না।

হয়। কিরূপে আপনি বুঝ্তে পার্‌লেন?

উগ্রা। শাস্ত্রে আছে।

হয়। সে শাস্ত্র ছিঁড়ে ফেলুন—বহ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করুন। আপনিও যেমন ভগবানের সৃষ্টি, এ চণ্ডালও তেমনি তাঁরই সৃষ্টি—বিশ্বের কীট, পতঙ্গ তাঁরই সৃষ্টি। পরমাত্মা রূপে তিনি সকলের মধ্যেই বিদ্যমান; তবে কিসে ও চণ্ডাল অবজ্ঞেয়? কিসে অপবিত্র? এই যে—[পথের দিকে নিরীক্ষণ]

[খাদ্যহস্তে বৃদ্ধ চণ্ডাল বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র। হেই যে লেড়্‌কী সব এথানে, হারে সয়তানি! হামাকে ফেলিয়ে আস্‌লি! সারা জঙ্গল্‌মে ঢুর্‌নু—তাকে ত পেলু না। হেই নাকি রে দৈত্যরাজ?

হয়। আমিই দৈত্যরাজ, তুমি কে বৃদ্ধ ?

ইন্দ্র। হামি চণ্ডাল সর্দ্দার আছি।

হয়। কি চাও তুমি সর্দ্দার ?

ইন্দ্র। তুহি হামারা বাচ্ছাকো রক্ষা করলি, হামি তোকে দোয়া দিতে আসনু বাপি !

হয়। আশীর্ব্বাদ করতে এসেছ বৃদ্ধ! আশীর্ব্বাদ কর। আশীর্ব্বাদ কর—আমি যেন জগতে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আজীবনের সাধনায় যেন সিদ্ধিলাভ করতে পারি।

ইন্দ্র। সিদ্ধি-টিদ্ধি কুছ্ নেশা তুহি খাস্ নাকি রে বাপি ? তা খাবি খা—হামি আনিয়া দিবে। এই লে—খা।

হয়। ও কি বৃদ্ধ ?

ইন্দ্র। টাট্‌কা মৌয়ার ফুল্‌কো, মাগী বানিয়ে দিলে—লে বাপি, পরাণ ভরিয়ে খা।

হয়। মা পাঠিয়েছেন ? নিশ্চয়ই আমি খাব—দাও সর্দ্দার !

উগ্রা। চণ্ডালের খাদ্য তুমি খাবে ? ধর্ম্মনাশ হবে।

হয়। ধর্ম্ম উদার—মহান্—সনাতন। একে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে, কতকগুলি স্বার্থপর জাত্যাভিমানী শাস্ত্রকার। গৃহীর কাছে গৃহাগত অতিথি সাক্ষাৎ নারায়ণ—সে ব্রাহ্মণই হ'ক্, আর চণ্ডালই হ'ক্। অতিথি-নারায়ণ এসেছে—আমি তাঁর পূজা করব—প্রসাদ খাব। এস, সর্দ্দার! তোমায় আলিঙ্গন করি। [আলিঙ্গন]

উগ্রা। [সক্রোধে] চণ্ডালের স্পর্শে তুমি জাতিচ্যুত—ধর্ম্মচ্যুত—পতিত।

হয়। গুহক চণ্ডালকে যিনি আলিঙ্গন দিয়েছেন—গুহক-প্রদত্ত খাদ্য যিনি সানন্দে খেয়েছেন, সেই চণ্ডাল-সখা রামচন্দ্র যদি জগতের পূজ্য হ'ন্, তবে আমিও জগৎপূজ্য। বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ যদি ভুবন-বরেণ্য হ'ন্, তবে

আমিও বরেণ্য। পরাশরের ঔরসে ধীবর-কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত বশিষ্ঠ বংশধর ব্যাস যদি পতিত না হ'য়ে বিশ্বপূজ্য হ'ন্, তবে আমিও বিশ্বপূজ্য! সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর কুপিত উচ্চের চোখের রক্তিমা দেখে আমি আদৌ পতিত নই।

উগ্রা। শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণতার জাল ভেদ ক'রে—সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর শিকল কেটে তুমি বেরিয়ে পড়েছ। উচ্চতম তোমার মন—উদারতম তোমার হৃদয়—মহোত্তম তোমার জীবন-ব্রত! তোমার একনিষ্ঠ সাধনা পূর্ণ হবেই হবে। এস চণ্ডাল! আমিও তোমায় আলিঙ্গন করি। [আলিঙ্গন]

হয়। জগতের সমক্ষে আজ যে আদর্শ ধর্‌লেন গুরুদেব, তার চেয়ে উচ্চতর আদর্শ হ'তে পারে না! তুচ্ছ স্বার্থ—নিষ্ফল অভিমান ত্যাগ ক'রে যদি উচ্চ নীচকে আপন ক'রে নিতে পারে, তবে এ বিশ্বসংসারে সাম্য-মৈত্রী-শান্তির প্রতিষ্ঠা হ'তে কতক্ষণ?

ইন্দ্র। হেই সব লেড়্‌কী তুহাকে সাজাতে আস্‌ল রে। লে না বাপি! উহাদের মালা পর্ কেন্নাই বাপি?

হয়। অবশ্য মালা পর্‌ব—দাও মালা গলায় পরি। যাও সর্দ্দার এই জননীদের নিয়ে। আমি দেখা কর্‌ব।

ইন্দ্র। [যাইতে যাইতে স্বগত] চণ্ডালবেশে এলাম সাজা দিতে—তাকে সাজা দিতে পার্‌লাম না—নিজেই সাজা পেয়ে গেলাম।

[অপ্সরাগণ সহ প্রস্থান

উগ্রা। এইবার বৎস, রাজ্যেষ্টি-যজ্ঞ আরম্ভ করা যাক্?

হয়। উত্তম, আরম্ভ করুন।

উগ্রা। ঐ আসনে তুমি বস'। [অগ্নি জ্বালিয়া] এক মনে নারায়ণের চিন্তা কর। [ঘৃত লইয়া] যজ্ঞেশ্বরস্য নারায়ণস্য প্রীত্যর্থং ইদং হবিরগ্নয়ে স্বাহা—[আহুতি দানও পুনঃ ঘৃত লইয়া] ইন্দ্রস্য প্রীত্যর্থং ইদং হবিরগ্নয়ে স্বাহা। [প্রদান]

[উগ্রাচার্য্য বেশে বৃহস্পতির প্রবেশ]

বৃহ। বৎস হয়গ্রীব!

হয়। কে আপনি?

বৃহ। চিন্‌তে পার্‌ছ না বৎস! আমি তোমার গুরুদেব উগ্রাচার্য্য।

হয়। আপনি আমার গুরুদেব? তা' হ'লে ইনি?

বৃহ। ছদ্মবেশী দেবতা—কপট—বঞ্চক।

উগ্রা। সন্দিহান চক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে কেন বৎস?

হয়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমি, কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।

বৃহ। আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করছি বৎস! নর্ম্মদায় স্নান ক'রে আমি তোমায় ব'লেছিলাম—নৈমিষারণ্যে তুমি যাও, আমি উতঙ্ক ঋষির সঙ্গে দেখা ক'রে আসি?

হয়। হাঁ—এ কথা বলেছিলেন বটে।

উগ্রা। এ কথা আমিই তোমাকে বলেছিলাম।

বৃহ। এই ভণ্ডের সঙ্গে কখন তোমার সাক্ষাৎ হয় রাজা?

হয়। আস্‌বার পথে একটি নিঃসহায় চণ্ডাল-শিশু মা মা ব'লে কাঁদ্‌ছিল, আমি তাকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। খানিক পরে তার মা মণিহারা ফণিনীর মত ছুটে এল; আমি শিশুকে তার মায়ের কাছে দিয়ে চ'লে এলাম। শুনলাম ঐ শিশুকে তার মা সেইখানে বসিয়ে রেখে ভিক্ষে করতে গিয়েছিল; আমি কিছু অর্থ দিয়ে এসেছি।

বৃহ। এর সঙ্গে কখন্ দেখা হ'ল?

হয়। শিশুটিকে তার মায়ের কোলে দিয়ে খানিক দূর এসেছি—পথে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

বৃহ। নিশ্চয়ই এই ভণ্ড আমার বেশে পথে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।

হয়। নৈমিষারণ্যে আস্‌বার পূর্ব্বেই যে, এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তা'তে এ প্রমাণ হয় না যে ইনি ছদ্মবেশী, আর আপনি যে নৈমিষারণ্যে দেখা করেছেন ব'লে প্রকৃত উগ্রাচার্য্য ?

উগ্রা। এ বঞ্চকের কথায় বিশ্বাস ক'রো না বৎস ! তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছে—এ কোন ছদ্মবেশী দেবতা।

বৃহ। ছদ্মবেশী আমি না তুমি ? আমার বেশে এসে—তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্যকে নানা ছলে ভুলিয়ে যজ্ঞে ব্রতী করেছ। মনে আছে বৎস ! তুমি দেবতাদের আহার্য্য যোগাবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলে ?

হয়। হাঁ, করেছিলাম।

বৃহ। এই ভণ্ডই না তোমায় যজ্ঞে ব্রতী ক'রে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে ? তোমার শত্রু দেবতাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে ? বুঝে দেখ বৎস, দেবতার হিতৈষী এ কোন ছদ্মবেশী দেবতা কিনা ?

উগ্রা। না—না, এ কথা বিশ্বাস ক'রো না ; আমিই তোমার প্রকৃত গুরু। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রাজ্যেষ্টি-যজ্ঞে নারায়ণের পূজা করছি।

বৃহ। নারায়ণের পূজা করছ তুমি ? যে নারায়ণ দানব-বংস ধ্বংস করেছে, তারই পূজা করছ তুমি ? দেবতার একান্ত পক্ষপাতী নারায়ণের অর্চ্চনা করছ তুমি ?

উগ্রা। কিসে নারায়ণ দেবতার পক্ষপাতী আর দানবের বিপক্ষ ?

বৃহ। কিসে নয় ? সমুদ্রমন্থনের সময় রজ্জুরূপী সাপের মুখের কাছে রেখে দিলে দানবদের, আর পুচ্ছের কাছে রেখে দিলেন দেবতাদের। যদি বিষ উদ্গীরণ করে—মর্ তোরা দানবেরা ! আবার মোহিনীরূপে সুধা হরণ

ক'রে নিয়ে—দৈত্যদের বঞ্চনা ক'রে সব বণ্টন ক'রে দিলে দেবতাদের। মহাবলী বলির রাজত্ব কেড়ে নিয়ে সে রাজত্ব দিলে ইন্দ্রকে। আর—

হয়। আর বল্‌তে হবে না। নিশ্চয়ই দেবতার হিতাকাঙ্ক্ষী ছদ্মবেশী ভণ্ড এটা। আরে রে দুর্ম্মতি! এই মুহূর্ত্তে তোর শিরশ্ছেদ কর্‌ব।

উগ্রা। শিরশ্ছেদ কর্‌বে—কর। কিন্তু তুমি শঠের কুহকে প'ড়ে আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাতে উদ্যত হ'য়েছ! সময়ে সতর্ক হও।

হয়। সে বিবেচনা তোমার নয় আমার। শঠ হ'ক্—ধূর্ত্ত হ'ক্—ধাপ্পাবাজ হ'ক্—ইনি আমার বন্ধুর কাজ করেছেন, আর তুমি আমার শত্রুতা করেছ—আমায় শত্রুর পূজায় প্রণোদিত করেছ। পদাঘাতেএই যজ্ঞ ভঙ্গ কর্‌ছি—বিশাল পাষাণে আছ্‌ড়ে এই নারায়ণ মুর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করি। [তথাকরণ]

[দ্রুতপদে গীতকণ্ঠে নারায়ণের প্রবেশ]

নারা—　　　　　　**গান**

মাটির পুতুল ভাঙা গেল—
　　এল খাঁটি নারায়ণ।
প্রেমানন্দে বল হরি—
　　কর রূপটি দরশন॥

হয়। তুই শত্রু—পরম শত্রু—তোকে হত্যা কর্‌ব।

নারা। ধর্‌তে পার্‌লে ত? [ঘুরিতে লাগিলেন ও হয়গ্রীব অনুসরণ করিতে লাগিলেন, সহসা নারায়ণ ছবি দেখাইয়া বলিলেন] এই দেখ—তোমার মৃত্যু-বিভীষিকা চিত্র!

[প্রস্থান

হয়। উঃ! ও কি! [পড়িয়া গেলেন ও পুনঃ উঠিয়া] কোথায় যাবি তুই—কোথায় পালাবি? বিশ্ব-সংসার পাতি পাতি ক'রে খুঁজ্ব—ধ'রে এনে বধ কর্ব।

[বেগে প্রস্থান

বৃহ। [শ্মশ্রু উন্মোচনে নিজমূর্ত্তি ধরিয়া] কি ভাব্ছ উগ্রাচার্য্য?

উগ্রা। [বিস্ময় ও ঘৃণায়] দূর হও তুমি প্রতারক!

বৃহ। বড় লাঞ্ছনা পেয়েছ—বড় বেদনা পেয়েছ? দৈত্যসভা মাঝে দেবগুরু বৃহস্পতির অবমাননা করেছিলে মনে আছে?

উগ্রা। সুযোগ পাই ত আবার তেমনি লাঞ্ছনা কর্ব—আবার তেমনি অপমান কর্ব—আবার তেমনি নিগ্রহ কর্ব।

বৃহ। ছোবল্ মার্বার অবসর পাবে না উগ্রাচার্য্য! গলা মুচ্ড়ে ভেঙে দেবো—বিষদাঁত উপ্ড়ে ফেল্ব। উগ্রতেজা এ বৃহস্পতির কৌশলময়ী বুদ্ধি প্রত্যক্ষ কর।

[দ্রুত প্রস্থান

উগ্রা। এ দারুণ অবমাননার প্রতিশোধ নেবো। বজ্র মার্বে—বুক পেতে দেবো, অভিশাপ দেবে—মাথা পেতে নেবো, জ্বালাময় নরকে ছুঁড়ে ফেল্বে—আমি দাঁড়িয়ে থাক্ব। প্রতিশোধ নেবো—দেহ কেটে রেণু রেণু কর্লেও প্রত্যেক রেণু হ'তে পুরুভুজের মত নব নব বেশে উগ্রাচার্য্য-রূপে জ'ন্মে প্রতিশোধ নেবো। জীবনের ব্রত—প্রতিশোধ প্রতিশোধ।

[দ্রুত প্রস্থান

—পঞ্চম দৃশ্য—

গহন বন

[সুষীমের হস্ত পদ বন্ধনকরিয়া নরাদদ্বয়ের প্রবেশ]

সুষীম। [সুরে] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

১ম নরাদ। হারে ভেইয়া, আচ্ছা খানে মিল্‌ল রে! আচ্ছা খানে মিল্‌ল। আচ্ছা চিজ্ হ্যায়! তুহি আগুন জ্বালিয়ে দে—হামি ওস্কো কাটিয়ে কুচি কুচি করি। আগুনে সেঁকিয়া হুঁহুঁ খাইয়ে লেবে রে! আচ্ছা শিকার মিল্‌ল রে! তু আগুন লিয়ে আয়, কেন্নাই রে!

[দ্বিতীয় নরাদের প্রস্থান

সুষীম। তোমায় আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না হরি! আমায় বিনোদ-বেশে দেখা দাও—আমায় ব্রজের গোপাল বেশে দেখা দাও। আমি সেই মোহনমূর্ত্তি দেখ্‌ব আর গাইব—[সুরে] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

১ম নরাদ। তুহি কি বাৎ বল্‌ছিস্ রে লেড়্‌কা, হামি ত কুছ্ সমঝ্ করতে লারছি। হাম আগুনে সেঁকিয়ে তুহার মাংস খাইবে

[অগ্নি লইয়া দ্বিতীয় নরাদের প্রবেশ]

সুষীম। আমায় আগুনে পুড়িয়ে খাবে? হরি! আমার এ জীবনের লীলা-খেলা ত ফুরিয়ে যায়! সাধ ছিল—তোমায় দেখ্‌ব—তোমার পূজা করব—তোমার নাম গাইব! সব ফুরা'ল—সব শেষ হ'য়ে গেল—আমার মনের আশা শুকিয়ে গেল। দেখা দাও—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই অজানা দেশে চ'লে যাই। [সুরে] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

১ম নরাদ। ধর্ কেন্নাই ভেইয়া, আগুনে সেকা দে। [ধরিল]

সুষীম। [সুরে] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[গীতকণ্ঠে বিকটবেশে নারায়ণের প্রবেশ]

নারা— **গান**

খাঁ-খাঁ-খাঁ-খাঁ খাঁ-খাঁ-খাঁ-খাঁ-খাঁ-খাঁ-খাঁরে।
ঘাঁড় মট্‌কাব, রক্‌তো খাব, হাঁ-হাঁ-হাঁ-হঁ-হাঁরে॥

নরাদদ্বয়। দুষ্‌মন হ্যায়—দুষ্‌মন—হ্যায়—বাপ্‌ রে—

[পলায়ন ও নারায়ণের পশ্চাদনুসরণ

সুধীম। একবার যদি আমার হরিকে দেখ্‌তে পেতাম। শুনেছি তিনি বৃন্দাবনে রাখালদের নিয়ে কত খেলা খেলেছিলেন। যদি ব্রজের রাখাল হ'তে পার্‌তাম ত তাঁর সঙ্গে কত খেলা খেল্‌তুম।

সুধীম— **গান**

আমি ব্রজের রাখাল যদি হতাম।
সদা পরম হরষে, মজি প্রেম রসে
প্রেমের খেলা খেলিতাম॥

[রাখালবেশে নারায়ণের প্রবেশ]

নারা— যেতাম সখা সনে বৃন্দাবনে ল'য়ে যত ধেনু,
রাধা ব'লে কদমতলে বাজাতাম নেচে বেণু,

সুধীম— আমি কুসুম তুলিয়া, মালিকা গাঁথিয়া
তোমায় সাজাইতাম,
বনফল এনে ও চাঁদ বদনে
যতনে তুলিয়া দিতাম;
নবঘন রূপ হেরিতাম,
ময়ুর হ'য়ে নাচিতাম,
(তালে-তালে হরিবোলে নাচিতাম)
শুনিয়া বাঁশরী আপনা পাশরি'
প্রেমানন্দে ভাসিতাম॥

নারা—   ছেড়ে ব্রজধাম যাইতাম আমি মথুরাতে,
কত ব্যথা পেতে হৃদয়েতে, বিরহে দহিতে দিবারাতে ,

সুধীম—   আমি বসিয়া বিরলে,   ভেসে আঁখিজলে
তোমায় ভাবিতাম,
তমাল হেরিয়ে   হৃদয়ে বেড়িয়ে
সখা ব'লে ধরিতাম ;
কোকিলের তান শুনিতাম,
আকুল হ'য়ে ছুটিতাম,
(কই সখা—কই সখা ব'লে ছুটিতাম)
সদা বিচ্ছেদে দহিয়ে   কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
কৃষ্ণ ব'লে ডাকিতাম ॥

কে তুমি ভাই, তুমি আমার হরি ?

নারা। আমি কানাই। [বন্ধন খুলিয়া দিলেন]

সুধীম। তুমিও কি ভাই আমার মত কাঙাল ?

নারা। হাঁ ভাই, আমিও কাঙাল। তাই ত কাঙালের কাছে থাকি কাঙালকে ভালবাসি।

সুধীম। তোমার কথা বড়ই মধুর! তুমি আমার কাছে থাক্‌বে ? তোমাতে-আমাতে এক সঙ্গে হরিনাম গাইব।

নারা। তুমি অন্ধ নাকি ভাই ?

সুধীম। অন্ধ ছিলাম না—অন্ধ হয়েছি।

নারা। কেমন ক'রে অন্ধ হ'লে ?

সুধীম। আমার হাতে এই পট দেখ্‌ছ না ? এই পটে আমার হরির ছবি আঁকা। আমি বনপথে এই ছবি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে হরিনাম গাহিতে-গাহিতে যাচ্ছি—সহসা পেছন থেকে কে যেন ঘাড়ে লাফিয়ে পড়্‌ল ! আমি হরি ব'লে প'ড়ে গেলুম—তার পর কি হ'ল।

নারা। তার পর কি হ'ল আমি জানি, আমি সেখানে ছিলুম। একজন দৈত্যচর পেছন থেকে তোমায় ধরলে—তুমি মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেলে কাঁটা-বনের ওপোর। বড় বড় কাঁটা তোমার চোখে ফুটে বিঁধে গেল। তুমি তখন অজ্ঞান।

সুষীম। তার পর?

নারা। সেই অবস্থায় নিষ্ঠুর দানব তোমায় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি তাকে মেরে ফেলে তোমায় নিয়ে বৃদ্ধ গায়বের কাছে রেখে এলাম।

সুষীম। মন্ত্রী মশায়ের ওষুধে ঘা সেরে গেল—চোখ আর ভাল হ'ল না। আজ আমি একা ব'সে আছি—এমন সময়ে এই দুটো লোক আমায় ধ'রে নিয়ে এল। আমার হাত-পা-নাক-কান সব গিয়েও যদি চোখ দুটো থাকৃত, আমি আমার হরির রূপ দেখ্‌তে পেতাম।

নারা। বাইরের চোখ গেছে—অন্তরের চোখ খুলেছে। হরির রূপ দেখ্‌বে ত অন্তরে দেখ। [অন্তর্দ্ধান]

সুষীম। এ কি দেখ্‌ছি! আঃ মরি-মরি! কি সুন্দর!

(স্তব)

জয় কৃষ্ণ কেশব	বিষ্ণু ভার্গব	দুষ্টদানব-ঘাতন।
জয় বিশ্বপালন	বিশ্বপাবন	বিশ্ব-মঙ্গল-সাধন॥
জয় পাপ-শাসন	তাপ-নাশন	শিষ্ট-তারণ-কারণ।
জয় শর্ম্ম-কারণ	জন্ম-বারণ	ভূতভাবন-ভাবন॥
জয় দুঃখ-দারণ	মোক্ষ-কারণ	দীন-জীবন-রঞ্জন।
জয় ভক্তিদায়ক	শক্রশাসক	বিশ্ব-নায়ক-বামন॥

কৈ—কৈ? আর যে রুচির মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি না? কোথায় গেল—সহসা কোথায় লুকা'ল? ঐ যে নূপুর বাজে—ঐ যে বাঁশী বাজে!

সকলে—

গান

ওই বাজে মোহন বাঁশরী।
শুনিয়া সে গান বিমোহিত প্রাণ,
সতত আপনা পাশরি॥
ডাকে বাঁশী কুতূহলে,
আয় রে সবে হরি ব'লে,
(আমি শুনাব নাম)
(গেয়ে হরেকৃষ্ণ হরে রাম)
বৃন্দাবনে গাহিলাম গান—কত ভালবাসি,
ভাসিল আনন্দ-রসে যত ব্রজবাসী,
(আবার গাহিব সে গান)
(তোদের তরে মোহন সুরে)
মজিস্ নে মায়ায়—ছুটে আয় ত্বরায়,
দেখিবি কিশোর-কিশোরী॥

[গায়বের প্রবেশ]

গায়ব [উন্মত্তবৎ] কৈ—কৈ সুষীম? এই যে বাবা, আমার! [কোলে লইলেন] একটু চোখের আড়াল হয়েছি, আর অমনি ছুটে এসেছ? চোখ দু'টি হারিয়েছে—কেমন ক'রে চ'লে এলে? তোমার পেছনে শত্তুর—আর বেরিয়ো না, বাবা! ঘরে ব'সে ডাক'—হরির দেখা পাবে।

সুষীম। দেখা পেয়েছি—সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য।

গায়ব। ডাক' বাবা, মনে-প্রাণে ডাক'—তন্ময় হ'য়ে ডাক'—আত্ম-হারা হ'য়ে ডাক'। বালকের ডাকে সে স্থির থাক্‌তে পার্‌বে না, ছুটে এসে তোমায় কোলে তুলে নেবে। ঘরে চল বাবা!

সুষীম। আমি এখানে আছি, কেমন ক'রে আপনি জান্‌তে পার্‌লেন?

গায়ব। আমি তোমায় খুঁজ্‌ছিলাম, পথে একটি বালকের মুখে শুন্‌লাম—তুমি এখানে আছ। বড় সুন্দর সে বালক—সে এই ঔষধ দিয়ে বল্‌লে—চোখে বুলিয়ে দিয়ো—চোখ ভাল হবে।

সুধীম। কি ওষুধ?

গায়ব। কি অচেনা গাছের পাতা। [চক্ষে বুলাইলেন]

সুধীম। এই যে, আমি আবার হরিকে এইবার দেখ্‌তে পাচ্ছি।

গায়ব। ঘরে চল বাবা। [নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া] ও কিসের কোলাহল শোনা যাচ্ছে? খুব কাছে—খুব কাছে।

[দৈত্য সৈন্যগণের প্রবেশ]

দৈত্যগণ। ঐ যে সুধীম—ধর্‌—ধর্‌। [আক্রমণ]

গায়ব। [সুধীমকে পশ্চাতে রাখিয়া] আর এক পা এগোবে ত যমের বাড়ী যেতে হবে। অথর্ব্ব বৃদ্ধ আমি, তবু তোদের পিষে মার্‌বার মত শক্তি আমার বাহুতে আছে।

দৈত্যগণ। চালাও বাণ—চালাও কৃপাণ। [যুদ্ধ]

গায়ব। [আহত ও পতিত হইয়া] তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না সুধীম! ভগবান্‌! নিঃসহায় অনাথ বালককে রক্ষা কর।

দৈত্যগণ। বন্দী কর্‌ বালকটাকে। [তথাকরণ]

সুধীম। [সরোদনে] আপনাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে চল্‌লাম মন্ত্রী মশায়! বিদায় মন্ত্রী মশায়! জনমের মত বিদায়।

[সুধীমকে লইয়া দৈত্যগণের প্রস্থান

গায়ব। [অর্দ্ধোত্থিত ভাবে] ঐ নিয়ে যায়—ঐ নিয়ে যায়—অবন্তীর রাজবংশ বিলোপ পায়! দম্‌কা হাওয়ায় ক্ষীণ রশ্মিটুকুও নিবে যায়! উঃ! কি পরিতাপ! জেগে ওঠ্‌ মা তেজোময়ী মহাশক্তি! বাহুতে শত সহস্র মদস্রাবী হস্তীর বল দে—হৃদয়ে অদম্য সাহস দে—চক্ষে আগুনের

তেজ দে—কণ্ঠে বজ্রগম্ভীর হুঙ্কার দে—হাতে দৈত্যধ্বংসী অস্ত্র দে। বিপন্ন অনাথকে রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রলয়ঙ্করী শক্তির সৃষ্টি কর্ [উঠিতে চেষ্টা] না—পার্‌লাম না। ভগবান্ যদি সব নিলে—আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে কেন? একটা বজ্রাঘাতে আমার ইহলীলা শেষ ক'রে দাও। [পড়িয়া গেলেন]

[বেগে সুধন্বার প্রবেশ]

সুধন্বা। কাতরস্বরে এখানে কে চীৎকার কর্‌ছে? রক্তাক্ত কলেবরে মূর্চ্ছিত প্রায় কে এ বৃদ্ধ? বেচে আছেন ত?

গায়ব। বেচে আছি গো, এখনও বেচে আছি। ম্রিয়মাণ প্রাণ এখনও এ জীর্ণদেহের খোসাটার মাঝে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। পার যুবক, এ যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান ক'রে দিতে? আমি তোমায় আন্তরিক আশীর্ব্বাদ কর্‌ব।

সুধন্বা। আপনি কি অবন্তীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী?

গায়ব। সে পরিচয় আমি আর দোব না। প্রভুর রাজ্যকে যে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না—প্রভুপুত্রকে যে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌লে না—প্রিয়তম পুত্র আজবকে—

সুধন্বা। আপনিই তবে আজবের পিতা?

গায়ব। আজবকে তুমি চেনো?

সুধন্বা। আজব আমার ভগনিপতি—লহনা আমার ভগিনী—করূষের রাজপুত্র আমি সুধন্বা।

গায়ব। কে সুধন্বা? বাবা! বাবা! আমার আজব নাই।

সুধন্বা। আছে—পিতা, আজব বেচে আছে।

গায়ব। বেঁচে আছে পুত্র? সত্য বল্‌ছ?

সুধন্বা সত্য বল্‌ছি বেঁচে আছে। অবন্তীর উদ্ধারের জন্য নবোদ্যমে

পার্ব্বত্য-সৈন্য সংগ্রহ কর্‌ছে, আর আপনাদের অনুসন্ধানে আমায় পাঠিয়েছে।

গায়ব। আমার স্নেহের লহনা আর বিরাবের কোন সন্ধান পেয়েছ?

সুধন্বা। সন্ধান পাই নি, তাদের সন্ধান কর্‌ছি।

গায়ব। তাদের সন্ধান হবে পরে, আগে অবন্তী-রাজপুত্রের উদ্ধার কর; দৈত্যের হাতে সে অনাথ বন্দী।

সুধন্বা। রাজকুমার দৈত্যহস্তে বন্দী? উদ্ধার কর্‌ব— বিশ্ব-সংসার পাঁতি পাঁতি খুঁজে রাজকুমারকে বের কর্‌ব—প্রাণপাতে উদ্ধার কর্‌ব। চলুন আপনাকে কুটিরে রেখে আসি।

[গায়বকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান

—ষষ্ঠ দৃশ্য—

প্রমোদ-কানন

[ঊর্দ্ধদৃষ্টে লহনার প্রবেশ]

লহনা। নীল আকাশের গায়ে শুভ্র রশ্মি ছড়িয়ে আজ অত হাস্‌ছ কেন চাঁদ? তুমি যে আমার অতীত স্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে আমায় মর্ম্মান্তিক জ্বালায় পুড়িয়ে মার্‌ছ। এমন একদিন আমার ছিল, যেদিন নিভৃত শ্যামল নিকুঞ্জে শিলাতলে স্বামীর পাশে ব'সে তোমার ঐ শোভা তৃষিত নেত্রে দেখ্‌তাম, আর তোমার জ্যোৎস্নাপ্লাবনের মাঝে ডুবে যেতাম। আজ কেন তুমি সেই বেশে আমার চোখের সাম্‌নে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ? পরিহাস কর্‌ছ? বড় নিদারুণ তুমি! আমার অভিশাপে তুমি গভীর

আঁধারে তলিয়ে যাও। বাসন্তী-সুষমা-সজ্জিতা-কুসুম! তুমি রূপের গরিমায় হাস্‌ছ? মলয় মারুতে নাচ্‌ছ—আমায় বিদ্রূপ কর্‌ছ? এত গুমোর তোমার? ম্লান হ'য়ে তুমি অচিরে ঝ'রে পড়। আমার মর্ম্মবেদনা জেনে কোকিলা আজ কুহু-কুহু ছেড়ে উহু-উহু কর্‌ছে। অখিল-প্রিয় কোকিল! তুমি সুখী হও। বাসন্তী প্রভৃতি আজ আমার মর্ম্মে-মর্ম্মে তুষানল জ্বালিয়ে দিচ্ছে—যন্ত্রণায় আমি জ্বলে মর্‌ছি। নরক হ'তে তুমি বিরাট্ আঁধার! নেমে এসে—স্বভাবের উজ্জ্বল সজ্জা ঢেকে ফেল—আমার চক্ষের ব্যবধানে লুকিয়ে রাখ। [কান পাতিয়া] অমন করুণ স্বরে মা মা ব'লে কে কাঁদ্‌ছে? আমার বিরাব—আমার বিরাব! দৈত্যের কারাগারে বাছা আমার—[সচকিতে] কুৎসিত গান গেয়ে-গেয়ে ঐ বুঝি আবার নরকের পেত্নীগুলো নেমে আস্‌ছে। ঐ শোন্—ঐ শোন্! [মুখ ফিরাইলেন]

[গীতকণ্ঠে বিলাসিনীগণের প্রবেশ]

বিলাসিনীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান

ওই সখী ওই শোন্ কুহরে কোকিলাগণ
মুখরি' উপবন-কুঞ্জে।
হাসে ওই ফুলবধূ চুমি' ওই ভ্রমর-বঁধু
পুলকে সে প্রেম-মধু ভুঞ্জে॥
প্রেম-ছবি হাসে চাঁদ মথি' বিরহীর হিয়া,
মৃদুল মলয় বয়, গাহে পাপিয়া,
আদরে বিতরে গন্ধ ফুল্ল ফুলপুঞ্জে॥

লহনা। আবার তোমরা প্রেতের দূতী হ'য়ে প্রেতিনীর সাজে এসে ললিত ছলনায় ভুলিয়ে আমায় নরকে নামিয়ে নিতে এসেছে? নারী হ'য়ে

নারীর মর্য্যাদা বুঝ্‌লে না ? জন্মান্তরীণ কত মহাপাপে এ জন্মে ঘৃণিত গণিকাজীবন কাটাচ্ছ। [সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া] কাঁদ্‌ছ তোমরা ? বজ্রকঠোর বাক্যে প্রাণে দারুণ আঘাত পেয়েছ ? ঘাট হয়েছে বোন ! আমায় মাপ কর। [জানু পাতিলেন]

বিলাসিনীগণ। আমাদের মাপ কর্ বোন্ ! [জানু পাতিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল]

লহনা। আর থেকো না সেই পিশাচের সঙ্গে—আর—

বিলাসিনীগণ। চুপ্ কর—ঐ—[নেপথ্যে শঙ্খগ্রীবকে দেখাইলেন]

লহনা। আজ ত আর উপায় নাই। আত্মরক্ষার সম্বলমাত্র এক খানা ছুরি—তাও কাছে নাই। জানি না—কেমন ক'রে কে নিয়ে গেছে ? ঐ—[ভীতদৃষ্টি]

বিলাসিনীগণ। যতক্ষণ বেঁচে আছি আমরা—

[শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। আর বাঁচ্‌তে হবে না, অবিশ্বাসিনী তোরা— এই কৃপাণের মুখে—

বিলাসিনীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান

বাঃ বাহবা—বাঃ বাহবা—বাঃ বাহবা বেড়ে।
শিং বাঁকিয়ে তেড়ে আস্‌ছ ছুঁচোমুখো এঁড়ে॥
গায়ের জোর হ'ল জবর, তাই ধরা দেখ্‌ছ সরা,
হাউয়ের মত উঠ্‌ছ জোরে—জোরে পড়্‌বে ত্বরা,
ভেঙে যাবে যত জাঁক, হবে সকল গুমর ফাক্,
ঘানির কাছে ঘুর্‌বে যেন কুমোরের চাক্,
মোরা দিব হাততালি ঘানিতে ঘুরিতে হেরে॥

শঙ্খ। আরে রে পাপীয়সীগণ! এত অবিশ্বাসিনী তোমার? একে-একে সকলের শিরশ্ছেদ করব।

বিলাসিনীগণ। তাই কর—তাই কর—এই আমরা বুক পেতে দিচ্ছি। [জানু পাতিল]

শঙ্খ। বিশ্বাসঘাতিনীরা, জীবন্তে তোদের চামড়া খসিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। কে আছিস্?

[প্রহরীর প্রবেশ]

এদের বেঁধে নিয়ে কারাগারে রাখ্‌গে।

[বিলাসিনীদিগকে বাঁধিয়া লইয়া প্রহরীর প্রস্থানোদ্যত]

লহনা। বিদায় ভগিনি! মরতে হবে ব'লে কাঁদ্‌ছ?

বিলাসিনীগণ। [যাইতে যাইতে] না, দেবি! মরণে আমাদের সুখ। কাঁদ্‌ছি—তোমার কথা ভেবে।

লহনা। আমার বরাতে যা আছে, তাই হবে! তোমরা এখন শেষ চিন্তা কর—ভগবান্‌কে ডাক।

[প্রহরীসহ বিলাসিনীগণের প্রস্থান

শঙ্খ। লহনা!

লহনা। আবার তুমি এখানে কেন?

শঙ্খ। এখনও সেই দর্প—সেই তেজ আছে কি না দেখতে।

লহনা। সতীর দর্প—সতীর তেজ—সতত সমানই থাকে। আগুনে খাদ উড়ে যায়—খাঁটি সোনা প'ড়ে থাকে। শত-সহস্র নির্য্যাতনে সতীর তেজ সহস্রগুণে বেড়ে ওঠে। কামুক পিশাচ তুমি—সতীর গৌরব তুমি কি জান্‌বে? কি বুঝ্‌বে?

শঙ্খ। আমি তোমায় কি করতে পারি জান?

লহনা। জানি কঠোর ভাবে হত্যা করতে পার।

শঙ্খ। আর কিছু না?

লহনা। না।

শঙ্খ। তোমার চোখের সাম্‌নে তোমার পুত্রহত্যা করতে পারি।

লহনা। তা পার—স্বীকার করি।

শঙ্খ। চোখের সাম্‌নে পুত্রহত্যা দেখ্‌তে পার্‌বে?

লহনা। চোখের সাম্‌নে কি বল্‌ছ? যে স্নেহের বক্ষে রেখে তাকে স্তন্য পান করিয়েছি, যে স্নেহের বক্ষে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি, সেই বক্ষে রেখে যদি হত্যা কর নিষ্ঠুর! তবু টল্‌ব না—তবু গল্‌ব না—তবু ভুল্‌ব না—তবু তোমার মত নারকীর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব না। আবশ্যক হয় ত পদাঘাতে কুক্কুরের মত খেদিয়ে দেবো।

শঙ্খ। দেখি এ দর্পের সীমা কতদূর! কে আছিস্?

[একজন প্রহরীর প্রবেশ]

এই মুহূর্ত্তে সেই বন্দী বালককে নিয়ে আয়।

[প্রহরীর প্রস্থান

এখনও সময় আছে, লহনা বিবেচনা কর।

লহনা। কিসের বিবেচনা করব রে জল্লাদ? তোর নৃশংসতার যাবতীয় পৈশাচিক অভিনয় দেখা—আমি দেখ্‌ব।

শঙ্খ। দেখ্‌বি? দেখ্‌তে পার্‌বি? দেখ্ তবে—ঐ যে আস্‌ছে!

[বন্দী বিরাবকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ]

বিরাব। ওগো, তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? বাবা! মা! কোথায় তোমরা? দেখে যাও মা!

শঙ্খ। ঐ যে তোর রাক্ষসী মা দাঁড়িয়ে!

বিরাব। মা! মা! দেখ মা! এরা আমায় ধ'রে এনে একটা

আঁধার ঘরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। খেলতে দেয় নি—বেরুতে দেয় নি—পেট পুরে খেতে দেয় নি। আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে—খেতে দাও মা!

লহনা। কি খেতে দেবো বাবা! আমি বন্দিনী কাঙালিনী, আমার কিছুই নাই। হা-নারায়ণ! এও দেখ্‌তে হ'ল?

বিরাব। ক্ষিধেয় প্রাণ যায় মা, খেতে দাও।

লহনা। উঃ হু-হু! [কাঁদিয়া ফেলিলেন] শঙ্খগ্রীব!

শঙ্খ। খাবার দিতে বল্‌ছ লহনা?

লহনা। দাও—কিছু খেতে দাও—পুত্রের প্রাণ বাঁচাও।

শঙ্খ। তার বিনিময়ে?

লহনা। দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব—মঙ্গলময়ের কাছে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা কর্‌ব।

শঙ্খ। এ সব আমি চাই না।

লহনা। এ সব চাও না, কি চাও তুমি?

শঙ্খ। চাই—তোমার প্রেম—তোমার মধুর হাসি—তোমার ছন্দোময় ললিত আলাপ—তোমার পূর্ণ বিকশিত রূপ-যৌবন।

লহনা। তার পরিবর্ত্তে—কুক্কুর! তোর মুখে মার্‌ব এই বাঁ পায়ের লাথি—

শঙ্খ। তবে রে সয়তানি! এই তোর পুত্রহত্যা দেখ্‌। [বিরাবকে ফেলিল]

বিরাব। উঃ হু-হু! উঃ হু-হু—উঃ হু-হু! মলাম—মলাম—মা! মা!

লহনা। [দৌড়িয়া গিয়া] পায়ে পড়্‌ছি—মিনতি কর্‌ছি—আগে আমাকে কাট'।

শঙ্খ। তোর চোখের সাম্‌নে তোর পুত্রহত্যা কর্‌ব।

লহনা। দেখ্‌তে পার্‌ব না—দেখ্‌তে পার্‌ব না—চোখ উপ্‌ড়ে ফেলে দি'—অন্ধ হ'য়ে যাই। [তথাকরণোদ্যত]

শঙ্খ। তা' হ'লে আমার সুখ হবে কিসে? [লহনার হস্তদ্বয় বন্ধন করিলেন]

লহনা। ওঃ! নিষ্ঠুর! [মুখ ফিরাইলেন]

শঙ্খ। এইবার বালক, তোর শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, মায়ের কাছে জন্মের মত বিদায় নে।

বিরাব। কেন, তুমি আমায় কাট্‌বে?

শঙ্খ। তোর মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা কর্।

বিরাব। মা! মা!

লহনা। কোন কথা ক'য়ো না বাবা! হরি ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাও।

বিরাব। যাব মা?

লহনা। যাও।

বিরাব— **গান**

তবে জন্মের মত যাই মা আমি চ'লে।
কেঁদো না মা, কেঁদো না আর পুত্র-পুত্র ব'লে॥
জীবনের লীলা-খেলা ফুরাইল,
মনের সাধ সব মনে মনে রইল,
অনাথবেশে আসিলাম তব স্নেহ-কোলে,
দিনকয়েক খেলিলাম মা, ডাকিলাম মা ব'লে;
তোমায় ছেড়ে যাই মা এবে ভেসে আঁখি-জলে॥

মা। এ কি করছ, 'প্রিয়তম ?

[বেদ-উদ্ধার —১৩৫ পৃষ্ঠা

লহনা। শঙ্খগ্রীব! শেষ অনুরোধ—জন্মের মত বাছাকে একবার এই অভাগিনী জননীর কোলে দাও।

শঙ্খ। হবে না। এই মর্ তবে বালক! [বলিয়া বিরাবকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কৃপাণ তুলিলেন]

লহনা। একি—হত্যা—হত্যা—শিশুহত্যা—[সজোরে হস্তের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাধা দিয়া] রক্ষ কর নিষ্ঠুর—রক্ষা কর—

[শিশুবক্ষে সহসা বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী। এ কি করছ প্রিয়তম? [ছুটিয়া গিয়া কৃপাণ ধারণ]

শঙ্খ। [ভীত নেত্রে] কে তুমি?

বাসন্তী। চিন্‌তে পারছ না? আমি বাসন্তী।

শঙ্খ। এ নিশীথে তুমি এখানে কেন প্রিয়তমে?

বাসন্তী। তা বল্‌ছি প্রিয়তম! আগে বল—এ কি করছ তুমি?

শঙ্খ। কালিকার প্রসাদ লাভের নিমিত্ত নরবলি দিচ্ছি।

বাসন্তী। মায়ের বুকে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পরের ছেলে বলি দেবে কেন প্রিয়তম? নিজের যা' আছে, তাই দিয়ে মায়ের পূজা কর। রুধির দিয়ে যদি মাকে তৃপ্ত করতে চাও ত, বক্ষের রুধির বে'রে ক'রে দাও—না পার, তোমার শিশু সন্তানকে বলি দাও। চেয়ে আছ যে? ধর—নাও—বলি দাও।

শঙ্খ। ক্ষেপে গেলে নাকি তুমি? নিজের ছেলেকে বলি দেবো?

বাসন্তী। নিজের ছেলের জন্য যদি এত মায়া-মমতা নাথ। তা' হ'লে ঐ বালকের প্রতি ওর মা-বাপের কত মমতা—তা বুঝতে পারছ না?

শঙ্খ। মায়ের বুক থেকে কেড়ে এনে লোকে মায়ের সাম্‌নে ছাগশিশু বলি দেয়।

বাসন্তী। বাবার মুখে শুনেছি—জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব হ'তে কীট পতঙ্গ সব মায়ের সৃষ্টি। মায়ের সন্তানকে মায়ের কাছে বলি দিলে মা কি প্রসন্না হ'ন্? তাই বল্‌ছি—প্রিয়তম, যদি জান—মা রক্তে তুষ্ট হয়, তবে তোমার এই শিশুর রক্ত দাও।

শঙ্খ। কি বল্‌ছ তুমি বাসন্তি! নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দেবো?

[সুমদ সহ অঞ্জনার প্রবেশ]

অঞ্জনা। নিজের হৃৎপিণ্ড দেবে কেন ঠাকুরপো! এই তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুমদ আছে—একে বলি দাও।

শঙ্খ। সে কি! স্নেহের সুমদকে বলি দেবো? এই শিশুপুত্রে আর সুমদে ত তফাৎ দেখ্‌ছি না বৌদি! আশৈশব যাকে সস্নেহে কোলে নিয়েছি—খাইয়ে দিয়েছি—তাকে বলি দেবো? তোমার ছেলেকে বলি দেবো?

সুমদ। মায়ের ছেলেকে তুমি বধ করবে না কাকা? এ বালকও মায়ের ছেলে—আমার ভাই। একে কোলে নাও।

অঞ্জনা। [কোলে লইয়া] এ বালকও আমার সন্তান ঠাকুরপো! পুত্র ব'লে আমি একে কোলে নিলাম, বলি দেবে একে?

শঙ্খ। শত্রু-পুত্র হ'লেও যখন তুমি পুত্র ব'লে কোলে নিয়েছ, তখন আমার সাধ্য কি—আমি বধ করি? কিন্তু—

অঞ্জনা। তোমার ঐ 'কিন্তুকে' আমি বড় ভয় করি দেবর! অকপট মনে বল, একে আমায় দান দিলে?

শঙ্খ। তবে দাদা—

অঞ্জনা। সে ভয় ক'রো না—সে ভার আমার।

শঙ্খ। উত্তম, বালককে তবে এখন কারাগারে রাখা হ'ক্।

অঞ্জনা। কারাগারে কেন? আমার কাছে থাক্।

শঙ্খ। রাজার আদেশ আমি অমান্য করতে পারব না বৌদি! তোমার অনুরোধে আমি বধ করলাম না। দাদা না আসা পর্য্যন্ত কারাবন্দী রাখতে আমি বাধ্য। কৈ—কে আছিস্?

[জল্লাদের প্রবেশ]

কে জল্লাদ? প্রহরী কোথায়?

জল্লাদ। পথে কিসের গোলমাল শুনে প্রহরীরা সেখানে গেছে।

শঙ্খ। এই বালককে তুই কারারক্ষীর কাছে দিয়ে আয়। [ইঙ্গিত]

জল্লাদ। যো হুকুম।

[বিরাবকে লইয়া প্রস্থান

শঙ্খ। তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না বৌদি! মার্জ্জনা কর। তবে বিচারের দিন এর মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বাসন্তী। এখন এই বন্দিনীর মুক্তি দাও প্রিয়তম!

শঙ্খ। মুক্তি দেবার অধিকার আমার নাই, তবে আমি বন্ধন মোচন ক'রে দিতে পারি। খুলে দাও বন্ধন।

সুমদ। এস মা! আমি তোমার বন্ধন খুলে দি'। [বন্ধন মোচন]

লহনা। এ নরক এখন স্বর্গ হ'ল—দেব-দেবীর সমাগম হয়েছে!

বাসন্তী। এতদিন পরে আমার স্বামীকে আমি ফিরে পেয়েছি দিদি আমার হৃদয়-দেবতাকে আজ দেবতাই দেখ্ছি দিদি!

অঞ্জনা। আর এতদিন?

বাসন্তী। এতদিন দেখেছি—আজ ছয়মাস হ'তে—এতদিন দেখেছি। কি দেখেছি, ঠিক ধারণা করতে পারছি না।

শঙ্খ। বোধ হয় দেখছ—পিশাচমূর্ত্তি!

বাসন্তী। তার চেয়েও অধম। আজ দেখ্ছি—সৌম্যমূর্ত্তি দেবতা।

[মুণ্ডহস্তে জল্লাদের পুনঃ প্রবেশ]

জল্লাদ। বক্‌শিস্ চাই হুজুর! এই দেখুন—[মুণ্ড দেখাইল]

লহনা। রাক্ষস! রাক্ষস! হা বিরাব! [মূর্চ্ছা]

সুমদ। [সরোষে] এ কি কাকা! সত্য ক'রে বল—ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল—পবিত্র অসি স্পর্শ ক'রে বল—এ কি ব্যাপার!

শঙ্খ। আমি জানি না।

সুমদ। তুমি জান না? তোমার বিনা হুকুমে এই নিষ্ঠুর-হত্যা সম্ভবপর? যদি তাই হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে এই মুহূর্ত্তে রাজদ্রোহীকে—[জল্লাদকে কর্ত্তনোদ্যত ও শঙ্খগ্রীব কর্ত্তৃক ধৃত]

জল্লাদ। [কাঁপিতে কাঁপিতে] আমায় চোখের ইসারা—হ্যাঁ—আজ্ঞেচোখের ইসারা—

শঙ্খ। ভয় নেই জল্লাদ! চ'লে যাও।

[জল্লাদের দ্রুত প্রস্থান

সুমদ। বুঝেছি—কাকা, সব বুঝেছি।

শঙ্খ। কি তুমি বুঝেছ মূর্খ?

সুমদ। বুঝেছি—এ তোমার চাতুরী—তোমার ধাপ্পাবাজী—এ তোমার নীরব নিষ্ঠুর ইঙ্গিতের ফল।

শঙ্খ। তাই যদি হয়, তুমি আমায় শাসন করবে নাকি সুমদ?

সুমদ। শাসন করবার অধিকার আমার নাই। শাসন করবেন তিনি—যিনি অন্তরালে থেকে সব দেখ্‌ছেন—সব শুন্‌ছেন—সব বিচার করছেন।

শঙ্খ। অমর আমি, আমার আবার শাসনকর্ত্তা কে রে মূর্খ?

[পাগলিনীবেশে দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। অহঙ্কারে ভাব্‌ছিস্ মনে কেউ নাই তোর শাসক।
সময় এলে দেখ্‌বি তারে, ফুট্‌বে দু'টি চোখ॥
পুণ্যের ঘরে পড়্‌ছে শূন্য—শূন্যে খাবি পাক্।
নরক মাঝে ঘুর্‌বি যেন কুমারের চাক্॥

শঙ্খ। তবে রে মুখরা! [কর্ত্তনোদ্যত]

দুর্গা। ও বাবা! ও বাবা! আস্‌ছে ওই তেড়ে।
অসির কোপে ফেল্‌বে আমায় মেরে॥
হাঃ—হাঃ—হাঃ। উঠ্‌ছে কেমন বেড়ে।

[বেগে প্রস্থান

শঙ্খ। কোথায় যাবি? কোথায় লুকাবি? টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাট্‌ব।

[বেগে প্রস্থান

সুমদ। একি ভয়ানক আসুরিকতা! হৃদয়ে সাহস দাও মা, অপরিমেয় শক্তি জাগিয়ে দাও—নারীকে যেন রক্ষা করতে পারি।

[প্রস্থান

বাসন্তী। [সরোদনে] দিদি! দিদি! [অঞ্জনার স্কন্ধে পড়িলেন]

অঞ্জনা। ঐ দেখ ভগিনি! মাটী ফুঁড়ে কেমন একটা নরকের ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে দিগ্‌দিগন্ত ছেয়ে ফেল্‌ছে! কেমন একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে! আর তিষ্ঠুতে পার্‌ছি না। এ কি—কাঁদ্‌ছ?

বাসন্তী। বরাতে কান্না এনেছি—কাঁদ্‌ব না দিদি? অমৃত-সাগরে গরল উঠ্‌ল—পারিজাতে কীট জন্মা'ল—ইক্ষুরস নিম-তিক্ত হ'ল! কাঁদ্‌ব না দিদি? কেন এমন হ'লেন তিনি? এমন ছিলেন না।

অঞ্জনা। মরণের পূর্ব্ব-সূচনা! স্রোত বড় বেগে চলেছে—ঘূর্ণাবর্ত্তের দিকে টেনে নিচ্ছে—আর ফেরাবার সাধ্য নাই।

লহনা। [সহসা উঠিয়া] খুন করলে—খুন করলে—ঐ যে বাছাকে কেটে ফেললে! রক্ত—কত রক্ত! না—না, বাছার আমার বে' হবে —বাসর সাজান হয়েছে—রং দিয়ে সব রাঙা করা হয়েছে। ওকি! ওটা কি প'ড়ে? [মুণ্ড লইয়া] আহা! আহা! বাছা আমার! [মূর্চ্ছা]

অঞ্জনা। অন্ধ হও চক্ষু! এ দৃশ্য আর দেখতে পারছি না। [লহনার প্রতি] ভগিনি!

লহনা। [মুণ্ডের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া উঠিতে উঠিতে] পুত্র! পুত্র! কাতর-চোখে অভাগিনী মায়ের দিকে তাকিয়ে আছ? আর কাতরতা দেখিয়ো না। তোমার মা আজ প্রতিহিংসাময়ী রাক্ষসী সেজেছে। তার বক্ষে সহস্র সূর্য্যের তেজ—হৃদয়ে অদম্য সাহস—বাহুতে শক্তি—হাতে অসি! সয়তানের শঠতা নিয়ে—ঘাতকের নিষ্ঠুরতা নিয়ে ভীম দাবানলের মত ছুটেছে। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! প্রতিহিংসা!!!

[বেগে প্রস্থান

বাসন্তী। সতীর কোপে সর্ব্বনাশ হয় দিদি! আর চেয়ে আছ কি? চল দেখি—দেবীর ক্রোধ নির্ব্বাণ করতে পারি কি না?

[সকলের দ্রুত প্রস্থান

—সপ্তম দৃশ্য—

রাজ-প্রাসাদের বহির্দ্দেশ

[উন্মত্তভাবে হয়গ্রীবের প্রবেশ]

হয়। ঐ যায়—ঐ যায়! বিদ্যুদস্ফুরণের মত ঐ এক একবার দেখা যায়! কোথায় পলাবি—কোথায় লুকাবি? ধরব—তোকে ধর্‌ব—পাষাণে আছ্‌ড়ে মার্‌ব—টুঁটি কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে খাব—বুক চিরে রক্তপান কর্‌ব। যাবি কোথায়? [প্রস্থানোদ্যত] হাঃ—হাঃ—হাঃ! [হাস্য] মাটিতে লুকিয়ে পড়েছে। এইবার—এই সময়—[ধারণোপক্রম] সহসা কোন্ দিকে গেল? [চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ]

[সুমদের প্রবেশ]

সুমদ। বাবা! বাবা!

হয়। দেখ্‌তে পেলে সুমদ?

সুমদ। কি বাবা?

হয়। যার সন্ধানে আমি এতদিন বনে জঙ্গলে—পাহাড়ে-পর্ব্বতে—ঘাটে—মাঠে সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সুমদ। কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন পিতা?

হয়। নারায়ণকে—দৈত্য-শত্রু নারায়ণকে।

সুমদ। তাঁকে কি দেখা যায় পিতা?

হয়। দেখা যায় না—কি বল্‌ছ পুত্র? দেখেছি—দিব্যচক্ষে দেখেছি—নিশ্চয় দেখেছি। এই যে, তারই অনুসরণ ক'রে এখানে এসেছি।

সুমদ। এ কি আপনার উন্মাদনা পিতা? এ কি অলীক কল্পনা! বহুদিন পরে আজ যখন ফিরে এলেন, সকলেই আমরা আনন্দিত হয়েছি। হঠাৎ আবার এ কি দেখ্‌ছি! শয়ন-কক্ষ হ'তে আপনি কেন বাবা, উন্মাদের মত ছুটে এলেন?

হয়। আমার চোখের সাম্‌নে দুরাচার নৃশংসতার কার্য্য কর্‌লে—আমার জ্ঞাতি বন্ধু সব নিঃশেষে হত্যা কর্‌লে, তাকে আমি বধ কর্‌ব।

সুমদ। কি বল্‌ছেন পিতা?

হয়। কথা ক'য়ো না বৎস! কারও কথা শুন্‌ব না—কারও অনুরোধ-উপরোধ রাখ্‌ব না—কৃষ্ণকে আমি চাই।

[বটুকের প্রবেশ]

বটুক। কৃষ্ণকে চান্ দৈত্যরাজ? বাবা কৃষ্ণ পেয়েছে।

হয়। কি রকম?

বটুক। শুনেছেন বোধ হয় দৈত্যরাজ! যে ছুঁচোমুখী—পেঁচানাকী, আমার মা শেতল-ঠাক্‌রুণ যেদিন যমের বাড়ী গিয়ে আস্তানা নিলেন, সেইদিন হ'তে বাহাত্তুরে বুড়ো মিন্সে ক্ষেপে গেছে। সেইদিন হ'তে আপনার কাছেও আর আসে না।

হয়। তা' ত জানি না।

বটুক। জান্‌বেন কি ক'রে? এতদিন ত আপনি স্বশরীরে হাজির ছিলেন না? শুনুন দৈত্যরাজ! সেদিন গঙ্গাতীরে মা বেটীর ছেরাদ্দ কর্‌তে আমায় নিয়ে গিয়ে বুড়োটা বল্‌লে—"চুল-দাড়ি-গোঁপ কামিয়ে ফেল।" শুনেই ত আমার মনটা রেগে টং হ'য়ে গেল।

হয়। রেগে টং?

বটুক। হবে না? কি বল্‌ছেন? এমন সখের কোঁক্‌ড়ান চুল—ঢেউ খেলান গোঁপ—এমন কুকুর-লেজের মত বাঁকান দাড়ি, এ যদি

কামিয়ে ফেল্‌তে হয় ত আমার আর থাক্‌ল কি ? মা বেটী মরেছে—তাতে চুল—দাড়ি—গোঁপে কি ঘাট্ করেছে যে, তাদের মুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে ? নেহাৎ বেরসিক আমার এই বাবা বেটা, নেহাৎ বেকুব ! রেগে-মেগে আমি চ'লে এলুম—শুন্‌লুম বাবা বেটা কেষ্ট পেয়েছে।

হয়। তোমার এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—নিশ্চয়ই সে কৃষ্ণ পেয়েছে। নিশ্চয়ই সে আমার শত্রুর আশ্রয়দাতা। শঙ্খগ্রীব !

[রক্ষীগণ পরিবৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ মুনুবেশী দুর্ম্মদ সহ
শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। দাদা ! দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়গণ মিলে জানি না—কি কৌশলে কারাগার হ'তে মনুকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি সকলকে নিহত ক'রে মনুকে আবার বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছি।

হয়। এখনই তার বিচার করব। তুমি ভাই ! অবন্তীর রাজা হ'য়ে অবন্তী শাসন কর। পথে বয়স্তের সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লো তাকে, সে যেন কৃষ্ণ সঙ্গে অচিরে এখানে আসে।

শঙ্খ। কৃষ্ণ সঙ্গে আস্‌বে কি রকম ?

হয় ! সে যে কৃষ্ণ পেয়েছে। তার পুত্র এই বটুক বল্‌লে।

শঙ্খ। উত্তম, আমি যাব। কোথায় আছে বয়স্ত ?

বটুক। বেশ, চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। [যাইতে যাইতে স্বগত] কেমন লেজে খেল্‌লুম ? বাবা বেটাকে এইবার খুব জব্দ করব—সাত ঘাটের জল খাইয়ে তবে ছাড়্‌ব।

[শঙ্খগ্রীব সহ প্রস্থান

হয়। রাজর্ষি !

দুর্ম্মদ। দৈত্যরাজ

হয়। তোমার বিচার হবে।

দুর্ম্মদ। কিসের বিচার হবে ?

হয়। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দু'টি। প্রথমটা হচ্ছে—তুমি কারাগার হ'তে পলায়ন করেছ, আমার আদেশ অমান্য ক'রে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—তুমি মনুসংহিতায় বহুবিধ অবৈধ নিয়ম প্রণয়ন বা সঙ্কলন ক'রে বিশ্বের প্রভূত অনিষ্টসাধন করেছ। এর সদুত্তর দাও—নতুবা—

দুর্ম্মদ। নতুবা শাস্তি দেবে—এই ত ? শাস্তি দেবে—দাও, ভয় করি না। তোমার প্রথম অভিযোগের প্রতিবাদ শোন। আমি যখন নিশীথে প্রসুপ্ত দানববেশে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়েরা কি ফিকিরে কারাগারে প্রবেশ ক'রে আমায় নিয়ে গেল জানি না। পলায়নের অভিসন্ধি আমার ছিল না। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে কোন উত্তর আমি দিতে বাধ্য নই।

হয়। উত্তর তা' হ'লে তুমি দেবে না ?

দুর্ম্মদ। নিশ্চয় না।

হয়। তা' হ'লে কঠোর সাজা পেতে হবে।

দুর্ম্মদ। এমন কঠোর সাজা তুমি কি দিতে পার ?

হয়। এখনই তা বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পার্‌বে। কে আছিস্ ?

[প্রহরীর প্রবেশ]

উত্তপ্ত তাম্র-পাত্র নিয়ে আয়। এমন উত্তপ্ত হওয়া চাই—যেন আগুনের তাপে সিঁদূরের মত লাল হ'য়ে যায়।

[প্রহরীর প্রস্থান

সুমদ। বাবা! বাবা! আপনার স্নেহের পুত্র হ'য়ে আপনার কাছে এ পর্য্যন্ত আমি বিশেষ কোন কিছুরই আব্‌দার করি নাই। জানু পেতে আজ এই রাজর্ষির প্রাণ ভিক্ষা করছি। [জানু পাতিলেন]

হয়। এ তোমার নিতান্ত দুরাশা পুত্র! এ প্রার্থনা পূর্ণ করতে পার্‌ব না।

[দ্রুতপদে অঞ্জনার প্রবেশ]

অঞ্জনা। পূর্ণ করতেই হবে প্রিয়তম! আমিও জানু পেতে প্রার্থনা করছি—আপনার পালক-পিতা—জগতের মহোত্তম আদর্শ পুরুষ। রাজর্ষির প্রাণদান কর্—ধর্ম্মরক্ষা কর। [জানু পাতিলেন]

হয়। কারো কথা শুন্‌ব না। স'রে যাও তোমরা।

[তপ্ত তাম্রফলক লইয়া প্রহরীর প্রবেশ]

দাও তাম্র-ফলক [লইয়া] এখনও মত পরিবর্ত্তন করবে কি না রাজর্ষি?

দুর্ম্মদ। কিছুতেই নয়।

হয়। তবে—

সুমদ। আমার চোখ অন্ধ ক'রে দিন্ পিতা!

হয়। স্তব্ধ হ' হতভাগ্য [দুর্ম্মদের প্রতি] স্থির নেত্রে আমার দিকে তাকাও রাজর্ষি!

অঞ্জনা। রক্ষা কর নাথ! [পদে পতন]

[দুর্ম্মদ হয়গ্রীবের দিকে তাকাইবামাত্র উত্তপ্ত তাম্র-ফলক লইয়া তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দিলেন]

দুর্ম্মদ। উ—হুঃ—হুঃ! চোখ গেল

হয়। চোখ গেছে—প্রাণ আছে।

দুর্ম্মদ। প্রাণ নাও—এ তুচ্ছ প্রাণ নাও। এ নিদারুণ যন্ত্রণা অপেক্ষা তা ভাল'

হয়। প্রাণ নেবো—প্রাণ নেবো—নিশ্চয় নেবো—

[বেগে মনুর প্রবেশ]

মনু। কার প্রাণ নেবে বৎস? নীরব বিস্ময়ে নিস্পন্দ নয়নে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছ যে? চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমিই তোমার পালক-পিতা মনু।

হয়। ও—কে?

মনু। মনুবেশে তোমার পুত্র দুর্ম্মদ। আশ্চর্য্য হচ্ছ? ও যে ঋচিকের বরে, যে কোন রূপ ধারণ কর্‌তে পারে।

হয়। না—না—না—আমি বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস কর্‌ব না। ছদ্ম-বেশী কোন দেবতা তুমি, বিশ্বের অহিতকারী মনুকে বাঁচাতে এসেছ।

মনু। আমিই মনু—প্রত্যক্ষ কর। স্ব-রূপ ধর দুর্ম্মদ!

দুর্ম্মদ। আমি মনু—আপনি মায়াবী। স্ব-রূপ ধরুন দেবতা!

মনু। জরাজীর্ণ বৃদ্ধের জন্য মহোত্তম—উচ্চতম—উদারতম তোমায় আত্মত্যাগ কর্‌তে দেবো না। মুহূর্ত্তে তুমি নিজের মূর্ত্তি ধর।

দুর্ম্মদ। আপনি অগ্রে আত্মপ্রকাশ করুন।

মনু। বার বার আমার বাক্য উপেক্ষা? তীব্র অভিশাপ দেবো। মহর্ষি ঋচিকের বর নিষ্ফল হ'ক। আজ হ'তে তুমি আর অভিরুচি অনুসারে অনুরূপ ধর্‌তে পার্‌বে না।

দুর্ম্মদ। [স্ব-রূপ ধরিয়া] ওঃ! এ কি কর্‌লেন রাজর্ষি! কি দুর্ভাগ্য আমার!

হয়। উঃ! [চক্ষুরাবরণ]

অঞ্জনা। এ কি কর্‌লে প্রিয়তম? নিজের হাতে প্রিয়তম পুত্রকে অন্ধ ক'রে দিলে? [রোদন]

হয়। কাঁদ্‌ব না—রাণী! কাঁদ্‌ব না। মায়া-মমতা বর্জ্জন করেছি—হৃদয় বজ্রসার করেছি। যে পাষাণ্ড পুত্র পিতার সঙ্গে এমন নির্ম্মম কপটতা

করতে পারে, তাকে হত্যা করব—তুষানলে পুড়িয়ে মারব। তুষানল জ্বাল'—সিন্ধুতীরে বিশাল তুষানল জ্বাল'—উভয়কে পুড়িয়ে মারব।

সুমদ। একি দারুণ সঙ্কল্প পিতা? আমি এ অভিসন্ধি—

হয়। নির্ব্বাক্ হও সুমদ! রাজর্ষি!

মনু। বৎস!

হয়। তুমি কতকগুলি অবৈধ নিয়ম প্রণয়ন ক'রে বিশ্বের বিরাট্ অকল্যাণ করেছ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্যতীত অপর বর্ণের ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চনা করেছ। ব্রাহ্মণের সাত খুন মাপ—নীচজাতির তুচ্ছ অপরাধেও কঠোর শাস্তি, এ বৈষম্য সৃষ্টি কেন করেছ তুমি—বিশিষ্ট সদুত্তর দাও।

মনু। এর সদুত্তর দেবেন স্বয়ং নারায়ণ। তবে আমি এই মাত্র বল্‌তে পারি, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে যা' আবশ্যক বিবেচিত হয়েছে, সেই বিধি প্রণীত, সঙ্কলিত, প্রচলিত হয়েছে। উচ্চজাতির উপর তোমার বিজাতীয় বিদ্বেষ—তা' আমি জানি। তবে এইটি নিশ্চয় জেনে রেখো হয়গ্রীব, শত-সহস্র সঙ্ঘাতে আজও যে সনাতন বেদধর্ম্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, শুদ্ধ উচ্চ ব্রাহ্মণের অদ্ভুত পরার্থপরতায়—অদ্ভুত ত্যাগে—অদ্ভুত কার্য্য-নৈপুণ্যে।

হয়। আর্য্য-সমাজের বৈদিকধর্ম্ম আজও যে রসাতলে যায় নি—আমার বিশ্বাস—তার কারণ হচ্ছে—ভগবানের অভিশাপ। আর্য্য অপর ধর্ম্ম নিয়ে তাদের সমাজে স্থান পেতে পারে, অপর ধর্ম্মাবলম্বী কি আর্য্যধর্ম্ম নিয়ে আর্য্য-সমাজে স্থান পেতে পারে? যে আর্য্যত্বে এত কদর্য্য অনুদারতায় নেমে পড়েছে, যে আর্য্য-সমাজ নিম্নস্তরের আর্য্যদের ওপর ঘৃণিত কুক্কুরের মত আচরণ করছে, সে আর্য্য-সমাজের সৌধ—সে আর্য্যত্বের ভিত্তি—একটা বিরাট্ ভূমিকম্পে বিচূর্ণ হ'য়ে যাক্।

মনু। সামান্য গোষ্পদকে তুমি বিশাল জলধি মনে করছ মূর্খ হয়গ্রীব? সামান্য পল্বলের জল মেপে তুমি সমুদ্রের গভীরতা বুঝ্‌তে চাও? সামান্য প'ড়ে তুমি আর্য্যত্বের গভীর রহস্য উদ্ভেদ করতে চাও? তোমার মত অর্ব্বাচিনের এ দাম্ভিকতা আশ্চর্য্য নয়।

হয়। একটা ভাত টিপ্‌লে কি হাঁড়ির সমস্ত ভাতের মর্ম্ম বোঝা যায় না? অতীতের চিত্র দেখেছি—বর্ত্তমানের চিত্র দেখ্‌ছি—ভবিষ্যতের চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত হচ্ছে। অত্যাচার—অনাচার—অবিচারে দেশ প্লাবিত। কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারের ভীষণ কদর্য্যতার নরকে অকাট্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে সমাজের অন্তর্ভূত শূদ্রদিগকে এমন ক'রে বেঁধে রেখেছে যারা, তুমি রাজর্ষি তাদের অন্যতম। তোমায় বধ করব—তুষানল জ্বাল'—তুষানল জ্বাল'।

অঞ্জনা। [পদে পতিত হইয়া] পায়ে পড়ি নাথ! এমন নৃশংসতার কাজ ক'রো না। রাজর্ষির প্রাণ দান কর।

হয়। স'রে যাও রাণী! উভয়কেই তুষানলে পুড়িয়ে মারব।

অঞ্জনা। [নতজানু হইয়া] আশৈশব যিনি সস্নেহে তোমায় লালন-পালন করছেন, সেই পরমারাধ্য পালক-পিতাকে হত্যা করবে? আশৈশব যাকে স্নেহের কোলে স্থান দিয়েছ, সেই প্রিয়তম পুত্রকে হত্যা করবে? তার পূর্ব্বে আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দাও।

হয়। আমি বিবেচনা ক'রে দেখেছি রাণী! অন্ধ হওয়াই তোমার পুত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার মর্ম্মান্তিক কাতরতায় তোমার পুত্রের প্রাণ দান করলেম; পুত্র নিয়ে এখনই এখান হ'তে চ'লে যাও।

অঞ্জনা। পুত্রের প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম! আমি রাজর্ষির প্রাণের মূল্য অধিক মনে করি।

হয়। হুঁ—আচ্ছা! রাজর্ষির প্রাণদান আমি দিতে পারি রাণী! যদি স্বহস্তে স্বচ্ছন্দে মনে তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিরশ্ছেদ করতে পার।

অঞ্জনা। নাথ! [কাঁদিয়া ফেলিলেন]

হয়! এই না রাণি! তুমি পুত্রের চেয়ে রাজর্ষির প্রাণের মূল্য বেশি বল্‌লে? এখন তবে এ আকুলতা কেন?

অঞ্জনা। বাবা তুর্ম্মদ!

তুর্ম্মদ। কেন মা এত কাতরতা? এমন একটা মহৎ অনুষ্ঠানে পুত্রদান করছ, এর চেয়ে পুণ্যের কাজ কি আছে মা? শক্তি তুমি মা, সুপ্তশক্তি জাগ্রত কর—হাতে কৃপাণ লও। গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—আমার শিরশ্ছেদ কর। পার্‌বে না মা?

অঞ্জনা। পার্‌ব রে—পার্‌ব। মায়ের মায়া-মমতা ত্যাগ ক'রে আমি সন্তান খেয়ে রাক্ষসী হয়েছি। পার্‌ব—পার্‌ব—কৈ খড়্গ? [খড়্গ লইয়া কর্ত্তনোদ্যত]

সুমদ। [দৌড়িয়া গিয়া সম্মুখে বসিয়া] মা! মা! অন্ধ পুত্রকে কেন কাট্‌বে মা? আমার মাথা কেটে ফেল।

তুর্ম্মদ। সুমদ! প্রাণাধিক!

সুমদ। [গলা জড়াইয়া] দাদা! দাদা! [কাঁদিয়া ফেলিলেন]

তুর্ম্মদ। কেন ভাই কাঁদ্‌ছ? এ তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে যদি রাজর্ষির প্রাণরক্ষা হয়, তার চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে? বিদায় দাও ভাই!

মনু। নিবিড় আঁধারে একি অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখাচ্ছ জ্যোতির্ম্ময়ী মা আমার! পঙ্কে পদ্মফুল ফুটিয়েছ!

হয়। বধ কর রাণী! বধ কর।

[বিকটা মূর্ত্তিতে চতুর্ভুজা তুর্গার প্রবেশ]

তুর্গা। তোকে বধ করব বর্ব্বর!

[তুর্গা হয়গ্রীবের প্রতি অস্ত্র সন্ধানে সমুদ্যতা হইলে সহসা তাঁহার মুণ্ড পতিত হইল]

হয়। ওঃ কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! বিশাল মুণ্ড সহসা খ'সে পড়্‌ল! আবার চক্ষের পলকে মহাশূন্যে উধাও হ'ল। ঘোর আঁধার।

[শিবের প্রবেশ]

শিব। ঘোর আঁধার! কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না! মনুর পীড়নকারী কে সে দানব বর্ব্বর? সম্মুখে ঐ যে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের ব্যবধান দেখ্‌ছি! ও—বুঝেছি। দানবের প্রতি অস্ত্র লক্ষ্য কর্‌লে মুণ্ড দেহচ্যুত হবে, তাই মহামায়ার এ অভিনব বিচিত্র সৃষ্টি! এই যে বিকটা নাম্নী দেবী শূন্যশিরা দণ্ডায়মানা! [ঊর্দ্ধে চাহিয়া] হে শূন্যচারী মহামুণ্ড! দানব বধে যথাকালে আমার সহায় হ'য়ো। এস মনু!

[মনুর হাত ধরিয়া প্রস্থান

দুর্গা। [পাগলিনী মূর্ত্তিতে করতালি দিতে দিতে] হাঃ-হাঃ-হাঃ! রন্ধ্র পেয়ে মরণ ঢুকে পড়েছে! সাধু নির্য্যাতন কর্‌ছে—নিরীহ-নিগ্রহ কর্‌ছে—পতিত উদ্ধারে উপেক্ষা কর্‌ছে! হ'য়ে এল গো, হ'য়ে এল! হাঃ-হাঃ হাঃ!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান

হয়। এ কি দেখ্‌লাম—কি শুন্‌লাম! পাগলিনী মা আমার! মৃত্যুর দুন্দুভি শব্দে কি বল্‌লি? আবার ব'লে যা'—আবার শুনিয়ে যা'।

[উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান

অঞ্জনা। চল সুমদ! চল দুর্ম্মদ! এই অবসরে আমরা এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাই।

সুমদ, দুর্ম্মদ। কোথায় যাব মা?

অঞ্জনা। জানি না—তবে এখানে আর থাকা হবে না।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

তারা-মন্দির

[পুরোহিতদ্বয় আসীন, ভক্তগণের প্রবেশ]

ভক্তগণ— **গান**

ও মা তারা, এম্‌নি ধারা আঁখি-ধারা ফেল্‌ব কতদিন।
তুমি রাজ্যেশ্বরী, সন্তান তোমারি আমরা ভিখারী দীন॥
দিয়েছ মা মোদের স্বর্গসমা স্বপ্নময়ী ভূমি,
যেথা করিলে নানারূপে নানা লীলা তুমি,
যুগে-যুগে অবতরি হরিলে পাপভার,
নানাভাবে ভারতের করিলে নিস্তার,
তব লীলাস্থল এ ধর্ম্মমণ্ডল হ'ল চির-পরাধীন॥
দিয়েছ মা মোদের সুখে ভরা এমন সোনার দেশ,
যেথায় সদা স্বভাবের বিমোহন বেশ,
যার গাছে ফল বারমাসই, ভুঁয়ে ফলে সোনা,
ধরার মাঝে কোথা আছে এ দেশের তুলনা,
এখানে মানব, ভক্তিপ্রাণ সব, হিংসাদ্বেষ ঈর্ষাহীন॥

[প্রস্থান

১ম পুরো। নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।

নমস্তে—শ্রবণ কর ভায়া, ভট্টনারায়ণকে এবার একঘ'রে কর্‌তেই হবে।

২য় পুরো। "আর্য্যা ৳..: জয়া চাণ্ডা" কেন? কি হয়েছে ভায়া?

১ম পুরো। আমার পুত্রের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দিলে না, এ অপমান সহ্য হয় ভায়া?

২য় পুরো। কিছুতেই সহ্য হয় না ভায়া, কিছুতেই সহ্য হয় না। নিশ্চয়ই একঘ'রে কর্‌তেই হবে।

[লাকুর প্রবেশ]

লাকু। বচ্চাজ্জি মশাই—বচ্চাজ্জি মশাই! কত হেকৃমত ক'রে আমি এই ফুল আর এই সন্দেশ ক'টি নিয়ে এলুম—তারা-মাকে দোব।

১ম পুরো। দিবি—দে। বাড়ী কোথায়?

লাকু। খুব তফাতে। কতদিন মনে কন্নু—তারা-মায়ের পূজা দোব। তা' কিছু জোটাতেও পারি নি, আর অসুখ ব'লে আস্‌তেও পারি নি।

২য় পুরো। দক্ষিণা এনেছিস্ ত—দক্ষিণা?

লাকু। কিছু এনেছি।

১ম পুরো। তুই কি জাত?

লাকু। এজ্ঞে, আমি চাঁড়াল।

২য় পুরো। এ—হে—হে—হে! ছুঁস্ নে—ছুঁস্ নে।

লাকু। ছোঁব নি—ছোঁব নি। এই ফুল আর সন্দেশ মাকে—

১ম পুরো। আরে অর্ব্বাচীন! তোর ছোঁয়া জিনিষ কি মা খাবে?

লাকু। পায়ে পড়ি বাবাঠাকুর! [পদে পতন]

উভয়ে। য়্যাঁ! য়্যাঁ! ছুঁয়ে দিলে! তবে রে বর্ব্বর! [প্রহার] ব্রাহ্মণত্ব গেল—ব্রাহ্মণত্ব গেল! পাজী বেটা কি কর্‌লে—য়্যাঁ! কি কর্‌লে! [প্রহার]

লাকু। [কাঁদিতে কাঁদিতে] মাকে এইটুকু উচ্ছুগ্য ক'রে দাও বাবাঠাকুর ?

১ম পুরো। উঁ—হুঁ—হুঁ ! করব—না তোর পিণ্ডি চট্‌কাব ? কি বিপদেই ফেল্‌লে মা তারা ! প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

২য় পুরো। ভায়া হে ! চল গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।

১ম পুরো। নির্ব্বংশের বেটা কি করলে ? ব্রাহ্মণত্ব গেল—ব্রাহ্মণত্ব গেল !

[উভয়ের প্রস্থান

লাকু। আমাদের ছোঁয়া জিনিষ বামুনে খায় না—ক্ষেত্রিয়ে খায় না—বৈশ্যে খায় না জানি, তারা-মাও খায় না ? তবে ফেলে দিই—কি করব ? কাকে দোব ?

[গীতকণ্ঠে বালিকাবেশে দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা—   **গান**

আমায় দে রে   আমায় দে রে,
মনের সাধে আমি খাব।
এমন অমিয় বল্ আর কোথায় পাব॥

লাকু। জবাফুল আর এই ফুলের মালা তুই নিবি ?

দুর্গা—   **[গীতাংশ]**

পরিয়ে দে মালা গলে,
সাজিয়ে দে জবাদলে,
চেয়ে দেখ্ কুতূহলে
আমি তোর সাধ মিটাব ;—
সন্ধ্যা হ'লে ল'য়ে কোলে ঘরে চ'লে যাব॥

লাকু। তুই কি জাত রে?

দুর্গা— [গীতাংশ]

জানা নাই ক' জাতি আমার,
নাই ক' আমার জাতের বিচার,
যে ডাকে কাছে যাই তার,
তুমি যেমন ভাবে ভাব'।
মা মা ব'লে ডাকিস্ ব'লে মা'র স্নেহ বিলাব॥

লাকু। তোর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনি আমার প্রাণটা জুড়াল মা! তোর নাম কি মা?

দুর্গা— [গীতাবশেষ]

সবাই মোরে ডাকে তারা,
আমি সবার নয়ন-তারা,
ভাবে যারা পাবে তারা,
যমের তাড়ায় তারাব।
ডাক্‌লে তারা, পাবি সাড়া,
সুখ তারা ফুটাব॥

লাকু। আয় মা! আয়, মালা পরিয়ে দি'। [তথাকরণ] নে—এই খাবার খা মা। [আহারান্তে দুর্গার তিরোধান] একি! একি! কম্‌নে গেল মা? [এক দৃষ্টে চাহিয়া] ও মা! ঐ যে ফের বামুনরা আস্‌ছে!

[পুরোহিতদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম পুরো। এই—এই মরেছে রে বেটা, এখনও ওখানে ব'সে আছে। সর্ নির্ব্বংশের বেটা!

লাকু। যে মার্ মেরেছ বাবাঠাকুর! উঠ্‌তে পার্‌ছি না। স'রে যেতে কইছ—যাই কেমন ক'রে?

১ম পুরো। সর্ বেটা কুকুরের হুঙ্কার!

২য় পুরো। সর্ বেটা কুকুরের ভাগাড়!

১ম পুরো। সর্ বেটা মুদ্দোফরাসের আঁস্তাকুড়।

২য় পুরো। সর্ বেটা হাড়ীর আঁতুর! সর্ বল্ছি, নৈলে এই পাথর ছুঁড়ে মার্ব তোর মাথায়। [পাথর তুলিলেন]

লাকু। ওরে বাবা রে! খুন কর্লে রে!

[বেগে মনুর প্রবেশ]

মনু। ভয় নাই—ভয় নাই—এ কি! একে পীড়ন কর্ছ তোমরা কে?

১ম পুরো। আমরা ব্রাহ্মণ।

মনু। ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিচ্ছ তোমরা কোন্ মুখে? ব্রাহ্মণ—দৃশ্যজগতের ক্রমোন্নতির চরম বিকাশ। ব্রাহ্মণ—পরব্রহ্মের সাকার প্রকাশ। ব্রাহ্মণ—জ্ঞানের ভাণ্ডার—ধর্ম্মের আধার।

২য় পুরো। আর আমরা?

মনু। তোমরা উচ্চতার ছায়া—মহত্ত্বের খোসা। তোমরা পচা ক্ষীর—ট'কো সিঁদুরে আম—তোমরা ব্রাহ্মণের মুখোস—ব্রাহ্মণের কদর্য্যতা।

১ম পুরো। তবে রে শিয়াল কাঁটার ঝোঁপ, তোমার যত কোপ আমাদের ওপর? আমরা ব্রাহ্মণ নই ত ব্রাহ্মণ কারা?

মনু। ব্রাহ্মণ তাঁরা—যাঁরা ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে জগতের আঁধার দূর করেছেন—কর্ছেন—করবেন—ব্রাহ্মণ তাঁরা। যাঁরা জ্ঞানের জ্যোৎস্নায় পাহাড়-পর্ব্বত—বন-জঙ্গল—ঘাট-মাট সব একই স্বর্গীয় সুষমায় ভূষিত ক'রে আনন্দবিস্মিত সমচক্ষে দেখেছেন—দেখ্ছেন—দেখ্বেন—ব্রাহ্মণ তাঁরা। যাঁরা পতিতপাবনী গঙ্গার মত প্রেমের বন্যায় খাল, বিল, ডোবা, পুকুর সব আপনার সমান ক'রে নিয়েছেন—নিচ্ছেন—নেবেন।

২য় পুরো। সে কারা?

মনু। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে তাকাও—বেদ-বেদান্ত, শাস্ত্র, পুরাণের পৃষ্ঠা ওল্‌টাও—জান্‌তে পার্‌বে—বুঝ্‌তে পারবে ব্রাহ্মণ কারা?

১ম পুরো। জানি না—আপনি কোন্ ছদ্মবেশী মহাপুরুষ আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফোটাতে এসেছেন?

২য় পুরো। বুঝ্‌তে পারছি না—কেন এ অপবাদ দিচ্ছেন?

মনু। এ পতিতকে তোমরা উপেক্ষা কর্‌ছ?

২য় পুরো। বারংবার আমরা নিষেধ কর্‌লাম, তবু্‌ও দুর্ব্বৃত্ত আমাদের স্পর্শ কর্‌লে।

মনু। তাতে আর এমন কি অন্যায় হয়েছে ব্রাহ্মণ?

২য় পুরো। অন্যায় হয় নি কি বল্‌ছেন? ও যে অস্পৃশ্য চণ্ডাল।

মনু। অস্পৃশ্য চণ্ডালকে স্বয়ং নারায়ণ রাম-অবতারে প্রেমের আলিঙ্গন দিয়েছিলেন। যদি চণ্ডালকে কোল দিতে না পার্‌লে ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব কোথায়?

২য় পুরো। ভগবানে যা সম্ভব, ক্ষুদ্র মানবে তা কিরূপে সম্ভবে?

মনু। ক্ষুদ্র মানুষ ব'লেই যদি নিজেকে বুঝে থাক, তবে ব্রাহ্মণত্বের দাবী কর্‌ছ কিরূপে? ব্রহ্ম আর ব্রাহ্মণ অভেদ। ব্রাহ্মণ জাতির বাহিরে—সমাজের গণ্ডীর বাহিরে। সঙ্কীর্ণতা নিয়ে ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণ উদারতায়! —ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণ স্বার্থত্যাগে! ব্রাহ্মণ মুক্তহস্তে বিলিয়ে দেন, কোন কিছুরই জন্য লালায়িত নয়।

১ম পুরো। আমরা কিসের জন্য লালায়িত?

মনু। প্রভুত্বের জন্য—সম্মানের জন্য। সকলকে বঞ্চিত ক'রে সব নিজেরা ভোগ কর্‌ছ। মাথা, হাত, পা, চোখ, কান প্রভৃতি নিয়ে দেহ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চণ্ডাল, মুদ্দোফরাস নিয়ে আর্য্য-সমাজ। অঙ্গের সমস্ত শোণিত টেনে নিয়ে মাথা বড় হ'লেও, অন্য অঙ্গের পরিচালনার অভাবে

তাকে যেমন পরিণামে শুকিয়ে মরতে হয়, অন্য জাতির সর্ব্বস্ব নিয়ে ব্রাহ্মণ বড় হ'লেও, তাঁকে পরিণামে পড়্‌তেই হবে। তোমাদের পীড়নে কত লোক সমাজের বাইরে চ'লে যাচ্ছে। এমন সময় আস্‌বে, যখন আর্য্য-সমাজ বিলোপ পাবে। সময়ে সাবধান হও—ধর্ম্মকে, সমাজকে নূতন ছাঁচে গঠন কর এখনও ব্রাহ্মণ! তোমাদের একটা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে যা হ'তে পারে, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার আদেশেও তা' হয় না।

২য় পুরো। এতদিন বুঝ্‌তে পারি নি—আমাদের ব্রাহ্মণত্ব কত বিশাল—কত উচ্চ—কত মহৎ! আয়, ভাই চণ্ডাল! আয়—তোকে আলিঙ্গন দিই। [তথাকরণ]

১ম পুরো। দে ভাই, তুই তারা মাকে কি দিতে এসেছিস্‌—পূজা দিই।

লাকু। সে আর কিছু নেই। আমি যখন কাঁদ্‌ছিলুম, তখন একটি নীল রংয়ের মেয়ে এসে সব চেয়ে খেয়ে গেছে!

১ম পুরো। কে বলে তোকে চণ্ডাল? আয় রে মায়ের স্নেহের সন্তান। তোকে বুকে নিয়ে ধন্য হই। [তথাকরণ]

২য় পুরো। জান্‌তে সাধ হচ্ছে প্রভু! আপনি কে?

মনু। আমি মনু। শোন ব্রাহ্মণ! দ্বিজজাতি আর নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে বিরাট্‌ ব্যবধান খনন করা হয়েছে, তারই ফলে আর্য্য-ধর্ম্মের এই অবনতি। পতিতকে টেনে তুলে ন্যায্য অধিকার না দিলে দূর ভবিষ্যতে আর্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

[দ্রুতপদে আজবের প্রবেশ]

আজব। আর্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে—সে সময় এসেছে। সাবধান হও মুনি-ঋষি! সাবধান হও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত! সাবধান হও ক্ষত্রিয়গণ!

মনু। কি হয়েছে আজব?

আজব। বিষম সঙ্কট প্রভু! বড়ই বিপদ্! ভারতের আজ বড়ই দুর্দ্দিন! হয়গ্রীবের আদেশে দৈত্য-বীরগণ সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্বিজ-জাতির গৃহে-গৃহে, মুনি-ঋষির আশ্রমে-আশ্রমে প্রবেশ ক'রে বেদ-পুরাণ সব কেড়ে নিয়ে অগ্নিতে ভস্মসাৎ কর্ছে। যারা বাধা দিচ্ছে, তাদেরই হত্যা কর্ছে।

মনু। তাই কি আজব? এ কি সত্য?

আজব। ধ্রুব সত্য।

মনু। তবে আর আমার মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর্বার অবসর নাই। দৈত্যেরা জানে—আমার কাছে বেদ-পুরাণ আছে। সব মার্কণ্ডের মুনির হাতে দিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দোব—দেখি, যদি কোন রকমে রক্ষা হয়। এ সময়ে তোমরাও নিশ্চেষ্ট থেকো না—শত্রুর সম্মুখীন হও।

[প্রস্থান

আজব। চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখ্ছ ব্রাহ্মণগণ? যদি রাখ্তে চান্, তবে যে সব গ্রন্থ আপনাদের কাছে আছে—এই মুহূর্ত্তে সব রোহিতাশ্ব দুর্গে পাঠিয়ে দিন্।

১ম পুরো। সে কোথায়?

আজব। উত্তরাপথে শক্তিপুরে। শক্তিপুরের চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত গভীর পরিখা। তার পর প্রস্তরনির্ম্মিত পাশাপাশি সাতটা প্রাচীর—তার পর দুর্ভেদ্য দুর্গ। আর্য্য বীরগণ সশস্ত্রে সেখানে বর্ত্তমান।

১ম পুরো। এ অতি উত্তম পরামর্শ।

২য় পুরো। গ্রন্থগুলি পাঠিয়ে দিয়ে আমরা কি করব?

[গায়বের প্রবেশ]

গায়ব। যুদ্ধ কর্বে।

২য় পুরো। আমরা যে ব্রাহ্মণ।

গায়ব। ব্রাহ্মণের কি যুদ্ধ করতে নাই? বাস্তুগৃহে আগুন লাগলে ব্রাহ্মণ কি হাত-পা গুটিয়ে কূর্ম্মের মত ব'সে থাকবে? দস্যু যদি সর্ব্বস্ব লুঠপাট ক'রে নিতে আসে—গৃহলক্ষ্মীদের মহামূল্য সতীত্বে হস্তক্ষেপ করতে চায়, ব্রাহ্মণ কি স্থাণুবৎ চেয়ে দেখবে?

১ম পুরো। নিরস্ত্র দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ আমরা কি করতে পারি?

গায়ব। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রকুলান্তক ভার্গব কি করেছিলেন? ধর্ম্মের জন্য—দেশের জন্য—তোমরা নিজেরা জেগে ওট—মেতে ওঠ—গ'র্জ্জে ওঠ—রণে ছোট'; আর জাগাও তোমাদের এই মৃতপ্রায় সমাজটাকে। তোমাদের ক্ষমতা অসীম। পুরাতন চুরমার ক'রে ফেল—নূতনকে নূতন ছাঁদে গ'ড়ে তোল। দামপূর্ণ বদ্ধ জলার মত এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন একঘেয়ে সমাজে নূতন স্রোত প্রবাহিত কর—সঞ্জীবন মন্ত্রে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। পতিতকে টেনে তোল—বৈষম্য দূর ক'রে সাম্যের স্থাপনা কর। ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ ক'রে তোমরা যদি চেষ্টা কর, এ সমাজ আবার উচ্চতম হ'তে পারে।

১ম পুরো। আমরা কি করব?

[গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

কর্ম্ম।—　　　　　　**গান**

অযুতকণ্ঠে জলদমন্দ্রে বল তারা তারা।
ব্যাঘ্র-বিক্রমে যাও রণাঙ্গনে পদভরে কাঁপুক ধরা॥
ওঠ হে ব্রাহ্মণ ছাড়ি হুহুঙ্কার,
ঝঙ্কার সামের প্রণব ওঁঙ্কার,
সদর্পে দাও হে ধনুকে টঙ্কার,
টুট' অহঙ্কার, বধ' অবাধে শত্রু যারা॥

ভাই তুমি বিপ্র, শূদ্র তুচ্ছ ক্ষুদ্র,
বলে তবু তারা রুদ্র সম রুদ্র,
সঙ্গে ল'য়ে চল ক্ষত্র-বৈশ্য-শূদ্র,
অভেদ-মিলনে দাও সমবেত সাড়া॥

[প্রস্থান

গায়ব। শুন্‌লে ব্রাহ্মণ! বুঝ্‌তে পার্‌লে তোমাদের কর্ত্তব্য ?

১ম পুরো। বুঝেছি। বিশাল আর্য্য-সমাজের অন্তর্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এক মায়ের সন্তান। আমরা সমাজের জন্য—ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌ব।

২য় পুরো। আয় রে চণ্ডাল! আয় রে অস্পৃশ্য বর্ণ সকল! আজ— আমরা ভাই ভাই গলাগলি ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করি।

লাকু। চল বাবাঠাকুর! লড়াই কর্‌তে যাই।

[পুরোহিতদ্বয় সহ প্রস্থান

আজব। এবার সুপ্ত সমাজ বুঝি তা' হ'লে জাগ্‌ল পিতা!

গায়ব। সমাজের মুষ্টিমেয় জেগেছে, আর সব কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুম্‌চ্ছে। এ ঘুম বুঝি আর ভাঙ্‌বে না আজব!

আজব। পিতা!

গায়ব। তোমার সঙ্কলিত সৈন্য নিয়ে এখনই রোহিত.ং দুর্গ রক্ষা কর।

আজব। আর আপনি ?

গায়ব। আমার জন্মভুমি অবন্তীর উদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা কর্‌ব। বৃদ্ধ হ'লেও আজ যুবকের নবোদ্যম প্রাণে জেগেছে। একটা বিরাট্ দাবাগ্নির মত জ্ব'লে উঠে দেখি—দৈত্যবংশ ধ্বংস ক'রে দিয়ে যেতে পারি কি না।

[সুধন্বার প্রবেশ]

সুধন্বা। এই যে আজব! [গায়বের প্রতি] আপনিও এখানে ?

আজব। সংবাদ কি ভাই ?

সুধন্বা! বড়ই দুঃসংবাদ আজব! সহকারী সেনাপতি সুগ্রীব পাতালে বেদ-পুরাণ ধ্বংস করছে। দুর্ব্বৃত্ত শঙ্খগ্রীব ঝঞ্ঝার মত ধরণীর বক্ষে সব ধ্বংস ক'রে ছুটছে—হয়গ্রীব স্বর্গ আক্রমণে যাচ্ছে।

আজব। সুষীমের সন্ধান পেয়েছ ?

সুধন্বা। দানবেরা যেদিন সুষীমকে ধ'রে নিয়ে যায়, পথে মার্কণ্ডেয় মুনি তাদের স্তম্ভন ক'রে তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলেন; মুনির অগোচরে আবার সুষীম ধরা পড়েছে। শুনেছি, তাকে হয়গ্রীব স্বহস্তে বলি দেবে।

গায়ব। শক্তি দাও ভগবান্! যেন প্রভু-পুত্রকে বাঁচাতে পারি।

আজব। আমি যাব—আমি যাচ্ছি—দৈত্যকুল নির্ম্মূল করব পিতা!

গায়ব। যাও পুত্র! তুমি শক্তিপুরে। আর সুধন্বা! তুমি সসৈন্যে অবন্তীনগরে, আমি যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

সিন্ধুতীর

[একটি বটবৃক্ষের তলে বসিয়া হয়গ্রীব নিবিষ্টমনে চিন্তা করিতেছিলেন]

হয়। কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখ্‌লাম! এমন উগ্রমূর্ত্তি কবি-কল্পনারও অতীত। প্রলয় পর্জ্জন্য শব্দে রুখে এসে যেমন আমার প্রতি অস্ত্রক্ষেপে উদ্যত হ'ল, অমনি তার মুণ্ড খ'সে ভূতলে পড়্‌ল। মুণ্ডহীন বিশাল শরীর নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল, আর সেই বিকট মুণ্ড বিশাল বদন ব্যাদানে খানিকক্ষণ নিষ্পলকনেত্রে আমার পানে তাকিয়ে সহসা একটা বিরাট্ অট্টহাস্যে উর্দ্ধে উড়ে গেল। ভয়াড়ষ্ট আমি, বজ্রাহতের মত ব'সে রইলাম—সেই মুণ্ডহীন দেহও নবমূর্ত্তি ধ'রে অকস্মাৎ তিরোহিত হ'ল। মনুর মুক্তির নিমিত্তই কি এ তবে মহামায়ার অভূতপূর্ব্ব কৌশল? ঐ—ঐ উর্দ্ধে আবার ঐ সেই বিরাট্ মুণ্ড! না—না—উঁ হুঁ—কিছুই নয়। কোথায় আমার প্রিয়তমা অঞ্জনা? কোথায় আমার পরম স্নেহের দুর্ম্মদ-সুমদ? ঐ মুণ্ডই বুঝি তাদের সংহার করেছে। কৈ—কৈ সে মুণ্ড? একবার দেখ্‌তে পাই না? যদি দেখ্‌তে পেতাম, একটা বিরাট্ উল্লম্ফনে ধ'রে এনে রেণু রেণু ক'রে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তাম। ও হো-হো! আজ আমি পত্নী-পুত্রহীন! [অবনত মস্তকে অশ্রুত্যাগ] কে ডাক্‌ছে আমায়—অঞ্জনা? আমিই আমার প্রাণাধিক দুর্ম্মদকে অন্ধ ক'রে দিয়েছি? বাবা দুর্ম্মদ! ওহো-হো! [রোদন] ও কে?

[বটুকের প্রবেশ]

বটুক। এই যে দৈত্যরাজ! আপনি এখানে এ ভাবে বসে?

হয়। সংবাদ কি বটুক ?

বটুক। মা বেটীর শোকে থুথ্‌রে বুড়ো বাবা মিন্‌সে একবারে কোথা' উধাও হয়েছে। আমি হলপ ক'রে বল্‌তে পারি দৈত্যরাজ! বাবাটাকে হয় নিছক ঊনপঞ্চাশে ধরেছে, না হয় মস্ত একটা গেছো পেত্নীতে পেয়েছে। কোন্ দিন কি ভুতুড়ে কাণ্ড বাধিয়ে দেয় দৈত্যরাজ! কোন্ দিন বা ঘাড়ের উপরেই লাফিয়ে পড়ে—আমি ভেবেই সারা। এই দেখ্‌ছেন না— হুজুর, দিন-রাত ভেবে-ভেবে আমি শুকিয়ে একবারে কাঠ হ'য়ে গেছি ?

হয়। তা হ'লে তার কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না ?

বটুক। সন্ধান পাওয়া যাবে না কেন? কয়েকজন ওঝা, আর কয়েকজন কব্‌রেজ্ দিয়ে খোঁজ করান্; যদি ভূতে পেয়ে থাকে ত ওঝারা তার ঘাড়ের ভূত ছাড়াবে, আর যদি ঊনপঞ্চাশে ধ'রে থাকে ত কব্‌রেজেরা ঊনপঞ্চাশ ভস্মের ব্যবস্থা কর্‌বে।

হয়। দেখ ত বটুক, ও কে আস্‌ছে!

বটুক। দূর হ'তে ত হুজুর ঠাওর করতে পার্‌ছি না, তবে—[বিশেষ লক্ষ্য করিয়া] কেঁচোর মত এ বাঁক—ও বাঁক্—সে বাঁক্ এই আট বাঁকে বেঁকিয়ে আস্‌ছে। বাবা বেটা বুঝি স্বশরীরে হাজির। এই যে আস্‌ছে।

হয়। এই যে অষ্টাবক্র! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে বয়স্য ?

[অষ্টাবক্রের প্রবেশ]

বটুক। দেখ বাবা, তোমায় খুঁজে খুঁজে আমি হায়রাণ্ হ'য়ে গেছি। তোমার চোদ্দ পুরুষ বেল্লিক বাজারে বসবাস করত নাকি বাবা? নিশ্চয় তাই। তা' না হ'লে এমন বেল্লিক হ'লে কেমন ক'রে? তোমার জন্যি আমি একবারে নাস্তানাবুদ হয়েছি। কি বেকুব তুমি—কি বদ্‌মাইস! বল ত তুমি কোথায় ছিলে বাবা ?

অষ্টা। কোথায় ছিলাম, তার কোন নিশানা বল্‌তে পারি না। কখন বনে-জঙ্গলে, কখন পথে-ঘাটে কাল কাটিয়েছি। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে দৈত্যরাজ! এই হতভাগা ব্রাহ্মণীকে মেরে ফেলেছে।

বটুক। নিছক্ মিছে কথা দৈত্যরাজ! ঊনপঞ্চাশে পেয়েছে কি না, তাই কি-না-কি বল্‌ছে। মা বেটীর খুব গা গরম হয়েছিল, আমি কলসী কলসী জল ঢেলে জ্বর ছাড়িয়ে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিলুম। আমার এতে কি ঘাট্ হ'য়েছে বলুন ত? শুনুন দৈত্যরাজ! এই সে কেলে নিরেট বাবা বেটা আমায় দিয়ে তার ছেরাদ্দ করাবার উদ্যোগ করেছিল।

হয়। তাই নাকি বয়স্য? শ্রাদ্ধে তোমার বিশ্বাস আছে?

অষ্টা। বেদশাস্ত্রে যখন বিধান আছে, তখন অবিশ্বাস করতে পারি না দৈত্যরাজ!

হয়। অর্ব্বাচীন তুমি, তাই আজগুবী কথায় বিশ্বাস করছ। আমার ধারণা—তুমি গাঁজাখোর, তাই এ গাঁজাখুরী গল্পে প্রত্যয় করছ।

বটুক। গাঁজাখোর—ভয়ানক গাঁজাখোর! শিব ঠাকুরের আড্ডায় দিন-রাত প'ড়ে থাকে, গাঁজা ঠাকুরের মেলা দেয়—আর কল্‌কে-কল্‌কে গাঁজা টেনে ভোঁস্-ভোঁস্ ক'রে ধোঁয়া উড়িয়ে দেয়। তার পর শুনুন দৈত্যরাজ! তার পর গীত গায়—

গান

মিলেছে গাঁজার এ মেলা।
এস গেঁজেল সব এই বেলা॥
দিয়ে গাঁজায় দম্ ববম্ বম্
নেচে-নেচে বল্ ব্যোম ভোলা।
দিয়ে ক'সে টান, যাও সটান্
কৈলাস পুরে দু'বেলা॥

অষ্টা। চুপ্ পাজি বেটা! একেবারে গোল্লায় গিয়েছিস্?

বটুক। দেখুন হুজুর! আসল ব্যথায় হাত পড়েছে কি না, তাই আমায় চুপ্ থাক্‌তে বল্‌ছে।

হয়। আমার হুকুম তুমি অমান্য করেছ, তোমায় শাস্তি দেবো বয়স্য!

অষ্টা। দৈত্যরাজ!

হয়। তোমার আর সেই রসিকতার উচ্ছ্বাস নাই বয়স্য! দেখ্‌ছি—পত্নী-শোকে খুব গম্ভীর হ'য়েছ। তোমায় ক্ষমা করতে পারি, আমি যা চাই দিতে পার্‌বে?

অষ্টা। কি চান্ দৈত্যরাজ?

হয়। তুমি যা পেয়েছ।

অষ্টা। আমি ত কিছু পাই নি দৈত্যরাজ!

হয়। গোপন ক'রো না, তোমার পুত্র বলেছে—তুমি নাকি কৃষ্ণ—

অষ্টা। ও বাবা রে! নিলে রে নিলে—　　　　　[বেগে প্রস্থান

হয়। যাও বটুক! কয়েকজন লোক নিয়ে তোমার বাবাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস।

বটুক। যে আজ্ঞে দৈত্যরাজ! [যাইতে যাইতে] বেটার ছেলেকে জব্দ করতেই হবে।　　　　　[প্রস্থান

হয়। খুব খেলা খেল্‌ছি। আড়ালে ব'সে তিনি কল টিপ্‌ছেন, আমি খেল্‌ছি—আসরে নেমে নব রসের অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। এখন করুণ রসের অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। এখন করুণ রসের অবতারণা। পত্নী-পুত্রের বিরহে বিরলে ব'সে আমি কাঁদ্‌ছি। কিসের জন্য কাঁদ্‌ছি? কর্ত্তব্য ভুলে পুতুল নিয়ে খেল্‌ছিলুম, পুতুল কেড়ে নিয়ে মা কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মায়ার পুতুলের জন্য আমি কাঁদ্‌ছি? হাঃ—হাঃ—হাঃ! [হাস্য] ক্ষেপা আর কাকে বলে! ও কারা আস্‌ছে?

[সুষীমকে লইয়া দৈত্যগণের প্রবেশ]

১ম দৈত্য। মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম হ'তে এই অবন্তী-রাজপুত্রকে আমরা ধ'রে এনেছি। এর নামই সুষীম।

হয়। [স্বগত] এ কি স্নেহের প্রবল উচ্ছ্বাস! [প্রকাশ্যে] আচ্ছা, তোমরা যাও। [দৈত্যগণের প্রস্থান

বালক! তুমিই কি অবন্তী-রাজপুত্র সুষীম?

সুষীম। পরিচয় জেনে লাভ?

হয়। তোমার লাভ না থাক্‌লেও আমার লাভ আছে। সত্য বল, তুমি অবন্তী-রাজপুত্র কি না?

সুষীম। যদি বলি আমি অবন্তী-রাজপুত্র সুষীম?

হয়। তোমায় বধ কর্‌ব।

সুষীম। শত্রু-পুত্র ব'লে বোধ হয়?

হয়। শত্রু-পুত্র ব'লে নয়, শত্রুর ভক্ত ব'লে।

সুষীম। কে তোমার শত্রু? কৃষ্ণ?

হয়। নিশ্চয়। আমার হাতে যদি তুমি তাকে ধ'রে দাও, তোমায় বধ কর্‌ব না।

সুষীম। কি ক'রে আমি তাকে তোমার হাতে ধ'রে এনে দেবো? আমি ত তাঁকে কখন দেখি নি—আমি ত তাঁকে চিনি না।

হয়। তুমি যদি তাকে না চেন, বালক! তবে তাকে কে চেনে? তোমার হাতে ও কি বালক?

সুষীম। আমার কৃষ্ণের ছবি।

হয়। কৃষ্ণের ছবি! [একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন]

সুষীম। এমন রূপময়—জ্যোতির্ময়—প্রেমময়—মনোমোহন কৃষ্ণ তোমার শত্রু দৈত্যরাজ? দেখ—চোখের-সাধ মিটিয়ে দেখ।

গান

কিবা সুন্দর সুঠাম ভঙ্গিমা।
কিবা মঞ্জীর শিঞ্জিত শ্রীপদপঙ্কজে,
রাজে তরুণ-রঙ্গিমা ॥
কিবা, সজ্জল মাল' কজ্জল কালো
উজ্জ্বল বাল মূরতি,
কিবা কুঞ্চিত কেশ, বাঞ্ছিত বেশ,
বঞ্চিত শেষ শ্রীপতি,
কিবা, হসিত মুখে লসিত হাসি,
কিবা, রুচির করে মধুর বাঁশী,
হের মানসমোহন সীমাময় শ্যাম,
কম ললাম প্রতিমা ॥

হয়। বড় সুন্দর—বড় মনোরম—বড় হৃদ্য এ আলেখ্য! মানুষের কল্পনাপ্রসূত ছবি যদি এত রুচির, তিনি যে কত সুন্দর—তা ধারণা করতে পারি না—কল্পনা করতে পারি না! যোগাবিষ্ট আমি একদিন বিদ্যুৎ-বিস্ফুরণের মত মাতৃমূর্ত্তি দেখেছিলাম! কালী কৃষ্ণ তবে—[চিন্তা] না—না—পৃথক্ ভাবতে পারছি না। [প্রকাশ্যে] বালক!

সুগ্রীম। দৈত্যরাজ!

হয়। এই তোমার কৃষ্ণের ছবি ছিঁড়ে ফেল্‌লুম। এখন কি দেখ্‌বে।

সুগ্রীম। আমার মানস-পটে কৃষ্ণের ছবি আঁকা আছে তাই দেখ্‌ব।

হয়। এখনই তোমায় বধ করব। তোমায় রক্ষা কর্‌বার কে আছে? [সুগ্রীমকে ঠেলিয়া দিয়া বধার্থ কৃপাণ উদ্যত]

[ছুরিকা হস্তে বেগে রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। [হয়গ্রীবের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া] আজ তোমায় রক্ষা কর্‌বার কে আছে দৈত্যরাজ?

হয়। কে তুমি উগ্রচণ্ডা নারী? [হাত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল]

রেণুকা। চিন্‌তে পারছ না অনার্য্য? আমি হৃতশাবা শ্বেত ঋক্ষী—আমি পদাহতা ফণিনী—আমি ঘৃত-ক্ষিপ্ত বহ্নি—আমি হৃতসর্ব্বস্বা প্রতিহিংসাময়ী রেণুকা।

হয়। [সবিস্ময়ে] রেণুকা!

রেণুকা। শিউরে উঠ্‌লে যে, ভয় পেলে নাকি?

হয়। একি বিকটমূর্ত্তি ধরেছ রেণুকা?

রেণুকা। দানবঘাতিনী করালী চামুণ্ডা মূর্ত্তি।

হয়। স্বামী বধ করতে এসেছ রেণুকা?

রেণুকা। প্রকাশ্য রাজসভা মাঝে যাকে কুলটা ব'লে কুণ্ঠাবোধ কর নাই, প্রাণের ভয়ে আজ তার স্বামী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছে না হে অনার্য্য?

হয়। সেজন্য আমি বড় লজ্জিত—অনুতপ্ত। বিবেকের তীব্র কসাঘাতে আমি উন্মাদের মত ছুটে বেড়িয়েছি। আমার এ নষ্ট স্বাস্থ্যের দিকে—নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকিয়ে—রেণুকা! আমায় দয়া কর।

রেণুকা। দয়া? নিষ্ঠুরতা যার দীক্ষা—নিষ্ঠুরতা যার শিক্ষা—নিষ্ঠুরতা যার ধর্ম্ম—নিষ্ঠুরতা যার কর্ম্ম, সে আজ দয়া চায় কোন্ মুখে? আমার হৃদয়ে দয়ামায়া আর নাই। তোমার নির্ম্মমতায় আমি কাঙালিনী—তোমার নির্ম্মমতায় আমি পুত্রহারা—ভিখারিণী। প্রতিহিংসার লিপ্সা, স্নেহ-দয়া-মমতা এক গণ্ডূষে শুষে নিয়েছে। আমি প্রতিহিংসা নেবো—তোমার শোণিতে পুত্রের প্রেতাত্মার তর্পণ করব—তোমায় হত্যা করব।

হয়। পতিহত্যা করবি পাপীয়সি? নারীহত্যায় আর ইতস্ততঃ করব না। এই মুহূর্ত্তে—একি! সামান্য কৃপাণ তুল্‌তে পারছি না! [তুলিতে চেষ্টা]

রেণুকা। পারবে না বীরপুরুষ! তুল্‌তে পারবে না। ও অনর্থক চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ কর—তোমার অন্তিম উপস্থিত। [কৃপাণোত্তোলন]

সুধীম। বিরত হও মা!

রেণুকা। মা—মা! কে ডাক্‌লে মা—মা? বড় মধুর—স্বর্গের পীযূষ ছন্দোময় ডাক্! প্রাণ-গলান অজস্র মধুরতার স্রাব! কে আমায় মা—মা ব'লে ডাক্‌লে? হারে অভাগা বালক! আমার মত সন্তানখাগী রাক্ষসীকে মা ব'লে ডাক্‌লি?

[উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ]

উগ্রা। পুত্র মাকে মা ব'লে ডাক্‌বে না মা? হয়গ্রীব!

হয়। একি হ'ল আচার্য্য! আজ আমি এ কৃপাণধারণে অক্ষম? এ নারী কৃপাণোত্তোলনে মুণ্ডহীন হ'ল না?

উগ্রা। অভিশাপ মনে আছে বৎস? এ নারী নির্যাতনের ফল—নির্যাতিতা পত্নীর কাছে তুমি পরাস্ত। এই বালককে হত্যা করছ হয়গ্রীব? এর গূঢ় রহস্য আমি মহর্ষি মঙ্কনকের মুখে শুনেছি। এই বালক তিন বৎসর বয়সে দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হ'য়ে অপুত্রক অবন্তীরাজের কাছে বিক্রীত হয়। এ বালকের জন্ম হচ্ছে—দৈত্যরাজ হয়গ্রীবের ঔরসে আর পতিব্রতা রেণুকা দেবীর গর্ভে।

হয়। রেণুকা! [হেলিয়া পড়িলেন]

রেণুকা। স্বামী। [সকম্পনে ভূতলে পতিতা]

সুধীম। একি সত্য, না জাগ্রত-স্বপ্ন? নারায়ণ! [উর্দ্ধবাহু উর্দ্ধ দৃষ্টি]

উগ্রা। ওঠ হয়গ্রীব, এই যে তোমার পুত্র।

হয়। [উঠিয়া] পুত্র? হ'ক্ পুত্র। তাকে হত্যা করব।

রেণুকা। [দ্রুত উঠিয়া] হারানিধি ফিরে পেয়েছি, ভিক্ষা দাও নাথ !

হয়। আমার শত্রুর সাধক যে, তাকে বধ করব।

রেণুকা। বধ করবে ! আয় রে আমার হারানিধি ! মায়ের স্নেহবক্ষে আয়। [বক্ষে গ্রহণ] দেখি, কার সাধ্য মায়ের বুক হ'তে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে বধ করে ? আয় রে অনাথ বালক ! তুইও আমার ছেলে।

[সুষীমকে টানিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান

হয়। [সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া সহসা] যেয়ো না রেণুকা ! আমার প্রিয়তমা অঞ্জনা নাই—স্নেহের দুর্ম্মদ নাই। ঘোর আঁধারের মাঝে তোমরা আমার উজ্জল আলোক—বিষাদের মাঝে আনন্দ—কান্নার মাঝে হাসি। যেয়ো না—ফিরে এস। গেল, গেল আচার্য্য ! একে একে আমার সব আশা ভরসা ফুরিয়ে গেল !

উগ্রা। শোকে মুহ্যমান হ'লে সংসারে তুমি কিছুই করতে পারবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছ, কর্ম্ম ক'রে যাও—সুমেরুর মত সহিষ্ণু হও—হৃদয়ে নিসুপ্ত শক্তি জাগ্রত কর—কর্ত্তব্যের পথে দৃপ্ত পদে অগ্রসর হও। কাপুরুষ দেবতারা বাগুরাবদ্ধ সিংহের মত পাতাল-বিজয়ী সেনাপতি সুগ্রীবকে হত্যা করেছে। পৃথ্বীজয়ী শঙ্খগ্রীব স্বর্গ আক্রমণের জন্য বিপুল আয়োজন ক'রে তোমার আদেশের অপেক্ষা করছে।

হয়। এখনি তাকে সসৈন্যে যাত্রা করতে বলুন গে আচার্য্য ! আমিও সসৈন্যে যাচ্ছি। দেব-দর্প চূর্ণ করব—স্বর্গ উপড়ে ফেলব।

[উভয়ের প্রস্থান

—তৃতীয় দৃশ্য—

মরুস্থান

[দুর্ম্মদের দক্ষিণ হস্তে ধৃত অঞ্জনা ও বাম হস্তে ধৃত সুমদের প্রবেশ]

দুর্ম্মদ। কে আছ? ক্ষুধাতুর আমরা—তিনদিন উপবাসী, জলবিন্দুও খেতে পাই নি। অতীব তৃষ্ণার্ত্ত—এক বিন্দু জল দাও—প্রাণ বাঁচাও। মা! মা!

অঞ্জনা। কি বাবা?

দুর্ম্মদ। সুমদকে বুঝি আর বাঁচাতে পার্‌লাম না। আমি জীবিত থাক্‌তে আমার মা-ভাই অন্ন জলের অভাবে চোখের সাম্‌নে ম'রে যাচ্ছে, এ মুহূর্ত্তে যদি আমি মর্‌তে পার্‌তাম ত নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে কর্‌তুম। ও হো-হো! এও অদৃষ্টে ছিল? বেঁচে আছি, অথচ কিছু কর্‌বার শক্তি নাই।

সুমদ। কাঁদ্‌ছ দাদা? আমার ত ক্ষিধে পায় নি। অনেক হেঁটেছি, আর পার্‌ছি না দাদা! [কাঁদিয়া ফেলিল]

অঞ্জনা। এস বাবা, তোমায় কোলে নিয়ে এখানে খানিকক্ষণ বসি। [তথাকরণ ও সরোদনে] সুমদ! সুমদ! বাবা আমার!

দুর্ম্মদ। কি মা! কি? সুমদের কি হয়েছে মা? কেমন কর্‌ছে?

অঞ্জনা। ধুক্‌ছে—ধুক্‌ছে—দীপ বুঝি নিবে যায়। [রোদন]

সুমদ। [ক্ষীণস্বরে] জল যদি পেতুম মা! পিপাসায়—

অঞ্জনা। নারায়ণ! জীবন নাটকের অভিনয় শেষ ক'রে দাও। তোমার দেওয়া এ দুটি কোমল কুসুমকলি মরুতাপে শুকিয়ে যাচ্ছে।

দুর্ম্মদ। সুমদ! প্রাণাধিক!

সুমদ। [ক্ষীণস্বরে] দাদা!

দুর্ম্মদ। তাঁকে ডাক'—প্রাণভ'রে ডাক' আর বল, নারায়ণ! জল দাও।

সুমদ। নারায়ণ! জল দাও।

[সহসা রাখাল-বালক বেশে জল লইয়া নারায়ণের প্রবেশ]

নারা— **গান**

এই লও শীতল জল কর কর, পান। [জল প্রদান]
দূর হবে পিপাসা তোমার, জুড়াবে পরাণ॥

অঞ্জনা। কে তুমি বাবা! এমন দয়াল?

নারা— **[গীতাংশ]**

আমি রাখাল গোয়ালার ছেলে,
ধেনু চরাই, বেণু বাজাই,
ব'সে ওই গাছের তলে,
যে যাহা চায়, তারে এনে দি' তায়
ডাক্‌লে মোরে রৈতে নারি কেঁদে ওঠে প্রাণ॥

[প্রস্থান

অঞ্জনা। এমন ছেলে আমি ত আর কখন দেখি নি! বড় সুন্দর সুমদ!

সুমদ। সে বালকটি গেল কোথায় মা?

অঞ্জনা। জানি না বাবা, সে কোথায় গেল। তবে ব'লে গেল—এখানেই কাছে কোথায় থাকে। খাও—বাবা, জল খাও।

সুমদ। তুমি খাও— আমার দাদাকে দাও, তার পর আমি খাব।

দুর্ম্মদ। বিশাল উষ্ণতাময়ী মরুমাঝে মরূদ্যান সৃষ্টি ক'রে যিনি পান্থ-পাদপে তৃষ্ণাতুরের পানীয় জল সঞ্চিত রেখেছেন, সেই দয়াময় নারায়ণকে ধন্যবাদ দিয়ে জল পান কর মা! আমরা না খেলে ত স্নেহের সুমদ ও জল স্পর্শ করবে না।

অঞ্জনা। [উভয়ে জল পান করিয়া] এইবার তুমি খাও সুমদ!

সুমদ। নারায়ণ! [জলপান] আঃ বাঁচলুম! [সহসা অন্যদিকে চাহিয়া] মা! মা! ঐ চেয়ে দেখ—ঐ ছোট বেল গাছটিতে কেমন একটি পাকা বেল ঝুলছে। একটু অপেক্ষা কর, আমি পেড়ে আনছি।

অঞ্জনা। গিয়ে কাজ নাই বাবা! বিশাল মাঠ খাঁ খাঁ করছে—রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে! এত রোদের মাঝে গেলে হয় ত অসুখ হ'তে পারে। এখন একটু বিশ্রাম কর, বেলা শেষে যদি পার—নিয়ে আসবে।

সুমদ। ঐ ত বেলগাছটা কাছে। ভেবো না মা, এখনই আমি নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান

দুর্ম্মদ। সুমদ গেল নাকি মা?

অঞ্জনা। হাঁ বাবা, ঐ ত ছুটে যাচ্ছে—বারণ শুনলে না।

দুর্ম্মদ। ক্ষুধায় অস্থির ক'রে তুলেছে, খাবার বস্তু দেখেছে, অমনি ছুটেছে—নিষেধ শুনবে কেন?

অঞ্জনা। নিজের চেয়েও যে, সে আমাদের ভাবনা বেশি ভাবে।

দুর্ম্মদ। তাই ত মা! অন্ধ হ'য়ে আমিও যে, ঐ বালকের গলগ্রহ হ'য়ে পড়েছি। আমাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম ক'রে সুমদের শরীর যে ভেঙে যাবে।

অঞ্জনা। ঐ যে বেল নিয়ে ছুটে আসছে। কত আনন্দ!

[সুমদের প্রবেশ]

সুমদ। এই দেখ মা, কত বড় বেল—কেমন পাকা ?

অঞ্জনা। সত্যি, এত বড় বেল আমি আর কখনো দেখি নি। এখন খাও।

সুমদ। তুমি খাও—দাদাকে দাও—পরে আমি খাব।

দুর্ম্মদ। তুমি আগে খাও মা, তোমার প্রসাদ পাব আমরা দু'ভাই।

অঞ্জনা। [নারায়ণকে নিবেদন করিয়া নিজে একটু মুখে দিয়া] এই নাও—তোমরা দু'ভাই খাও।

সুমদ। সব আমাদের দিলে কেন মা ? এইটুকু তুমি খাও—আর এইটুকু আমরা খাই। দাদা !

দুর্ম্মদ। সুমদ !

সুমদ। মা খেয়েছে, এস—আমরা দু'ভাই মায়ের প্রসাদ খাই।

দুর্ম্মদ। [সরোদনে] ভাই রে ! আমাদের এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের দিনে কোথায় আমি এনে তোদের খাওয়াব—আমি তোদের রক্ষণাবেক্ষণ করব, আর দৈববিড়ম্বনায় আমি আজ তোমার মত বালকের দুর্ব্বহ বোঝা হ'য়ে পড়েছি।

সুমদ ! দাদা ! দাদা ! [দুর্ম্মদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া রোদন]

দুর্ম্মদ। কাঁদ্‌ছ ভাই কাঁদ্‌ছ ? কেন কাঁদ্‌ছ প্রাণাধিক ?

সুমদ। দাদা, আমি তোমার কনিষ্ঠ—আমি তোমার দাস, আমি এনেছি ব'লে অভিমান ক'রে কি তুমি খাবে না ?

দুর্ম্মদ। তোমার মত স্নেহের অনুজের ওপর কি অভিমান সাজে ? অভিমান করি নি ! তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই তরুণ বয়সেই তোমার গলগ্রহ হ'য়ে পড়্‌লুম, কেমন ক'রে তুমি এ দুর্ব্বহ ভার বইবে, ভাই, সেই ভেবে আমি বড়ই আকুল হ'য়েছি।

সুমদ। ভেবো না দাদা আমি পারব! তোমাদের সেবাতেই আমার পরম আনন্দ—তোমাদের সেবাতেই আমার পরম শান্তি—তোমাদের সেবাই আমার জীবনের ব্রত। এস দাদা, মায়ের প্রসাদ খাই।

অঞ্জনা। দুর্মদ!

দুর্মদ। মা!

অঞ্জনা। কেন বাবা অশ্রুপাত করছ? খাও দু'ভাই—নারায়ণকে ধন্যবাদ দাও যে, এ দুঃসময়ে এমন একটি ভাই পেয়েছ।

দুর্মদ। এস ভাই, আমরা খাই। [উভয়ে খাইতে উদ্যত]

[সহসা কাপালিকবেশে পবনের প্রবেশ]

পবন। [প্রবেশ পথ হইতে] কে আমার যত্ন-রক্ষিত শ্রীফল চুরি ক'রে নিয়ে এলি? ঐ যে—ঐ যে তস্করেরা আমার ফল নির্জ্জনে ব'সে খাচ্ছে। আরে—আরে দুর্ব্বৃত্তগণ! এই মুহূর্ত্তে তোদের ধ্বংস করব। [ত্রিশূলোদ্যত]

সুমদ। [দ্রুত গিয়া নত জানু হইয়া] অভাগিনী জননীকে হত্যা করবেন না প্রভু! রাজরাণী হ'য়ে মা আমার কাঙালিনী। কোন অপরাধ নাই তাঁর। আর ঐ দেখুন প্রভু! আমার অন্ধ দাদা, কোন দোষ নাই তাঁর। ফল আমিই পেড়ে এনেছি—আমিই দোষী—আমায় শাস্তি দিন্—ঐ ত্রিশূল আমার বুকে বসিয়ে দিন্।

অঞ্জনা। [জানু পাতিয়া] নিতান্ত অবোধ এ বালক অনাহারে—অনিদ্রায় আজ তিন দিন কাটিয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হ'য়ে বাবা আমার না বুঝে ঐ ফলটি পেড়ে এনেছে। ক্ষমা করুন প্রভু!

পবন। ক্ষমা করব? এ অপরাধের কি ক্ষমা আছে? এই বিশাল মরুভূমে বহু যত্নে আমি এই মরূদ্যান রচনা করেছি, যাতে ক্লান্ত পথিক এসে বিশ্রামলাভ করতে পারে। সর্ব্বার্থসাধিনী তারার কাছে মানসিক

করেছিলাম যে, আমার মরূদ্যানের প্রতি তরুর প্রথম ফল মাকে দেবো। যে সেই ফল ছিঁড়ে নেবে, তাকে মায়ের সাম্‌নে বলি দেবো। বল্—তোদের মধ্যে কে এ ফল ছিঁড়ে এনেছে ?

সুমদ। আমি এনেছি প্রভু! আমি।

দুর্ম্মদ। অবোধ—অবোধ, অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন প্রভু!

পবন। মার্জ্জনা করব? এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। পাতকীর সাজা দেবো—কালী মা'র সম্মুখে বলিদান করব। চল্ পাপাধম! [হস্ত ধারণ]

অঞ্জনা। রক্ষা করুন দেবতা! এর পরিপর্ত্তে আমায় বলিদান করুন।

পবন। কারো কথা শুন্‌ব না। স'রে যাও নারি! স'রে যাও।

অঞ্জনা। আমায় হত্যা না ক'রে আমার পুত্রকে নিতে পার্‌বেন না।

দুর্ম্মদ। আপনার মরূদ্যানের বৃক্ষ-প্রসূত ফলে তিনটি প্রাণীকে রক্ষা ক'রে যে অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করেছেন প্রভু! এ অবোধ বালককে বধ ক'রে—প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে কি তার চেয়ে অধিক পুণ্য লাভ কর্‌তে পার্‌বেন ?

পবন। তোর কাছে আমি সে উপদেশ নিতে আসি নি বর্ব্বর! চল্ পাপাধম! [গমনোদ্যত]

সুমদ। একটু—একটু সবুর করুন ঠাকুর! মা! মা! কেন কাঁদ্‌ছ মা? দাদা! দাদা! এস, আজ জন্মের মত তোমায় খাইয়ে দিয়ে যাই। প্রাণে এইটুকু শান্তি নিয়ে যাচ্ছি—তোমাদের জীবিত রেখে যাচ্ছি। এর পর কি হবে, নারায়ণ জানেন। এই নাও দাদা খাও; পরে আর আমি খাওয়াতে আস্‌ব না।

দুর্ম্মদ। ভাই রে! যে ফল তোমার মুখের গ্রাস হ'তে কেড়ে নিলে—যে ফলের জন্য তোমার মত ভাইকে হারাতে বসেছি, সেই ফল আমি

খাব ? [নতজানু হইয়া] এই অন্ধের নুড়িটি কেড়ে নেবার পূর্ব্বে নিষ্ঠুর ! আমার বুকে তোমার ওই হিংস্র ত্রিশূল বসিয়ে দাও।

পবন। নিষ্পাপকে আমি দণ্ড দোব কেন ? আয় হতভাগা !

[সুমদকে লইয়া প্রস্থান

অঞ্জনা। রাক্ষস—রাক্ষস—ঐ যে রাক্ষসে আমার সুমদকে নিয়ে গেল !

[দ্রুত প্রস্থান

দুর্ম্মদ। মা ! মা ! শক্তি তুমি, আমার হৃদয়ে শত-সহস্র মদমত্ত হস্তীর শক্তি জাগিয়ে দাও—হাতে অস্ত্র দাও, কাপালিকবেশী দস্যুকে আমি এই মুহূর্ত্তে শেষ ক'রে দিই। বিশাল বদন ব্যাদানে ঐ নর-পিশাচকে গ্রাস করতে পারিস্ মা সর্ব্বসংহা ধরিত্রী ? এ পৈশাচিক খেলা দেখ্‌তে পারছিস্ ? একটা বিরাট্ ভূমিকম্পে ঐ পাপাসুরকে নিয়ে রসাতলে যা। কৈ মা ? কৈ মা ? পুত্রশোকে পাগলিনী কাঙালিনী জননী আমার কৈ রে ? কোন্‌দিকে ছুটে গেল রে ? ওগো সহৃদয় বীরগণ ! কে কোথায় আছ—একবার ছুটে এস। হাত ধ'রে আমায় একবার নিয়ে যেতে পার ?

[গায়বেব প্রবেশ]

গায়ব। কে তুমি অভাগা, এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মাথার চুল উপ্‌ড়ে ফেল্‌ছ ? শারদীয় প্রভাতের মেঘের মত এক-একবার এক-একটা বিরাট্ হাহাকার ক'রে উঠ্‌ছ, কে তুমি ?

দুর্ম্মদ। কে আমি শুন্‌বে ? না—না শুনে কাজ নাই। পরিচয় শুনে হয় ত আমার সহায়তা করবে না। বিপন্ন আমি—বড় বিপন্ন ! শুন্‌বে—শুন্‌বে ? আমার পিতা হয়গ্রীব যখন—

গান্ধব। পাপী হয়গ্রীবের পুত্র তুমি? মহানারকী শঙ্খগ্রীবের ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি? তোমায় হত্যা করব। আমার পৌত্র বিরাবের সংহারের প্রতিশোধ নেবো—দানব-বংশ বিলোপ করব। [কৃপাণোদ্যত]

দুর্ম্মদ। তাই কর, ওগো, তাই কর। পিতার আর পিতৃব্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুধু সুমদ করবে কেন? শুধু জননী করবে কেন? এস বন্ধু! এই অকর্ম্মণ্য অন্ধের বক্ষে শাণিত কৃপাণ বসিয়ে দাও। পিতার আর পিতৃব্যের পাপের প্রায়শ্চিত্তের সর্ব্বপ্রথম অধিকার আমার।

গান্ধব। অন্ধ তুমি? তবে কি তুমি মহাপ্রাণ দুর্ম্মদ? যে রাজর্ষি মনুকে রক্ষা করতে গিয়ে অশেষ নির্যাতিত হ'য়েছে?

দুর্ম্মদ। অনুমান মিথ্যা নয়, আমায় দয়া কর—আমায় বধ কর। কাপালিক আমার ভাইকে বলি দিতে নিয়ে গেছে, অভাগিনী মা'ও উন্মাদিনীর মত ছুটে গেছে—আর আমি—

গান্ধব। এস মহাপ্রাণ! তোমায় কুটীরে নিয়ে যাই। তাঁদের উদ্ধার আমিই করব।

[হস্ত ধরিয়া প্রস্থান

—চতুর্থ দৃশ্য—

বৈজয়ন্ত—নন্দন-কানন

[ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র। আনন্দ কর—উৎসব কর—স্ফূর্ত্তি কর। সুরারি হয়গ্রীব বন্দী—শঙ্খগ্রীব বন্দী—দৈত্যগুরু উগ্রাচার্য্য বন্দী—সুমদ বন্দী—দৈত্যরাণীও বন্দিনী। সাজাও তোরণমালা পুষ্পদামে—বাজাও শঙ্খ—বাজাও ঘণ্টা। আমোদ কর—আহ্লাদ কর—স্ফূর্ত্তি কর। কৈ নর্ত্তকীগণ! সব নাচ'—গাও—নাচ' গাও—মধুর ঝঙ্কারে দিগন্ত মুখরিত কর। চেয়ে দেখ—কাননে কি যেন এক নবীন শোভা ফুট্‌ল!

[গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ]

অপ্সরাগণ—[নৃত্যসহ]

গান

কি শোভা ফুটিল আজি কাননে।

ফুটন্ত পারিজাত, অফুরন্ত সৌরভ

ভেসে আসে ওই মৃদু পবনে॥

ওই মল্লিকা মালতী, চামেলী, বেলা,

বুঝি রূপের হাটে সই বসেছে মেলা,

কিবা, বিতরে সুরভি, আলাপে পূরবী

অস্তমান হেরি ম্লান তপনে।

ওই তরুশাখা 'পরে পাপিয়া,

সুধারে সুধায় ধারা ঢালিয়া,

তার আকুল পিয়াসা, মেটে না ক' আশা,

সিতেছে জাগারে সঙ্গোপনে॥

ইন্দ্র। আবার গাও—আবার সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ কর—প্রাণে আনন্দের লহরী তুলে দাও।

অপ্সরাগণ—[নৃত্যসহ]

গান

আজি নন্দনবনে আনন্দ ঢালিল কে।
ও কে আসিল রে॥
বসন্ত-সুষমা বিথারি উঠিল,
অলিকুল মেতে তাই কি ছুটিল,
পরিমল লুটিতে ;—
ওই মনোরম বিকশিত নীপ-কুঞ্জে,
মধুলোভা মধুকর কিবা গুঞ্জে,
সাজিয়া প্রকৃতি সুষমার পুঞ্জে
(তার) সাধের বীণা লইল সে॥

[বৃহস্পতির প্রবেশ]

বৃহ। [প্রবেশ পথ হইতে] দেবরাজ !

[অপ্সরাগণের প্রস্থান

এ কি কর্‌ছ পুরন্দর ? কিসের এত সমারোহ—কিসের এত আড়ম্বর —কিসের এত উৎসব ?

ইন্দ্র। দানব জয়ের উৎসব। স্বর্গ আজ নিঃশত্রু—দেবতা নিশ্চিন্ত।

বৃহ। দেব-বিজয়ী দৈত্যপতি হয়গ্রীব-শঙ্খগ্রীব বর্ত্তমান—স্বর্গ নিঃশত্রু ? দেবতা নিশ্চিন্ত ?

ইন্দ্র। তারা নির্জিত—তারা পরাস্ত—তারা দেবতার বন্দী।

বৃহ। দেবতার বন্দী নয় তারা দেবরাজ ! নিজের জালে বন্দী। ভগবতীর অভিশাপে নারী-নির্য্যাতনে তারা নির্জিত—উগ্রাচার্য্য-অভিশাপে

তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাই তারা বন্দী। বন্দী সম্মুখ আহবে নয়, আমার চূড়ান্ত কূট-কৌশলে।

ইন্দ্র। আপনার সুমন্ত্রণায় চিরদিন আমরা নিরাপদ্, আজও নিরাপদ্।

বৃহ। এখনও নিরাপদ্ নও বাসব! জগতে দানবের মত একনিষ্ঠ বীর সাধক অদ্ভুত উদ্যমশীল জাতি আর নাই। সাধন বলে তারা আবার শাপমুক্ত হ'য়ে—আবার নবশক্তি লাভ ক'রে—উদ্দাম ভূমিকম্পের মত ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠে সমস্ত চূর্‌মার্ ক'রে দিতে পারে। আবার ভীষণ ঝঞ্ঝার মত ত্রৈলোক্যের ওপর দিয়ে ব'য়ে যেতে পারে।

ইন্দ্র। হ'ক্ তারা শাপমুক্ত—উঠুক্ তারা ভূমিকম্পের মত—আসুক্ তারা ঝঞ্ঝার মত। কোন শঙ্কা করি না—যতক্ষণ আপনার সদয় সহায়তা পাব গুরুদেব! সবিস্তারে বলুন প্রভু, কি কৌশলে দুর্ম্মদ দানবদের বন্দী কর্‌লেন?

বৃহ। বিশাল বাহিনী সঙ্গে যখন তারা স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হ'ল—হিমাদ্রির সানুদেশ তোমারই দূতরূপে হয়গ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে বল্‌লেম—"দেবতারা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে অনিচ্ছুক। স্বর্গের উচ্চতম সম্মানে ভূষিত ক'রে আপনার অধীনতা স্বীকার কর্‌তে তারা প্রস্তুত। আপনাদের সংবর্দ্ধনার জন্য বিশাল মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছে।" আমার কথায় প্রত্যয় ক'রে; বাছা বাছা বীরপুঞ্জ সঙ্গে ক'রে তারা এসে বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত মণ্ডপে প্রবেশ কর্‌লে। প্রবেশ মাত্রেই অপূর্ব্ব শৃঙ্খলে তারা শৃঙ্খলিত হ'ল। দেবতারা দৈত্যবীরদের হত্যা করেছে, আর হয়গ্রীব—শঙ্খগ্রীব—উগ্রাচার্য্যকে স্বর্গে এনে অবরুদ্ধ রেখেছে।

ইন্দ্র। চমৎকার আপনার এ উদ্ভাবনা! অদ্ভুত আপনার এ আবিষ্কার! চিরদিন কারাগারে তাদের অট্‌কে রাখ্‌ব, আর নিয়ত সুরা-নারী দিয়ে

তাদের নরকের প্রেত সাজাব। সুরা-নারীই তাদের নরকের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ক'রে রাখ্‌বে। দৌবারিক!

[দৌবারিকের প্রবেশ]

বন্দীদের এখানে নিয়ে এস।

দৌবা। [অভিবাদন]

[প্রস্থান

বৃহ। তোমার মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে পুরন্দর! তাই তোমার গতি হচ্ছে —পাপের পিচ্ছিল পথে। মহাপ্রলয় বুঝি একেবারে ঘনিয়ে এসেছে, তাই জগতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত দেবতার আদর্শ চরিত্র ঘোর কৃষ্ণান্বিত। দিব্যচক্ষে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি ইন্দ্র! তোমার এ কুৎসিত পাপের শাস্তি অতি ভয়ানক।

[শৃঙ্খলিত হয়গ্রীব, শঙ্খগ্রীব ও উগ্রাচার্য্যকে লইয়া দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ]

ইন্দ্র। [সহাস্যে] স্বর্গ জয় ক'রে বোধ হয় হয়গ্রীব! খুব সুখে আছ?

হয়। তোমার মত ভীরু কাপুরুষ যেখানকার রাজা, সেই স্বর্গ জয় করা অতি তুচ্ছ—একটা তুড়ি মাত্র।

ইন্দ্র। তুড়ী দিয়ে জয় কর্‌তে এসেছিলে ব'লেই ত হাতে লোহার বলয় পরেছ?

হয়। বন্দী ক'রেছ ব'লে গৌরব করছ ইন্দ্র? দেবতা শঠ—কুটিল—ভীরু; দানব সরল—উদার—বীর। কূট-কৌশলে আমরা বন্দী, সম্মুখ সংগ্রামে নয়। এই শাঠ্যের—এই কৈতবের গৌরব করছ নির্লজ্জ?

শঙ্খ। মনে পড়ে বাসব! কত শত বার ঐ কিরীট-শোভিত উচ্চশিরে দৈত্যের পাদুকা বহন করেছিলে? স্বচ্ছ দর্পণে একবার নিজের মুখ যদি দেখ ত দেখ্‌তে পাবে—দানবের পাদুকা ব'য়ে ব'য়ে মাথার চুল উঠে গেছে। অতীতের স্মৃতি একেবারে মুছে ফেলেছ নির্লজ্জ? অধিক দিনের কথা নয় ইন্দ্র, এই দৈত্যরাজ হয়গ্রীবের অসীম উদারতায়—অশেষ করুণায় বন্দী দেবতা তোমরা কারামুক্ত হ'য়েছিলে। নিতান্ত বেহায়া ব'লেই আজ তুমি তোমার এ প্রতারণার অহঙ্কার করছ।

উগ্রা। আমার বাক্য উপেক্ষা ক'রে এই ঘৃণিত কুক্কুরদের মুক্তি দিয়েছিলে তোমরা, এ শাস্তি সেই মহত্ত্বেরই ফল। এ পিশাচদের তখন কঠোরতম সাজা দেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হ'লে তবে এরা পূজা করত। জগতের সভ্য পূজ্য হচ্ছে তারা, যারা অন্যায় ক'রে মার দেয়, আর অসভ্য ঘৃণ্য হচ্ছে তারা, যারা মুখ বুজে মার খায়।

বৃহ। নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত তোমার অসার গর্জ্জন খুবই শুন্‌তে পাচ্ছি উগ্রাচার্য্য! হাতীর জোর শুঁড়ে—কুকুরের জোর ল্যাজে—নারীর জোর চোখে—বাচালের জোর মুখে শুন্‌তে পাই। উগ্রাচার্য্য! শিষ্যদের রক্ষার ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত কি করেছ?

উগ্রা। শাঠ্য জানি না বৃহস্পতি! শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তুমি পয়োমুখবিষকুম্ভ—বকের মত ভণ্ড—কাকের মত ধূর্ত্ত—ফেরবের মত ছলনাময়। ভীষণ সংগ্রামে দেবতার নিশ্চিত পরাভব জেনে শাঠ্যের আশ্রয় নিয়েছ।

বৃহ। নিয়েছি। সাম দান, দণ্ড ভেদ এই নীতি চতুষ্টয় ত শত্রুকে নির্জ্জিত করবার জন্যই অবলম্বিত হয়। তোমার মত রাসভের মাথায় যদি এ কৌশল জোগাত, তুমি এ পথ অবলম্বন করতে উগ্রাচার্য্য! যেমন নির্ব্বোধ তুমি, তেমন বোকা তোমার শিষ্যেরা।

শঙ্খ। বড় তীব্র এ শ্লেষ—বড় তীব্র এ বিদ্রূপ! শৃগালের কপটতায় মত্ত করী পঙ্কে পতিত! যদি একবার এ শৃঙ্খল ছিন্ন কর্‌তে পার্‌তাম ত বুভুক্ষিত সিংহের আক্রোশে লাফিয়ে প'ড়ে শত্রুর ঘাড় কাম্‌ড়ে ধর্‌তাম। বিরাট্ গৈরিক নিঃস্রাবের মত ঝাঁপিয়ে পড়্‌তাম। পার্‌ব না—পার্‌ব না—ছিন্ন কর্‌তে পার্‌ব না? [চেষ্টা]

ইন্দ্র। বৃথা চেষ্টা শঙ্খগ্রীব! দুর্ব্বল পঙ্গুর গিরিশৃঙ্গ লঙ্ঘনের মত এ তোমার নিতান্ত দুশ্চেষ্টা। তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবো হয়গ্রীব!

হয়। উত্তম, শাস্তি দেবে—দাও; তার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি।

ইন্দ্র। শাস্তি বড় কঠোর হয়গ্রীব! পবন!

[সুমদ সহ পবনের প্রবেশ]

পবন। এই যে দেবরাজ! বন্দীকে নিয়ে এসেছি।

ইন্দ্র। কি শাস্তি দেবো হয়গ্রীব! বুঝ্‌তে পার্‌ছ? বলির আয়োজন কর পবন!

হয়। পিতার চোখের সমুখে পুত্রহত্যা কর্‌বে, এ তোমার মত দুর্ব্বলের পক্ষে আশ্চর্য্য নয় ইন্দ্র। সুমদ!

সুমদ। বাবা! বাবা! আপনিও বন্দী? কাকাও বন্দী? গুরুদেবও বন্দী? এ নিষ্ঠুর পিশাচেরা কি ছলনায় আপনাদের বন্দী করেছে?

শঙ্খ। তুমিও কি তা' হ'লে ছলে বন্দী হয়েছ?

সুমদ। হাঁ কাকা, দাদাকে আর মাকে নিয়ে আমি বনে ছিলুম। তিনদিন উপবাসী—মৃতকল্প। একটা পাকা বেল পেড়ে এনে আমরা খাচ্ছিলুম, এমন সময়ে এই কপট পবন কাপালিকবেশে গিয়ে আমায় ধ'রে নিয়ে এল। জানি না কাকা, আমার অভাগিনী মা আর অন্ধ দাদা শোকে বেঁচে আছে কি না? প্রাণ যায় পিতা! এ কয়দিন জলবিন্দুও খেতে পাই নি'।

শঙ্খ। এই নীচতার জন্যই বুঝি এরা বিশ্বপূজ্য দেবতা? জানি না—লোকে কেন এই ঘৃণিত দেব-চরিত্রের সহিত মহতের চরিত্রের তুলনা ক'রে থাকে?

ইন্দ্র। যাও বায়ু! বন্দিনীকে নিয়ে এস।

পবন। বন্দিনী!

ইন্দ্র। আশ্চর্য্য হচ্ছ পবন? পুত্রশোকাকুলা দৈত্যরাণী যখন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পোড়ছিল, বরুণ তাকে বেঁধে এনে অন্ধ কারাগারে আট্‌কে রেখেছে। যাও—নিয়ে এসে।

[পবনের প্রস্থান

সুমদ। দেবতা তবে নরকের প্রেত? এত নীচ—এত নীচাশয় পিতা?

হয়। চুপ্—কথা ক'য়ো না; প্রেতপুরে প্রেতের খেলা দেখে যাও।

[অঞ্জনা সহ পবনের প্রবেশ]

অঞ্জনা। [প্রবেশ পথ হইতে] ওগো! আমায় ছেড়ে দাও—আমার সুমদকে একবার দেখে আসি। বাছা আমার বেঁচে নাই। তিনদিনের উপবাসী বাছাকে খেতে দিলে না! সুমদ! বাপ্!

সুমদ। মা! মা! এই যে আমি।

অঞ্জনা। কৈ—কৈ তুমি বাবা? বন্দী তুমি?

সুমদ। শুধু আমি বন্দী নই মা! পিতা বন্দী—পিতৃব্য বন্দী—গুরুদেব বন্দী! ঐ চেয়ে দেখ—

অঞ্জনা। এ দৃশ্য দেখ্‌বার আগে আমার চোখ দুটো কেন অন্ধ হ'ল না? একটা বজ্রাঘাতে বুকটা কেন চৌচির হ'য়ে গেল না? দয়া ক'রে কেউ আমায় একখানা ধারাল অস্ত্র এনে দাও—আমি আমার পাষাণ বুকে আমূল্য বসিয়ে দি'।

ইন্দ্র। যে অপমান করেছিলে হয়গ্রীব! আজ তোমায় তার

শত-সহস্রগুণ অপমান করব। পবন! পতি-পুত্রের সমক্ষে নারীকে বিবস্ত্রা কর।

বৃহ। কি বল্‌লি দুর্ম্মতি! দেবতার রাজা হ'য়ে সতীর অবমাননা করবি, এত নিকৃষ্ট আত্মা তোর? জান্‌লাম—মহাপ্রলয় আগত। তবে আর কেন পাপসংসর্গে থাকি? আর তিলার্দ্ধ নয়। এ স্থান এখনি পরিত্যাজ্য। যাবার সময়ে ব'লে যাই ইন্দ্র! এতখানি পাপ ভগবান্ সইবেন না—চাকা ঘুর্‌বেই ঘুর্‌বে। শাস্তি তার বড় কঠোর।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। গুরুদেব! না—যাক্। পবন! নারীকে বিবস্ত্রা কর।

সুমদ। দেবরাজ! দেবরাজ! আমার মায়ের মুক্তি দাও। তার বিনিময়ে প্রতপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে আমার চোখ উপ্‌ড়ে ফেলে দাও—তুষানলের মাঝে আমায় দাঁড় করিয়ে রাখ—জীয়ন্তে চামড়া খসিয়ে মার'। [নত জানু হইলেন]

ইন্দ্র। [পদাঘাত করিয়া] দূর হ' বর্ব্বর! কোন কথা শুন্‌ব না—উলঙ্গ কর পবন!

পবন। দেবরাজ!

ইন্দ্র। আমার আদেশ।

পবন। তোমার আদেশের দাস আমি। [বস্ত্রাঞ্চল ধারণ]

সুমদ। [উঠিতে উঠিতে] ভয়ে জড়-সড় হ'য়ে কাঁপ্‌ছ কেন মা? পতি-পুত্রের সাম্‌নে উগ্রচণ্ডা ত উলঙ্গিনী। উলঙ্গিনী হও মা মহাশক্তি! করাল কৃপাণ ধর—এই পিশাচদের বধ ক'রে জগতে নূতন নাটকের সৃষ্টি কর।

ইন্দ্র। হয়গ্রীব, শঙ্খগ্রীব আর উগ্রাচার্য্যকে পিঠ মোড়া ক'রে বেঁধে এই নারীকে বিবসনা কর। আমি এদের সাম্‌নে এই বালককে বলিদান করি।

হয়। ইন্দ্র! তোমার এ পৈশাচিক নির্ম্মম কর্ম্মে আমি আদৌ বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই। যে দেবাধম কামুক লালসার বশে গুরুর বেশ ধ'রে মাতৃসমা মহীয়সী গুরুপত্নীকে হরণ করতে পারে—যে দেবপশু প্রসুপ্ত মাতৃ-গর্ভে প্রবেশ ক'রে গর্ভস্থিত ভ্রাতাকে কেটে উনপঞ্চাশ খণ্ড করতে পারে—যে পাপিষ্ঠ সাধক ভক্তের পীড়ন করতে পারে, পরস্ত্রীকে বিবস্ত্রা করবে সে, এতে আর বিচিত্রতা কি?

শঙ্খ। আর যে লম্পট পবন, মলয় হাওয়ারূপে রমণীর বসন উড়িয়ে নিয়ে তাকে বিবস্ত্রা করতে চায়, পরস্ত্রীর বসন সে খুলে নেবে, এ আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

পবন। লহনার কথা মনে আছে লম্পট শঙ্খগ্রীব?

শঙ্খ। ভ্রম—একটা বিরাট্ ভ্রম! তাতেও দেবতা তোমরা দোষী। মদন-রতির সহয়তায় আমায় নরকের আঁস্তাকুড়ে নামিয়ে দিয়েছ।

উগ্রা। বিশ্ববাসি! চেয়ে দেখে—ভেবে দেখ—বুঝে দেখ অসুর কে? সাধন বলে বলীয়ান্ যে, অসুরদের বধের জন্য ভগবান্‌কে এক-একটা অবতার গ্রহণ করতে হয়, সেই অসুররা পূজ্য—না এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিলাসী দেবতারা পূজ্য?

পবন। সুন্দরী! কোমরে আঁচল জড়ালে আর কি হবে? দয়া ক'রে ছেড়ে দাও। আর কেন টানাটানির কষ্টটা দেবে।

অঞ্জনা। আমার স্বামী নও—আমার পুত্র নও—আমার প্রাণ নও, আমার ইজ্জৎ নষ্ট ক'রো না।

হয়। অঞ্জনা!

অঞ্জনা। স্বামী!

হয়। বাড়ীতে তোমার বহু দাস-দাসী ছিল না?

অঞ্জনা। ছিল।

হয়। দাস-দাসী না হ'লে তোমার চল্‌ত না, তাই তাদের সুখে দুঃখে—বিপদে সর্ব্ব বিষয়ে সময়ে তুমি দেখা-শোনা তত্ত্বাবধান করতে, আর তারা নিশ্চিন্ত মনে তোমার কাজ ক'রে যেত নয় কি ?

অঞ্জনা। নিশ্চয়।

হয়। আমরাও সেই পরব্রহ্মের দাসদাসী। আমরা না হ'লে তাঁর চলে না। আমাদের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে তিনিই দেখা-শোনা করছেন। চিন্তা করছ কেন প্রিয়ে ? তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ কর—তাঁর যা অভিরুচি, তিনি করবেন।

ইন্দ্র। আর অপেক্ষা কেন পবন ! [সুমদকে আঘাতে উদ্যত]

অঞ্জনা। [পবন কর্ত্তৃক বস্ত্রাকর্ষিত হইয়া যুক্ত করে] কোথায় মা জগত্তারিণী দুর্গতিনাশিনী দুর্গে ! কোথায় মা সতি ! সতীর মান রক্ষা কর।

[খড়্গহস্তে দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। ভয় নাই—ভয় নাই। সতীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই আমি সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি ধরেছি। ইন্দ্র বধ করব—দেবতা বধ করব—সৃষ্টি সংহার করব। [খড়্গ উদ্যত]

[দ্রুতপদে শিবের প্রবেশ]

শিব। রক্ষ কর শঙ্করি ! সৃষ্টি বিলোপ ক'রো না—দেবতা বধ ক'রো না।

দুর্গা। নিষেধ করছ নাথ ? ঐ চেয়ে দেখে—ভক্তের নিগ্রহ ! ঐ চেয়ে দেখ—সতীর লাঞ্ছনা !

শিব। ভক্তের নিগ্রহ—আর সতীর লাঞ্ছনা করছে দেবতারা ? দেবতা দেবত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে নারকী পিশাচ হ'য়েছে ? এস তবে আদ্যাশক্তি !

পুরুষ-প্রকৃতি মিলিত হ'য়ে বিশ্ব-সংসার মহা প্রলয়ে ডুবিয়ে দিই।
[ক্রোধমূর্ত্তি ধারণ]

[দ্রুতপদে নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। এখনও সে মহাপ্রলয়ের সামান্য কিছু বাকী আছে মহাকালি!

শিব। এখনও বাকী? দেবতা পাপের চরম সীমায় পৌচেছে—বিশ্ব পাপে ছেয়ে ফেলেছে—এখনও বাকী?

নারা। এখনও জগৎ সম্পূর্ণ পুণ্যশূন্য হয় নাই—ক্ষীণ আলোক রশ্মির মত এখনও স্থানে স্থানে পুণ্যের দীপ্তি আছে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে দেবতা পাপের চরম সীমায় পৌছবে। এ ত নিয়তির নিয়ম! ক্ষান্ত হও আশুতোষ! ইন্দ্র! এইবার তোমার শেষ।

[শিব সহ প্রস্থান

দুর্গা। [বন্দীদিগকে মুক্তি করিয়া] ওঠ বুভুক্ষিত হর্য্যক্ষ! অমিত-বিক্রমে আক্রমণ কর—শত্রুর শাস্তি দাও।

[দ্রুত প্রস্থান

হয়। বজ্রধর! বজ্র ধর—যুদ্ধ কর; না হয় দাঁতে তৃণ ল'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

শঙ্খ। আবার ক্ষমার কথা বলছ দাদা? ক্ষমা নাই। এস পবন!

[ইন্দ্র, হয়গ্রীব, পবন ও শঙ্খগ্রীব
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

উগ্রা। [সুমদ ও অঞ্জনাকে মুক্ত করিয়া] চল সুমদ! চল মা! তোমাদের নিয়ে দৈত্যশিবিরে যাই। দেবতাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ! এখনই দানব-সৈন্য সঙ্কলন করতে হবে।

[সকলের প্রস্থান

—পঞ্চম দৃশ্য—

দৈত্যপুরী—বাসন্তীর কক্ষ

[সুপ্ত শিশুপুত্রের পার্শ্বে বসিয়া বাসন্তী চিন্তান্বিতা]

বাসন্তী। স্বর্গ জয় ক'রে তাঁরা ফিরে এসেছেন। সপ্তাহ ধ'রে বিজয়োৎসব চল্‌ছে। বাসন্তী-সুষমাসজ্জিতা স্বভাবের মত এ রাজ্য অভিনব সজ্জায় সেজেছে! শ্মশান সম রাজ্যে আবার সজীবতা দেখা দিয়েছে—নূতন শ্রী ফিরে এসেছে! সব ফিরে এসেছে—সব ফিরে পেয়েছি, ফিরে পাই নাই কেবল স্নেহময়ী দিদিকে—ফিরে পাই নাই স্নেহের দুর্ম্মদ আর সুমদকে। পাই নাই—বুঝি আর পাবও না। ও কি! ওই জানালাটা সহসা অমন খট্ খট্ ক'রে উঠ্‌ল কেন? ওখানেও কি তবে কেউ—না কে আর আস্‌বে? হাওয়ায় বুঝি! দেখে আস্‌ব নাকি? কি আর দেখ্‌ব? হাওয়ায় কাঁপ্‌ছে। তিনি—আমার স্বামী সভায় গেলেন কি এক গোপনীয় মন্ত্রণা করতে। ব'লে গেলেন, সন্ধ্যার পরই ফির্‌ব। রাত ত কম হয় নাই, এখনও কেন তবে ফির্‌ছেন না? ঐ বকুল গাছটায় ব'সে কোকিলা আজ অমন ক'রে চেঁচাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে যেন বিষাদের গাথা গাইছে। বড় করুণ! বড় করুণ! ওর ছানাটা ম'রে গেছে নাকি? ঐ আবার দরজাটা বাতাসের ঝাপ্‌টায় কেঁপে উঠেছে। না বাবা, ও কিছু নয়। এই আমার সোনার চাঁদ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাস্‌ছে। মরি মরি! কি মধুর হাসি! এমন সুধাভরা ঘুমন্ত হাসিটি আকাশের চাঁদেও নাই—[চুম্বন] ঘুমোও বাবা, তোমার কাছে আমি শুচ্ছি। [শয়ন]

[মৃদু পাদক্ষেপে ছুরিকা হস্তে লহনার প্রবেশ]

লহনা। [প্রবেশ পথ হইতে] আমার পুত্র হত্যা করেছে—আমি তার মা—প্রতিহিংসা নিতে এসেছি—প্রতিহিংসা নেবো। কালসাপিনী হ'য়ে এসেছি—ছোবল মারব—গরল ঢাল্‌ব—যা' শোণিতের সঙ্গে মিশে মর্ম্মে-মর্ম্মে তুষানলের জ্বালা জ্বালিয়ে দেবে—তাকে অস্থির ক'রে তুল্‌বে। শ্বেত ঋক্ষার জিঘাংসা নিয়ে আমি এসেছি—হৃতশাবা শার্দ্দূলীর আক্রোশ নিয়ে আমি এসেছি—রাক্ষসীর মূর্ত্ত প্রতিহিংসা নিয়ে আমি এসেছি, আমি ছাড়্‌ব না—আমি ক্ষমা করব না। [অগ্রসর হইয়া] মায়ের কোলে সুষুপ্ত শিশু—ফুটন্ত কুসুমের হাসিতে জ্যোৎস্না—বড় সুন্দর! ঐ যে তরুণ অরুণের রক্তিমা মাখা শিশুর নধর অধরে প্রাণ-মাতান মৃদু-মৃদু হাসি! এ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য—এ মনোরম ছবি নষ্ট করতে এসেছি রাক্ষসী আমি। পারব না—পারব না—পারব না। [দ্রুত কিয়দ্দূরে ফিরিয়া আসিলেন]

[ঋষিবেশে পবনের প্রবেশ]

পবন। পারতেই হবে। থম্‌কে দাঁড়ালে যে? যাও—

লহনা। না—না—আমি পার্‌ব না—আমি পার্‌ব না—

পবন। বীরজায়া—বীরপ্রসূ বীরাঙ্গনা তুমি শত্রুর উচ্ছেদ করতে পার্‌বে না?

লহনা। আর আমায় উত্তেজিতা করবেন না প্রভু! আমি পার্‌ব না। ঐ চেয়ে দেখুন—কোরকিত পারিজাত বড় সুন্দর! কেমন ক'রে ঐ সুন্দর মুকুলটি ছিঁড়ে ফেল্‌ব?

পবন। ওর চেয়েও সুন্দর—ওর চেয়ে প্রফুল্ল তোমার হৃদয়-উদ্যানের ফুটন্ত ফুলটিকে কেমন ক'রে নিষ্ঠুর নষ্ট করলে?

লহনা। যেটি গেছে, সেটিকে ত আর পাব না; যেটি আছে—সেটিকে কেন নষ্ট করি? মাপ কর্‌বেন প্রভু!

পবন। আমার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে মা?

লহনা। ক্ষমা করুন।

পবন। অধর্ম্ম ক'রে নরকে পড়্‌তে চাও?

লহনা। আমি যে মা—আমি যে মা—আমি যে মা!

পবন। কার মা? ঐ শিশুর—না বিরাবের? এই দেখ মা! [বিরাবের ছিন্নমুণ্ড দেখাইয়া] বিরাবের ছিন্নমুণ্ড প্রতিহিংসা নেবার জন্য কাতর চোখে তোমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। প্রতিহিংসা নেবার জন্যই ত এ মুণ্ড কাছে কাছে রেখে দিয়েছ। সে কথা ভুলে গেলে?

লহনা। ভুলি নাই—ভুলি নাই, প্রতিহিংসা নেবো। [ধীরে ধীরে অগ্রসর]

পবন। শোন মা! স্নেহময়ী তুমি, ঐ শিশুর রুচির মূর্ত্তি দেখে কিছুতেই ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পার্‌বে না। শোন, এক কাজ কর।

লহনা। কি কর্‌ব বলুন?

পবন। এই চিত্রপটখানা অতি সন্তর্পণে ঐ রমণীর বুকে রেখে দাও, আর এই পত্রখানা ডান হাতে।

লহনা। এতে কি হবে?

পবন। এতেই কাজ হবে। যাও—দেরি ক'রো না, হয় ত শঙ্খগ্রীব এখনই এসে পড়্‌বে।

[প্রস্থান

লহনা। এতে কি হবে জানি না। হ'ক্ না হ'ক্, শিশুহত্যা হ'তে ত অব্যাহতি পাওয়া গেল। [কথামত কাজ করিলেন]

[প্রস্থান

[শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। গভীরা রজনী—জন-প্রাণীর আর সাড়া-শব্দ নাই। এতক্ষণ কি বাসন্তী জেগে আছে? [অগ্রসর] একি দরজা উন্মুক্ত কেন? ঐ যে পুত্র-অঙ্কে বাসন্তী সুষুপ্তা! বুকের ওপর ওখানা কি? [হস্তে লইয়া] একি! এ যে আমার সখা চিত্রগ্রীবের আলেক্ষ্য! তবে কি—না—না, তা' হ'তেই পারে না! বোধ হয়, নূতন ছবিখানা সখা আমায় উপহার দিয়ে পাঠিয়েছে। বাসন্তী দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছে—তাই ছবিখানা বুকে রয়েছে। হাতে ও কি আবার! [পত্র লইয়া পাঠান্তে] এ কি সত্য? চিত্রগ্রীবের সঙ্গে গুপ্ত-প্রণয়? এ শিশু তার ঔরসজাত পুত্র? না—না—এ হ'তেই পারে না—এ আমি বিশ্বাস করব না—এ শত্রুর জাল-পত্র! [পরিক্রমণ] দ্বরজা উন্মুক্ত ছিল কেন? নিশ্চয়—নিশ্চয় আমি যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে-ছিলাম, তখনই এদের গুপ্ত প্রণয় হ'য়েছে। ঐ শিশু—ওঃ যুগপৎ সহস্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালা জ'লে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতিনি! [বাসন্তীকে পদাঘাত]

বাসন্তী। [সচকিতে উঠিয়া] উঃ! উঃ!! এ কি? [হস্তামর্ষণ]

শঙ্খ। এ পদাঘাত।

বাসন্তী। ও, তুমি এসেছ প্রিয়তম? কখন্ এলে? ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—টের পাইনি। কেমন ক'রে ঘরে ঢুক্‌লে?

শঙ্খ। দ্বরজা যে উন্মুক্ত ছিল।

বাসন্তী। উন্মুক্ত ছিল! উঁ-হুঁ—আমি নিজ হাতে বন্ধ করেছি।

শঙ্খ। কি শঠতা! উপপতি নিয়ে আমোদ করছিলি, সে চ'লে গেল—তার চিত্র বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলি—দরজা খোলা ছিল।

বসন্তী। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! তুমি কি বলছ প্রিয়তম?

শঙ্খ। আমি কি বল্‌ছি? বল্ ব্যভিচারিণি! এ কার ছবি বুকের ওপর নিয়ে ঘুমিয়েছিলি?

বাসন্তী। ও কে—আমি জানি না—আমি চিনি না। আমার বুকের ওপর কি ক'রে এল তাও জানি না।

শঙ্খ। এ পত্র কার ?

বাসন্তী। জানি না।

শঙ্খ। হাতে নাতে ধরা পড়ছিস্ তবুও অস্বীকার ? দুশ্চারিণি !

বাসন্তী। এ দুর্ব্বাক্য—এ গঞ্জনা শোন্‌বার পূর্ব্বে যদি পৃথিবী দীর্ণা হ'য়ে আমায় গ্রাস করত ত আমি সুখী হতাম। স্বামি! স্বামি! ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে—তোমার পাদস্পর্শে শপথ ক'রে বল্‌ছি—আমি অসতী নই।

শঙ্খ। গণিকার শপথে আমার আদৌ বিশ্বাস নাই।

বাসন্তী। বল—বল প্রিয়তম! কিঁ করলে তোমার বিশ্বাস হয় ?

শঙ্খ। স্বহস্তে ঐ ঘুমন্ত শিশুকে হত্যা কর্ দেখি, তবে বুঝ্‌ব তুই সতী।

বাসন্তী। তা' হ'লে—[সরোদনে] বল—বল নাথ! বিশ্বাস হবে ত ?

শঙ্খ। হবে—হবে—নিশ্চয় বিশ্বাস হবে।

বাসন্তী। কৈ—কৈ অস্ত্র কৈ ?

শঙ্খ। [তরবারি দিয়া] এই নে।

বাসন্তী। [লইয়া] ঐ যে নীল নভস্তলে পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে জগৎকে আলোকিত করছে—ঐ যে পাণ্ডুর তারকাপুঞ্জ ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ করছে—ঐ যে জোনাকি ঝিক্‌মিক্ করছে! ডুবে যাও চন্দ্র! নিভে যাও তারা! ম'রে যাও খদ্যোত! যেখানে যে আলোকটুকু আছে—সব নিভে যাও। নরক হ'তে নেমে এস অন্ধকার! বিরাট্ আঁধারে বিশ্ব-সংসার ছেয়ে ফেল! দশ মাস দশ দিন যাকে গর্ভে ধরেছি,

স্তন্যপান করিয়েছি, বুকে রেখে ঘুম পাড়িয়েছি, সেই কচি শিশুপুত্রকে স্নেহময়ী মা আমি হত্যা করছি। ঐ—ঐ বাতায়ন-পথে বায়ু আমার ঘরে ছুটে আসছে! বেরিয়ে গিয়ে এখনই সে এ নিষ্ঠুরতার কথা জগতের ঘরে-ঘরে ব্যক্ত করবে। দাও নাথ! জানালা বন্ধ ক'রে দাও। [শিশুর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া] বাবা! বাবা! ও হো-হো-হো! [কাঁদিয়া ফেলিলেন] স্বামি! [জানু পাতিয়া] তোমার ঔরসজাত এ দুধের ছেলে নিষ্পাপ! একে রক্ষা কর—আমার শিরশ্ছেদ কর। এ শিশুর জন্য তোমার মায়া-মমতা নাই?

শঙ্খ। কার জন্য মায়া-মমতা? অসতীর গর্ভজাত—

বাসন্তী। অসতীর গর্ভজাত! এই বিশ্বাস? [সরোদনে] পুত্র! বেঁচে থেকে যাবজ্জীবন এ কলঙ্ক-পশরা বওয়ার চেয়ে তোমার মরণই মঙ্গল। আমিই তোমায় সংসারে এনেছি—আমিই তোমায় বিদায় দিচ্ছি। [উদ্যত তরবারির পতন] বড় ভার! তুলতে পারছি না। আচ্ছা—আচ্ছা—পাষাণে আছড়ে—[তথাকরণ] শেষ—শেষ—শেষ ক'রে দিয়েছি।

শঙ্খ। [সরোদনে] বাসন্তি! বাসন্তি!

বাসন্তী। বল নাথ! আমি সতী?

শঙ্খ। তুমি সতী।

বাসন্তী। আবার বল।

শঙ্খ। তুমি সতী সাবিত্রী।

বাসন্তী। চেঁচিয়ে বল।

শঙ্খ। তুমি সতীলক্ষ্মী—তুমি সতীর পূর্ণ অবতার।

বাসন্তী। শিশুপুত্রকে একা পাঠিয়েছি, আমিও সঙ্গে যাই নাথ! [তরবারি দ্বারা নিজ বক্ষ বিদ্ধ ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু]

শঙ্খ। বাসন্তি! বাসন্তি! শেষ—শেষ—দীপ-নির্ব্বাণ! এ কার কুহকে প'ড়ে আমায় এমন সোনার প্রতিমা বিদায় দিলাম? বাসন্তি! এস প্রাণপুতলী আমার! [ধরিতে যাইয়া] ঐ আকাশ কাঁপ্‌ছে! এই বুঝি একটা উদগ্র ভূকম্পনে সব রসাতল ক'রে দিয়ে যায়! বাসন্তি! প্রাণাধিকে! ও কে বল্‌ছে—"ও পবিত্র প্রতিমা ছুঁয়ো না।" পিশাচ! কেন ছোঁব না—ও যে আমার পরিণীতা পত্নী। জাহ্নবীর মত ওর পবিত্র অঙ্গস্পর্শে আমিও পবিত্র হব। এস বাসন্তি! [স্কন্ধে স্থাপন] এস পুত্র! [বক্ষে স্থাপন করিয়া সরোদনে] কি নিষ্ঠুর খেলাই খেল্‌লাম! কে এ আগুন জ্বালালে?

লহনা। [নেপথ্য হইতে] আমি—আমি—আমি লহনা। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিলাম।

শঙ্খ। উঃ! নিষ্পাপ স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা কর্‌লাম? যাই—যাই, দাদাকে একবার আমার জীবনের এই নির্ম্মম দৃশ্যটা দেখিয়ে আসি।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

রোহিতাশ্ব দুর্গ

[একজন কৃষককে বন্ধন করিয়া আজবের প্রবেশ]

আজব। চাষী প্রজা হ'য়ে, তুই জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিস্?

কৃষক। জমীদারের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াই নি হুজুর!

আজব। তবে জমিদার কেন তোর নামে নালিশ করেছেন?

কৃষক। না খেয়েও সন-সন আমি জমীদারের খাজনা দিয়েছি, তবুও জমীদার বাবু আমার নামে তিন বছরের খাজনা বাকি ক'রে জোর তাগিদ্ দিচ্ছেন। গরীব আমি, এ মিথ্যা বকেয়া খাজনা কেমন ক'রে দেবো? কত কান্নাকাটি করেছি, তিনি শুন্‌লেন না। শেষকালে বলেছি হুজুর! আমি দিতে পার্‌ব না।

আজব। তার পর?

কৃষক। তার পর তিনি ঘর জ্বালিয়ে দিলেন—ভিটে-মাটি কেড়ে নিলেন—গাছতলায় বসালেন—শেষকালে আমার মেয়েটাকে—[রোদণ]

আজব। মিথ্যাকথা—মিথ্যা দোষারোপ! তুই যে গুরুতর অপরাধ করেছিস্—তার সাজা দোব—তোকে ফাঁসীকাঠে লট্‌কে দোব।

[সহসা মনুর প্রবেশ]

মনু। ফাঁসীকাঠে লট্‌কে দেবে আজব! কি অপরাধে?

আজব। কে? রাজর্ষি? এ সময়ে আপনি?

মনু। সে কথা পরে শুন্‌বে। এখন বল—এর অপরাধ কি?

আজব। অপরাধ খুবই গুরুতর। জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

মনু। জমীদার বোধ হয় তোমার অন্তরঙ্গ?

আজব। অন্তরঙ্গ না হ'লেও আমার পরিচিত বিশিষ্ট ভদ্রলোক। এ যুদ্ধে বিস্তর রসদ যোগাচ্ছেন।

মনু। তাই বুঝি এ গরীব বেচারার ফাঁসীর হুকুম দিচ্ছ?

আজব। বিচার করেছি।

মনু। বিচার? একে বল বিচার? ন্যায় বিচার করতে জান? এখন আস্‌বার সময়ে পথে সব তথ্য অবগত হয়েছি। অত্যাচারের জীয়ন্ত মুর্ত্তি বিশ্বাসপরায়ণ কামুক জমিদার লছ্‌মন সিং তার পাশব লালসা চরিতার্থ করবার অভিপ্রায়ে এর সুন্দরী কন্যাকে চেয়েছিল। না দেওয়াতে সে এর সর্ব্বনাশ ক'রে পথের ভিখারী করেছে। এর কুলে কলঙ্ক দিয়েছে, আর মিথ্যা মাম্‌লা সাজিয়ে—

আজব। মিথ্যা মাম্‌লা!

মনু। আশ্চর্য্য হচ্ছ? ভদ্র নামধারী সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ পরা ভণ্ড জীবেরা সব পারে—তাদের অসাধ্য কিছুই নাই। এ কথা জেনে রেখো আজব! এখনও যেটুকু সাঁচ্চা আছে—ঐ গরীব ইতরের আঁধার জীর্ণ কুটীরে—উজ্জ্বল আলোকময় অট্টালিকায় নয়।

আজব। কি দুর্ব্বোধ্য মানবের মায়িক চরিত্র! এখন আমার কর্ত্তব্য কি রাজর্ষি?

মনু। কি কর্ত্তব্য বুঝ্‌তে পার নাই? নির্দ্দোষের মুক্তি দাও—দোষীর শাস্তি দাও। স্মরণ রেখো আজব! যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোদের মাঝে—বৃষ্টির মাঝে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে জমিতে শস্য জন্মিয়ে সকলের আহার্য্য জুগিয়ে দেয়—যারা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব দূর করে, তাদের এক একটা জীবনের মূল্য—সহস্র জমীদার-তালুকদার, সহস্র বিচারক শাসক, সহস্র ব্যবহারজীবী—সহস্র ব্যবসায়ী ধনীর চেয়ে অনেক অধিক। অথচ রক্ত শোষার মত এঁরাই সেই শ্রমজীবীদের হৃদয়-রক্ত শোষণ ক'রে নিয়ে অত্যাচারে—অনাচারে—অবিচারে তাদের নিষ্পেষিত ক'রে রাখ্‌ছে—দু'বেলা পেট ভ'রে দু'টো খেতেও দিচ্ছে না।

আজব। বুঝ্‌তে পারছি—বুঝেছি—এ জ্বলন্ত সত্য। [কৃষকের প্রতি] বিশ্বহিত ব্রতে দীক্ষিত তোমরা—দেবতা। [মুক্ত করিয়া] এস দেবতা! তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। [আলিঙ্গন] মুক্ত তুমি—চলে যাও; আর ব'লে যাও ভাই! সে জমীদারকে কি শাস্তি দোব?

কৃষক। ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা!

[দ্রুত প্রস্থান

আজব। উচ্চ—উদার—মহান্‌!

মনু! এদের উদার শিক্ষা দাও—এদের অবস্থার উন্নতি কর—এদের গ'ড়ে তোল—এদের জাগাও, জগতের নির্ব্বাসিত আনন্দ আবার ফিরে আস্‌বে।

আজব। বুঝেছি। তবে সে অত্যাচারী জমীদারকে আমি ক্ষমা করব না। বর্ত্তমানে দুর্গস্বামী আমি, দুর্গের অধিকারে ঐ জমীদারের বাস—তাকে শাস্তি দেবো।

মনু। তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখো। সে আততায়ী—বিশ্বাস-ঘাতক।

আজব। এখন সবিস্তারে আমায় বলুন রাজর্ষি! কোথায় ছিলেন? আর এ সময়ে আস্‌বারই বা কারণ কি?

মনু। মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে বেদ-পুরাণ রেখে আমি মলয়াচলে গিয়ে ব্রহ্মার তপস্যা ক'রে অভীষ্ট বর পেয়েছি। মহাপ্রলয়ে আমি বেদ-পুরাণ আর সৃষ্টি-বীজ রক্ষা করব।

আজব। মহাপ্রলয় তা' হ'লে আগত?

মনু। সম্ভব। এই দুর্গে যে সব বেদ-পুরাণ আছে, তার এক-এক খণ্ড আমায় দাও, আমি নিয়ে যাই।

আজব। কেন?

মনু। বোধ হয় জেনেছ যে স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালে যত বেদ-পুরাণাদি ছিল, সবই প্রায় দানবেরা ধ্বংস করেছে। সম্প্রতি মার্কণ্ডেয় মুনির অন্বেষণে তারা ব্যস্ত। যদি তিনি বন্দী হ'ন, তা' হ'লে সবই নষ্ট হ'য়ে যাবে। আমিও নিয়ে রাখি—যদি কোনক্রমে রক্ষা করা যায়। ত্রিভুবন-বিজয়ী শঙ্খগ্রীব এ দুর্গ আক্রমণ করতে আস্‌ছে। সাবধান! আমি বেদ-পুরাণ নিয়ে চল্‌লাম। প্রলয় পর্য্যন্ত যোগাবলম্বনে কালক্ষয় করব। জয় নারায়ণ!

[প্রস্থান

আজব। পঙ্গপালের মত দলে-দলে দুর্দ্ধর্ষ দানব-সেনা রুখে আস্‌ছে! কি হবে, জানেন ভগবান্। তবে প্রথম সূচনায় বুঝ্‌তে পারছি—পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ধনুর ছিলা তৈরি করবার জন্য বহুদিনের সংগৃহীত রাশি রাশি রজ্জুতে সহসা আগুন লেগে প্রায় সমস্তই ভস্মীভূত। এখন যা আছে বা সঙ্কলিত হচ্ছে, তা'তে কতদিন যুদ্ধ চল্‌বে?

[রাশিভূত কেশ গুচ্ছ লইয়া সুধন্বার প্রবেশ]

সুধন্বা। যে কয়দিন চলে।

আজব। তার পর?

সুধন্বা। তার পর এই—[কেশ দেখাইল]

আজব। একি ?

সুধন্বা। আগুনে ধনুর ছিলা-রজ্জু পুড়ে গেছে শুনে শক্তিপুরের অঙ্গনাগণ রজ্জু তৈরি করবার জন্য তাঁদের কেশপাশ ছেদন ক'রে দিয়েছেন। অবন্তী হ'তে আস্‌বার পথে আমি সব সঙ্কলন ক'রে এনেছি।

আজব। সুকেশিনী নারীগণ যখন আপন-আপন শোভা এই ভ্রমরকৃষ্ণ আলুলায়িত কেশদাম ছেদন ক'রে পাঠিয়েছেন, তখন এ যুদ্ধে আমাদের জয় হ'তেই হবে—যদি কোন আততায়ী স্বজাতি সর্ব্বনাশ না করে।

সুধন্বা। স-সর্প গৃহে যারা বাস করছে, কখনই তারা নিরাপদ নয় আজব! স্বজাতির মধ্যে অর্থলোলুপ—আততায়ী পিশাচ ঢের আছে। পুষ্পাচ্ছন্ন ভুজঙ্গ তারা। তা' না হ'লে অবন্তীর নিঃশেষ ধ্বংস কেন ?

আজব। ধ্বংস !

সুধন্বা। দানবেরা যখন স্বর্গ জয় করতে গেল, তোমার পিতা আর আমি সসৈন্যে উপস্থিত হ'য়ে—মুষ্টিমেয় দানব সৈন্য বিধ্বস্ত ক'রে অবন্তী পুনরধিকার করেছিলাম। তার পর পাপিষ্ঠ লছ্‌মন সিং গুপ্তপথে দানব-সৈন্য আমাদের পশ্চাদ্দিকে নিয়ে যায়। অবন্তী ধ্বস্ত—সৈন্য নিহত—আমরা পরাস্ত। পরাজিত হ'য়েও এই দুর্গ রক্ষার জন্য ছুটে এসেছি।

আজব। [সরোদনে] তা' হ'লে আমার প্রিয় জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলোপ ?

সুধন্বা। নিশ্চিহ্ন—বিলোপ।

আজব। পিতা ?

সুধন্বা। ধনুকের ছিলা সঙ্কলন করছেন।

আজব। তুমিও যাও।

সুধন্বা। বাইরে বেরোবার আর পথ নাই। শত্রু-সৈন্য এই শক্তি-পুরের চতুঃসীমায় উপস্থিত। তবুও শেষ চেষ্টা করব। [গমনোদ্যত] হ্যাঁ—ম্লেচ্ছের ভগিনী লহনাকে পেয়েছি—তার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার ক'রো না। জেনো—সে অগ্নি-পরীক্ষিতা জানকী।

[প্রস্থান

আর্জব। নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনে ঘৃত ঢেলে আবার চতুর্গুণ জ্বালিয়ে দিলে? বেঁচে আছে? সে এখনও বেঁচে আছে?

[লহনার প্রবেশ]

লহনা। হাঁ—এখনও সে বেঁচে আছে। বেঁচে আছে—প্রতিহিংসা নিতে।

আর্জব। কিসের প্রতিহিংসা নেবে লহনা?

লহনা। প্রতিহিংসা নেবো তোমার নির্ম্মমতার। আজীবন পরের রক্ষায় ব্যস্ত—স্ত্রী-পুত্র রক্ষার কিছুই করলে না। রাজ্যরক্ষার জন্য যখন তুমি উন্মাদ, দুরাচার শঙ্খগ্রীব নিঃসহায়া নিঃসম্বলা আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যায়।

আর্জব। এতদিন তুই তবে অপবিত্র দৈত্যপুরে ছিলি? দূর হ' কলঙ্কিনি!

লহনা। দূর হ'তে এসেছি—দূর হব। প্রাণের বেদনা শোনাতে এসেছি—শুনিয়ে যাব। শোন—দুরাচার আমায় নিয়ে গিয়ে একটা প্রমোদ-উদ্যানের নির্জ্জন কক্ষে আটকে রাখলে। সতীত্ব রক্ষার জন্য নিয়ত এই ছুরিকা আমি আমার কাছে রাখতাম। পাপী সাহস ক'রে কাছে ঘেঁসত না। অবশেষে রোষবশে আমার চোখের সামনে আমার বিরাবকে হত্যা—

আর্জব। আমার বিরাব তবে নাই? [রোদন]

লহনা। নাই স্বামী, পুত্র তোমার বেঁচে নাই। তবে কতকটা প্রতিশোধ নিয়েছি। শঙ্খগ্রীবকে দিয়ে কৌশলে তার স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করিয়ে তাদের রক্তে পুত্রের প্রেতাত্মার তর্পণ করেছি। এখনও পিপাসা মেটে নাই—শঙ্খগ্রীবের রক্ত চাই—যেমন ক'রে হ'ক্—তার রুধির নোব।

আজব। দোব—দোব—তার রুধির এনে দোব—যুদ্ধ করব। খণ্ড বিখণ্ড ক'রে কেটে তার পাপদেহ কুকুর শৃগালকে আহার্য্য দোব।

লহনা। যুদ্ধ কর—রাজ্য রক্ষা কর—প্রতিশোধ নাও। ধনুকের ছিলার জন্য এই নাও আমার কেশপাশ। চল—আমরা কেশের রজ্জু তৈরি করি। [কেশ লইলেন]

[উভয়ের প্রস্থান

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

মরুস্থান

[রেণুকার হস্ত ধরিয়া সুষীমের প্রবেশ]

সুষীম। [প্রবেশ পথ হইতে] দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম ক'রে এসেছি, আর একটু হেঁটে চল মা! ঐ মরুস্থানের বৃক্ষতলে চল, ঐ গাছের ছায়ার বস্‌বে।

রেণুকা। আর চল্‌তে পারছি না বাবা! শরীর অবশ—পা অচল—মাথা ঘুর্‌ছে—বিশ্ব-সংসার অন্ধকার দেখ্‌ছি, এক পাও এগুতে পার্‌ছি না।

সুষীম। তা বুঝ্‌তে পারছি। তিনদিন জ্বর, জলবিন্দুও পেটে পড়ে নি, তা'তে আবার মরুপথে চলা, তোমার ও ভাঙা শরীরে আর কত সইবে? তবুও মা! আর একটু যেতে হবে। এই যে এসে পড়েছি!

রেণুকা। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা ক'রে যদি পারি। আমার হাতখানা একটু শক্ত ক'রে ধ'রে আস্তে-আস্তে চল। [অগ্রসর]

সুষীম। [কিয়দ্দূর গিয়া] এই ত এসেছি মা, এইখানে ব'সো।

রেণুকা। [বসিতে-বসিতে] উঃ নারায়ণ! মরুভূমির গরম হাওয়ায় শরীর পুড়ে যাচ্ছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পিপাসা—পিপাসা-দারুণ পিপাসা! একটু জল দিতে পার বাবা?

সুষীম। সঙ্গে যে জল ছিল মা, সবই ত ফুরিয়ে গেছে।

রেণুকা। তবে কি পিপাসায় মর্‌ব?

সুষীম। খানিক অপেক্ষা কর মা! এই মরুস্থানের মাঝে দেখি কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা?

রেণুকা। না—না—যেয়ো না বাবা, আমার কাছে থাক। আমার হারানিধি! যেয়ো না। বিষম দুঃখের মাঝে তুমি আমার অফুরন্ত সুখ। দারুণ অশান্তির মাঝে পরম শান্তি—নিরাশার মাঝে আশার গান। তুমি কোথাও যেয়ো না বাবা, আমার কাছে থাক!

সুষীম। বারণ ক'রো না মা! এ সময়ে তোমার মুখে একবিন্দু জল দিতে না পার্‌লে আজন্ম আমি দারুণ অশান্তির আগুনে জ্ব'লে-পুড়ে মর্‌ব। বাধা দিয়ো না মা!

রেণুকা। তোমায় যে চোখের আড়াল কর্‌তে ভয় হয় পুত্র!

সুষীম। ভয় কি মা ভেবো না। আমি এখনই জল নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান

রেণুকা। চ'লে গেল? এঁ্যা, চ'লে গেল? সুষীম! সুষীম! বহুদূর চ'লে গেছে। যাই—যাই—আমি সঙ্গে যাই। [পতন] বিপদ্‌হারী মধুসূদন! দেখো, যেন অনাথ বালকের কোন বিপদ্ না হয়! কেন জল খেতে চাইলুম? নারায়ণ! রক্ষা কর।

[দ্রুতপদে উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ]

উগ্রা। ভয় নাই—ভয় নাই! এ কে ধূল্যবলুণ্ঠিতা শীর্ণকায়া ম্রিয়মাণা রমণী? ইনিই তবে—ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না। কে তুমি মা?

রেণুকা। আমি? কি শুন্‌বেন আমার পরিচয়? আমি অভাগিনী-কাঙালিনী। আপনি—ঠিক ঠাউরে উঠ্‌তে পারছি না—আপনিই দৈত্যরাজের কাছে আমার সুষীমের পরিচয় দিয়ে—

উগ্রা। তুমি কি মা, দৈত্যরাজ-মহিষী রেণুকা?

রেণুকা। আপনি কি রাজ-গুরু উগ্রাচার্য্য?

উগ্রা। ঠিক ধরেছ মা! তুমি এখানে এভাবে প'ড়ে কেন মা? সুষীম কোথায়?

রেণুকা। জলের খোঁজে বেরিয়েছে। সুষীমকে স্বামীর ক্রোধ হ'তে রক্ষার জন্য রত্নদ্বীপ ত্যাগ ক'রে পদব্রজে এখান পর্য্যন্ত এসেছি। আজ তিনদিন আমার জ্বর, তবুও দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম ক'রে এসেছি; আর পারছি না। এই মরুদ্যানে এসে শুয়ে পড়েছি; পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে। বাছা আমার জল আন্‌তে গেছে—বারণ শুন্‌লে না। [নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া] ও কিসের কোলাহল? বাছাকে বুঝি ধ'রে নিতে এসেছে?

উগ্রা। বৃথা অশঙ্কা ক'রো না মা! দুর্জ্জয় দানব-সৈন্য রোহিতাশ্ব-দুর্গ জয় করতে যাচ্ছে।

রেণুকা। দেখ্‌তে পেলে তারা আমার সুষীমকে ধ'রে নিয়ে যাবে। চলুন প্রভু, আমার সুষীমকে বাঁচান্‌।

[পড়িতে পড়িতে উঠিয়া প্রস্থান।

উগ্রা। হায় রে মাতৃস্নেহ! সন্তানের জন্য মা আপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে! [প্রস্থান

[পান্থপাদপ-পত্রে জল লইয়া প্রবেশ]

সুখীম। জল এনেছি মা, পান্থপাদপের জল। বড় শীতল—বড় মধুর! খাও—একি! আমার মা কৈ? এ যে—ঐ গাছের তলায় মা শুয়ে ছিল তবে কি পিপসায় কাতর হ'য়ে কোথায় চ'লে গেছে? না—না—তাঁর ত ওঠ্‌বার শক্তি ছিল না। তবে কি দুরন্ত নর-খাদকেরা এসে মাকে নিয়ে গেল? আজন্ম দুখিনী মা আমার! একদিনের তরেও তোমার বরাতে সুখ হ'ল না? মাগো! বড় কষ্টে তোমার জন্য এই পত্র-পাত্রে পান্থপাদপের জল সংগ্রহ ক'রে এনেছি। দুর্ভাগা আমি, তোমার শেষ পিপাসায় একটু জল দিতে পার্‌লাম না। এই জল মায়ের জন্য এনেছি; হরি তুমি নাও। [ঊৰ্দ্ধদৃষ্টে]

গান

লও—লও—লও হরি, আমার এ সুশীত জল।
কত কষ্টে এনেছি হে, হ'ল না'ক তায় কোন ফল॥
পিপাসিতা দুখচিতা মাতা যে আমার,
কাতরে যাচিল জল মোর কাছে বারবার,
মুখে দিতে নারিলাম জল শেষের তৃষ্ণায় তাঁর,
ঐ দারুণ শেল আমার বিঁধে রইল মরম-তল॥
সুপেয় পানীয় নিয়ে দিয়ো মম জননীরে,
সযতনে করাইয়ো পান, মুছে দিয়ো আঁখিনীরে,
আমার মত মা-মা ব'লে ডেকো তুমি দুখিনীরে,
অভাগার এ সাধ সখা করিয়ো সফল॥

[দূরে ইন্দ্রের আবির্ভাব]

ইন্দ্র। দানবকুল নির্ম্মূল করব—হয়গ্রীবকে নির্ব্বংশ করব।

সুখীম। [ঊৰ্দ্ধপানে চাহিয়া] ও কি গভীর গর্জ্জন! কে ঐ তর্জ্জন গর্জ্জন কর্‌ছে? কে ঐ অস্ত্র লক্ষ্য কর্‌ছে? ঐ যে

শব্দায়মান অস্ত্র ঝলকে-ঝলকে ধূমাগ্নি উদ্গীরণ করছে! চোখের পলকে আমার জীব-লীলা শেষ ক'রে দেবে। দেয়—দিক্, আমি হাস্‌তে-হাস্‌তে হরির কাছে চ'লে যাব—স্নেহময়ী মায়ের দেখা পাব।

ইন্দ্র। যাও বজ্র! বধ' দৈত্য-সুতে। [বজ্র হননোদ্যত]

[দ্রুত উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ]

উগ্রা। স্তম্ভিত হও—ইন্দ্র, স্তম্ভিত হও। একি! আমি আজ এত তপোবলহীন? স্তম্ভিত হও বজ্র! হরিভক্তের অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না। দধিচীর অস্থিবিনির্ম্মিত অস্ত্র তুমি দুষ্ট দমনের জন্য; শিষ্ট শাসনের জন্য নয়। ফিরে যাও—ফিরে যাও বজ্র! ফিরে যাও। ফিরবে না? পড়—পড় তবে ব্রাহ্মণের বুকে।

সুবীম [স'রে যান্ ঠাকুর! স'রে যান্। পবিত্র ব্রাহ্মণের জীবন বিনিময়ে আমি এ ক্ষুদ্র জীবন রাখ্‌ব না। মায়ের সন্তান আমি—মায়ের কাছে যাব; বাধা দেবেন না। [বজ্রাহত হইয়া] উঃ—নারায়ণ! [পতন]

উগ্রা। উঃ! উঃ! বজ্রাগ্নিতে সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল—পুড়ে গেল—উঃ! [পতন]

ইন্দ্র। প্রতিহিংসা নিলাম—প্রতিফল দিলাম।

[প্রস্থান

[নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। আমি প্রতিফলের প্রতিফল দোব ইন্দ্র! ব্রহ্মহত্যা করেছিস্—ভক্তহত্যা করেছিস্ তুই, পাপের শেষসীমায় গিয়েছিস্। দেবতারাও পাপের চরম সীমায় উঠেছে—বিশ্ব-সংসার পাপে পরিব্যাপ্ত! এবার মহাপ্রলয়ে সৃষ্টির ধ্বংস হ'ক। যেখানে যেটুকু পুণ্যের জ্যোতি আছে, আমার মহাজ্যোতিতে অচিরে বিলীয়মান হ'ক্। উগ্রাচার্য্য!

উগ্রা। একি হ'ল প্রভু ?

নারা। চির স্বচ্ছ তোমার পুণ্য-জীবনে পাপের সামান্য অধিকার হয়েছিল, এ অপঘাত মৃত্যুই তার প্রায়শ্চিত্ত।

উগ্রা। তবে কি নারায়ণ! মহাতপা পিতার বাক্য ব্যর্থ হবে ?

নারা। ভক্তের বাক্য ব্যর্থ হবে না উগ্রাচার্য্য! রত্নদ্বীপে তোমার পবিত্র তপোবনে তোমার ইপ্সিত দেবতার পবিত্র মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মহাপ্রলয়ের দিনে তুমি সাযূজ্যমুক্তি পাবে; এখন তোমার মৃত্যু হবে না।

উগ্রা। হরিভক্তের এ অপঘাত মৃত্যু কেন হ'ল প্রভু ?

নারা। এই বালক জন্মান্তরে শরাঘাতে একটা পাখীকে বধ করেছিল, এ অপঘাত মৃত্যু তারই প্রায়শ্চিত্ত। এই দেখ উগ্রাচার্য্য! ঐ ভক্ত-শিশু আমাতেই বিলীন!

[তিরোধান

উগ্রা। নারায়ণ! নারায়ণ! কৈ—কৈ সে নবীন-নীরদ-শ্যাম-মোহন-মূর্ত্তি! ঐ—ঐ আমার চিত্তবিনোদন নারায়ণ! [ঊর্দ্ধদৃষ্টি]

[দ্রুতপদে হয়গ্রীবের প্রবেশ]

হয়। কৈ—কৈ নারায়ণ—যাকে আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি ? এ কে ? গুরুদেব ? গুরুদেব! কে আপনার অঙ্গে এ নৃশংস অস্ত্রাঘাত কর্‌লে ?

উগ্রা। বৈরনির্যাতন-মন্ত্রে দীক্ষিত ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্রাগ্নিতে আমার শরীর দগ্ধ আর বজ্রাঘাতে তোমার পুত্র সুবীমের মৃত্যু।

হয়। কৈ—কৈ পুত্র ? এই যে, অজস্র শোণিতস্রাবে নেয়ে পুত্র আমার রক্তবস্ত্র প'রে নিমীলিত নয়নে হরিধ্যান কর্‌ছে। পুত্র! পুত্র! অহো! পুত্র ব'লে ডাক্‌বার অধিকারও আমি রাখি নাই। আমার নিষ্ঠুর নির্যাতনে আজন্মই কষ্ট পেয়েছে। কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে এসেছিল—

কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে বিদায় নিয়েছে। [রোদন] জীবনে মুহূর্ত্তের তরে তোমায় কোলে করি নাই পুত্র! তুমিও কখন এ অভাগা পিতার কোলে উঠ নাই। এস বাবা! আমার বুকে এস। [কোলে লইয়া] পুত্রহারা পিতা সব! হারাণো নিপীড়িত সোনার ছেলেকে কোলে ফিরে পেয়ে যারা আবার চিরতরে হারিয়েছে, তারা বোঝ'—আমার প্রাণে কি দারুণ চিতার আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে! আজন্ম দুখিনী চির অভাগিনী রেণুকা!

[রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। কে—কে আমায় ডাক্‌ছে? তুমি ডাক্‌ছ প্রিয়তম? পুত্রকে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছ? নিয়ো না—নিয়ো না। আমি ওকে বুঝিয়ে বল্‌ব—ও আর হরিনাম কর্‌বে না।

হয়। [সরোদনে] রেণুকা!

রেণুকা। দু'টি পুত্র আমায় দিয়েছিলে, এই বড় ছেলেকে হারিয়েছিলুম; ছোট ছেলেকে সেই ঝড় তুফানের মাঝে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে শূন্যপ্রাণে পথে-পথে কেঁদে বেড়িয়েছি। যদি এই হারানিধিকে আবার ফিরে পেয়েছি, আমার কোল শূন্য ক'রো না নাথ—একে বধ ক'রো না।

হয়। শোন রেণুকা!

রেণুকা। আর কোন কথা ক'য়ো না। আমি পাপিনী, পুত্রহারা হ'য়ে আমি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়েছিলুম—দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েছিলুম—তাই তোমায় কাট্‌তে গিয়েছিলুম। অভাগিনীর সে অপরাধ—সে মহাপাপ ক্ষমা কর। দাসীর জীবনের এই একটি প্রার্থনা পূর্ণ কর—সন্তান ভিক্ষা দাও—তোমার পায়ে পড়ি। [পদে পতিত]

হয়। ছেড়ে দাও—প্রিয়তমে! আমায় যেতে দাও।

রেণুকা। কোথায় যাচ্ছ নাথ?

হয়। [সরোদনে] যাচ্ছি শ্মশানে—যাচ্ছি পিতা হ'য়ে পুত্রের মুখাগ্নি করতে।

রেণুকা। [স্থিরভাবে বসিয়া স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া] ঐ—ঐ—অজস্র রক্তস্রাব! পুত্র! পুত্র! [মূর্চ্ছা]

উগ্রা। শোক সংবরণ কর দৈত্যরাজ! মহৎ কর্ত্তব্য তোমায় অহ্বান করছে!

হয়। একটা মস্ত ভুলে আমার জীবন-ব্যাপী সাধনা পণ্ড হ'ল! সেই ভ্রমে এই অভাগিনীকে সংসার পাথারে ভাসিয়ে দিয়েচি—কত কাঁদিয়েছি—পুত্র হারিয়েছি—কতজন হারিয়েছি, আবার কতজনকে হারাতে বসেছি। একে-একে সব যাবে! অভিশাপ অক্ষরে-অক্ষরে ফল্‌ছে। রেণুকা!

রেণুকা। পিতা হ'য়ে পুত্র হত্যা করেছ নিষ্ঠুর?

হয়। আমি করি নাই—হত্যা করেছে নিষ্ঠুর ইন্দ্র।

রেণুকা। আমার পুত্রকে হত্যা করেছে মহাপাপী ইন্দ্র? এখনও স্থির দাঁড়িয়ে আছ নাথ? স্বর্গ আক্রমণ কর—স্বর্গ চুর্‌মার্ কর—ইন্দ্রকে বেঁধে তারই চোখের সাম্‌নে—শচীর চোখের সাম্‌নে ইন্দ্রের পুত্রগণকে বধ কর।

হয়। কর্‌ব—কর্‌ব—বর্ণে-বর্ণে তোমার কথা পালন কর্‌ব, তবে একটু অবকাশ দাও প্রিয়ে!

রেণুকা। অবকাশ! কেন—কেন?

হয়। আগে পুত্রের শেষ কার্য্য ক'রে আসি, তার পর—

রেণুকা। দাও নাথ! বাছাকে জন্মের মত একটিবার আমার কোলে দাও। [কোলে লইয়া] বাবা! জল আন্‌তে গেলে আর জীবিত ফিরে এলে না? পুত্র! পুত্র! লীলা-খেলা সাঙ্গ ক'রে কোথায় চ'লে গেলে?

[গীতকণ্ঠে সুকীর্ত্তির প্রবেশ]

সুকীর্ত্তি— গান

লীলা-খেলা সাঙ্গ ক'রে কোথা' সখা, যাও চ'লে।
কেমনে চলিলে ভুলে ভাসায়ে মোরে আঁখি-জলে॥
স্বপনে আসিলে, স্বপনে খেলিলে,
কত যে কাঁদিলে, কত যে হাসিলে,
ফুল-কলি সম ঝরিয়া পড়িলে,
কেমনে এ সোনার পুতুল দহিব শ্মশানে চিতানলে।
(কাঁদিতে-কাঁদিতে হায়)
দহিব শ্মশানে চিতানলে॥

হয়। চল প্রিয়ে, পিতা-মাতা মিলে পুত্রের শেষ অনুষ্ঠান করি।

রেণুকা। কে জান্‌ত—বাছা আমার এইভাবে বিদায় হবে? এইভাবে খেল্‌তে-খেল্‌তে তার জীবনের খেলা ফুরাবে?

[গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

কর্ম্মা— গান

খেলিতে-খেলিতে আঁখি না মেলিতে,
জীবনের খেলা ফুরা'য়ে যায়।
বিম্ব জলে হয় জলেতেই রয়,
জলেই আবার লয় পায়।
হেসে-হেসে শিশু খেলে মায়ের কোলে,
মা-মা ব'লে ডাকে আধ'-আধ' বোলে,
আবার আঁধার ক'রে ঘর, কোথা যায় চ'লে,
তখন সবার মুখে কেবল হায়-হায়-হায়।

যুবা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, ধনি বা কাঙাল,
রাজা কিংবা প্রজা দ্বিজ কি চণ্ডাল,
সবই খেলার পুতুল সবই ইন্দ্রজাল,
খেলে যে যার পথে কোথা' চ'লে যায়॥

হয়। দাও প্রিয়ে! পুত্রকে আমার কোলে দাও। [লইয়া] তুমি এখানে থাক—আমি শ্মশানে যাই। আমি নির্ম্মম জহ্লাদ—স্বহস্তে পুত্রের মুখাগ্নি করতে পার্‌ব। তুমি স্নেহময়ী এর জননী—তুমি দেখ্‌তে পার্‌বে না—তুমি থাক।

[হয়গ্রীব সুধীমকে বক্ষে লইয়া রেণুকার দিকে মুখ করিয়া পশ্চাদ্দিকে যাইতেছিলেন। রেণুকা একদৃষ্টে তাকাইয়াছিলেন ক্ষণ পরে মূর্চ্ছিত প্রায় অবস্থা, সেই অবসরে কর্ম্মানন্দ ধরিয়া ফেলিলেন সুকীর্ত্তি তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া গাহিতেছিলেন]

সুকীর্ত্তি— **গান**

হায় মা, হায়! অসময়ে
সাধের খেলা ফুরাইল॥
ওই অতুল বনফুল
অকালে মুকুলে শুকাইল॥
কাটে বুক হেন দুঃখ
প্রাণে আর সয় না,
উড়ে গেল হরিবোলা
ওই সাধের ময়না,
কত হরিবোল—হরিবোল ব'লে
হরিনাম সে শুনাইল।
(আর কি শুনিব সে অমিয় গান)॥

রেণুকা। ঐ যায়—ঐ যায়! আমিও যাব—বাছাকে কোলে নিয়ে এক চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়্‌বো।

[সুকীর্ত্তির হাত ধরিয়া প্রস্থান

কর্ম্মা। ওঠ উগ্রাচার্য্য! উঠ্‌বে কি? বুঝি সংজ্ঞাহীন!

উগ্রা। আমার চেতনা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই কর্ম্মানন্দ! আমায় হাত ধ'রে তোল। [তথাকরণ] আমায় তপোবনে রেখে এস—আমি যেতে পার্‌ব।

[উগ্রাচার্য্যকে ধরিয়া কর্ম্মানন্দের প্রস্থান

—তৃতীয় দৃশ্য—

মনুর-আশ্রম

[অষ্টাবক্রের প্রবেশ]

অষ্টা। ভারি বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে—সব ওলোট-পালোট হ'য়ে যাচ্ছে? বেঙ—সাপের মাথায় চ'ড়ে ধেই-ধেই ক'রে নাচ্‌ছে—জলজন্তু প্রাণী ডাঙায় এসে আস্তানা নিয়েছে, আর স্থল-জীব জলে গিয়ে বাসা নিয়েছে। রমণীরা টোপর মাথায় দিয়ে বর সেজে বিয়ে করছে, আর দাড়িওয়ালা পুরুষেরা ঘোম্‌টা টেনে ক'নে সেজে রমণী-বরকে বিয়ে করছে। সব নয়-ছয় হ'য়ে গেছে। এ বিদ্‌ঘুটে খেলা আর খেল্‌তে ইচ্ছা হয় না—এ বিশ্রী খেলা দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না। এবার ভালোয়-ভালোয় স'রে পড়্‌ব ভেবেছি। একবার নামটা কর্‌লেই—ব্যস্! পুষ্পরথে চ'ড়ে সটান্ স্বর্গের দিকে রওনা হব। তবে এক-একবার ছেলেটার কথা ভাবছি।

বটুক। [নেপথ্য হইতে] বাবা! বাবা!

অষ্টা। এই মরেছে রে! বেটার ছেলে আবার এখানে সশরীরে হাজির! ধরিয়ে দেবার জন্য সেইদিন হ'তে পিছু নিয়েছে, আজও পিছু ছাড়েনি। আমায় ধরিয়ে না দিলে বেটার ছেলের পেটের ভাত হজম হবে না। শুনেছি—বৈবস্বৎ মন্বন্তরের শেষভাগে সন্তানরূপে এক নূতন ধরণের জানোয়ার জন্মাবে, যারা মা-বাপের ঘাড় ভেঙে খাবে। শাস্ত্রের কথা ত মিথ্যে নয়? তবে কি প্রলয় হবে নাকি?

বটুক। [নেপথ্য হইতে] ও বাবা! ও বাবা! কোন্‌খানে লুকিয়ে আছ?

অষ্টা। ভারী বিপদ্ ঘটালে ত দেখ্‌ছি! ঐ যে সশরীরে মূর্ত্তিমান্ আস্‌ছে। কি আপদেই পড়া গেল!

[বটুকের প্রবেশ]

বটুক। কি রকম আহাম্মুক তুমি বাবা? তোমার মত বেল্লিক বেইমান্, বেকুব্, বেহায়া, বে আক্কেলে, বেয়াদব, বে-রসিক বাবা আমি কখন দেখি নাই। পেছনে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আমায় নাকাল্ ক'রছ! তোমায় ধরিয়ে দিতে পারলে আমার এত এত বকশিস্ মিল্‌ত—তাতে আমার বিয়ে হ'য়ে যেত। আমার সকল আশা-ভরসা কেবলং অঙ্কুরেণং প্রণশ্যতিং করলে? বাপ্ হয়েছ—ছেলের আব্দার রাখ্‌তে জান না? দৈত্যরাজ না হয় পিঠের ওপর বা কানের ওপর গোটাকতক দিত, তা'তে তোমার এমন কি হ'ত যে ধরা দিলে না? এখনই তোমায় ধরিয়ে দিচ্ছি, ওরে কোটাল বেটারা! একবার এদিকে আয় ত রে!

অষ্টা। [বিকৃত মুখে নাকি সুরে] ঘাঁড় ভাঙ্‌ব—ঘাঁড় ভাঙ্‌ব!

বটুক। ওরে বাবা রে! ভূতে ঘাড় মট্‌কে দিলে রে! [ভূতলে পতন]

অষ্টা। একি হ'ল রে! বাবা! বাবা!

বটুক। মেরে ফেল্‌লে রে! ওরে বাবা রে!

অষ্টা। ভয় নাই বাবা—ভয় নাই; আমি তোর বাবা।

বটুক। তবে রে পাজির পয়জার! তবে রে উল্লুক! আমায় ভয় দেখিয়ে বেকুব বানালি? মুখটা মাটিতে গুঁজ্‌রে ধর্‌ব। আমার সঙ্গে চালাকি?

অষ্টা। অসুর—অসুর—সাক্ষাৎ কলি!

বটুক। এই তরোয়ালের কোপে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দোব।

অষ্টা। দে—দে—তাই দে, এখানে থাক্‌বার আর সাধ নাই।

বটুক। তবে দৈত্যরাজের কয়েদখানায় ভালমানুষটির মত গুটি-গুটি চল ত বাবা! লোহার মল-বালা প'রে বেশ থাক্‌বে।

অষ্টা। সেখানে আর আমায় যেতে হবে না।

বটুক। যেতে হবে না? তবে রে কুলাঙ্গার! বল্‌ব নাকি সেই নামটা।

অষ্টা। হাঁ, সময় হয়েছে—বল।

বটুক। তবে বল্‌ব? বলি? কেমন—বলি? হরে—

অষ্টা। একটু থাম্ বাবা, একটু থাম্। গোটাকতক কথা তোকে ব'লে যাই। ও নামটা শুন্‌লে বল্‌বার আর সময় পাব না। শোন্ বাবা!

বটুক। কোন কথা শুনব না—হরেকৃষ্ণ হরিবোল।

অষ্টা। [সজোরে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া স্থির দণ্ডায়মান]

[গীতকণ্ঠে মনুর শিষ্যগণের প্রবেশ]

শিষ্যগণ—   **গান**

ও মন হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ—হরি হরি বল।
সবি ভবে প'ড়ে র'বে, হরি হবে শেষ-সম্বল॥

ছবির কমল ভেবে আসল ভোলে যেমন অলি,
তুই মায়ায় ছলনে, মায়ার ভবনে ম'জে তেমন র'লি,
পুত্র-জায়া কাঞ্চন-কায়া সবি মায়া ফাকি কেবল।
সাঁজাসাঁজি কাজের কাজী চল্ বাজী ফেলে,
ভাসিয়ে দে সকল কর্ম্ম কর্ম্মনাশার জলে,
হ'য়ে নেয়ে তরী বেয়ে নেচে-গেয়ে নিত্যধামে চল্।

অষ্টা। হরেকৃষ্ণ হরিবোল! হরেকৃষ্ণ হরিবোল! ঐ—ঐ—নবীন নীরদ শ্যাম মানসমোহন নারায়ণ! ঐ—ঐ আমায় ডাকছে! ঐ যে দিব্যরথ নেমে আস্‌ছে! হরেকৃষ্ণ হরেরাম! হরেকৃষ্ণ হরেরাম! সহস্র নির্ঝর-ঝঙ্কারে আবার গাও—হরেকৃষ্ণ হরেরাম!

[বেগে প্রস্থান

বটুক। ও বাবা! ও বাবা! কোথা যাও বাবা? কথা শোন বাবা! আজ যেয়ো না। আমার বে-থা দিয়ে যাও। তার বদলে বাবা বুকে ব্যথা দিয়ে যেয়ো না। ঐ যাচ্ছে—ঐ রথে চড়্‌ছে!

[বেগে প্রস্থান

[সহসা মনুর প্রবেশ]

মনু। আশ্চর্য্য এ বিশ্বাস! একদিন মাত্র আমি অষ্টাবক্রকে বলেছিলাম, হরি হ'তে হরিনাম বড়। মনে-প্রাণে একবার মাত্র হরি ব'লে ডাক্‌লে সে মুক্তি পায়। সেই একান্ত বিশ্বাস বলে আজ অষ্টাবক্রের মহামুক্তি হ'ল। পুষ্পরথে চ'ড়ে নিত্যধামে চ'লে গেল। শিষ্যগণ! বেদ-পুরাণ রক্ষার জন্য সত্বর তোমরা আশ্রমে যাও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান

আজ পিতৃ-তর্পণের দিন, তর্পণ করব। [তথাকরণ]

নারায়ণ। [নেপথ্য হইতে] আমায় রক্ষা কর—আমায় আশ্রয় দাও—আমি শরণাপন্ন।

মনু। রক্ষা কর ব'লে কে আর্ত্তরব করছে ? একি ! এ যে একটা শফরী হাতে প'ড়ে কাতর নেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। ভয় নাই, আমি তোমায় রক্ষা করব। [কমণ্ডলুতে রক্ষা] ওকি—ওকি ! সহসা তপোবনে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল কেন ? অসুর বুঝি আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ! আমার সযত্ন রক্ষিত বেদ-পুরাণ ভস্মীভূত হবে। যাই—দেখি, রক্ষা করতে পারি কি না ? [কমণ্ডলু লইলেন]

[প্রস্থান

[বটুকের পুনঃ প্রবেশ]

বটুক। জ্ব'লে ম'লাম—পুড়ে ম'লাম—কেন এ ঝকমারি করতে গেলাম ? পুরস্কার পাবার আশায় আশ্রমে আগুন লাগিয়ে দিলাম—তারপর বেদ-পুরাণ খুঁজ্‌লাম ! উঃ ! আগুনে গা জ্ব'লে যাচ্ছে ! যাই—যাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি গে।

[প্রস্থান

[মনুর পুনঃ প্রবেশ]

মনু। ধন্য নারায়ণ ! ভীষণ হুতাশনে বেদ-পুরাণ রক্ষা হয়েছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কমণ্ডলুস্থ শফরী ষোড়শাঙ্গুলি বিস্তৃত হ'ল ! কমণ্ডলু হ'তে তুলে নিয়ে রাখ্‌লাম মণিকে, মুহূর্ত্তমধ্যে সে মৎস্য তিন হাত বেড়ে উঠ্‌ল ! সেখান হ'তে তুলে নিয়ে রাখ্‌লাম কূপ-মধ্যে। যখন তাতেও তার স্থান সঙ্কুলান হ'ল না, তখন এক বৃহৎ সরোবরে ছেড়ে দিলাম। সরোবরে তার যোজন পরিমিত দেহ হ'ল, তারপর তুলে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি—ঐ মহাসমুদ্রে। ওকি ! মৎস্যের বিরাট্ দেহে মহাসাগর পরিব্যাপ্ত হয়েছে ! নিশ্চয় এ কোন মায়াবী অসুর, না হয় স্বয়ং ভগবান্।

[নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। ঠিক অনুমান করেছ তুমি, এই বৈবস্বৎ মন্বন্তরে অচিরে মহাপ্রলয় হবে। তুমি বিশাল নৌকায় বেদ-পুরাণ আর সৃষ্টি-বীজ স্থাপন ক'রে ঐ মৎস্য-শৃঙ্গে বেঁধে রাখ্‌বে। চরাচর বিশ্ব লয় হ'য়ে গেলে তুমিই সমস্ত জগতের প্রজাপতি হবে।

মনু। জান্‌তে বড় কৌতূহল হচ্ছে ভগবান্! কিরূপে প্রলয় ঘট্‌বে?

নারা। একশত বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু জগতে ঘোর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বোধ হয় স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছ? আজ হ'তে সূর্য্যের তেজ সহস্রগুণে বেড়ে উঠেছে। এই সূর্য্য-তেজে ক্রমশঃ প্রাণীক্ষয় হবে—বাড়বানল বিবৃত হবে; সঙ্কর্ষণের মুখোদ্গীর্ণ বিষম বিষাগ্নি পাতাল বিনির্গত হ'য়ে জীব ধ্বংস কর্‌বে। ভগবান্ ভবের ললাটস্থিত চক্ষুর প্রচণ্ড অগ্নি ত্রিসংসার দগ্ধ কর্‌বে। তারপর দেবতা আর নক্ষত্রমণ্ডল সহ জগতের সংহার হবে। সম্বর্ত্ত, ভীমনাদ, দ্রোণ, চণ্ড, বলাহক, বিদ্যুৎপাত আর কোণ নামে সপ্ত প্রলয়-মেঘ অজস্র ধারায় জগৎ ডুবিয়ে দেবে। জগৎ এক বিরাট্ পয়োধিতে পর্য্যবসিত হবে—সব সংহৃত। কেবল থাক্‌ব আমি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের একমূর্ত্তি, আর থাক্‌বে মার্কণ্ডেয় মুনি—বেদ-পুরাণ সহ তুমি।

মনু। কতকাল জগৎ একার্ণবীভূত থাক্‌বে প্রভু?

নারা। যতদিন না নবীন সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই আবার বেদাদির প্রবর্ত্তন কর্‌ব। মহা প্রলয়ের দিন যা' দেখ্‌বে—যা' শুন্‌বে, তা'তে ভীত হ'য়ো না। আমার প্রভাবে তুমি সর্ব্বত্র সুরক্ষিত থাক্‌বে। [তিরোধান]

মনু। জগতি জলান্তরিতে ধ্রিয়সে হৃত-বেদম্,
বিদলিত দৈত্যকলেবর-মেদং,
অচ্যুত ধৃতমীনশরীর, জয় জয় বিশ্বপতে। [প্রস্থান

—চতুর্থ দৃশ্য—

রোহিতাশ্ব-দুর্গ

[শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। শত-সহস্র চেষ্টাতেও এ দুর্ভেদ্য—অনধিগম্য দুর্গ অধিকার কর্‌তে পার্‌লাম না। সহস্র সহস্র সৈন্য শত্রুর অমোঘ আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। আরও কত সৈন্য ক্ষয় হবে তার নিশ্চয়তা নাই। ত্রিভুবন-বিজয়ী বীরকুল-চূড়ামণি শঙ্খগ্রীব আমি, মানব-সংগ্রামে পরাভব মান্‌ব? অসম্ভব! সমস্ত সেনা হত হ'ক্—সমস্ত রসদ ফুরিয়ে যাক্, তবু যুদ্ধ কর্‌ব—প্রাণপাত যুদ্ধ কর্‌ব। অদম্য সাহস আমার সহায়—উদ্দাম শক্তি আমার সম্বল—অধ্যবসায় আমার অবলম্বন। আমি টল্‌ব না—আমি গল্‌ব না—আমি যুদ্ধ কর্‌ব। দীর্ঘকাল অবরোধ করেছি, কতদিন আর যুদ্ধ চালাবে? সামরিক আয়োজন কত দিন থাকবে? সঞ্চিত খাদ্যে কতদিন চল্‌বে? কলে আবদ্ধ ইঁদুরের মত বধ কর্‌ব।

[লছমন সিংহের প্রবেশ]

লছ্। সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত! দুর্গ প্রবেশের গুপ্ত পথ আবিষ্কার করেছি দৈত্যরাজ?

শঙ্খ। সত্য বল্‌ছ লছ্‌মন সিং?

লছ্। আপনি কি তা' হ'লে আমায় অবিশ্বাস করেন?

শঙ্খ। অবিশ্বাস করি না লছ্‌মন। তবে যে গুপ্তপথের সন্ধান পেয়েছ, সে পথ দুর্গ প্রবেশের পথ কি না, তা তুমি জান্‌তে পেরেছ?

লছ্। সেই পথই দুর্গ প্রবেশের গুপ্তপথ, আমি আমার পরম বন্ধু পরন্তপের মুখে জান্‌তে পেরেছি।

শঙ্খ। কে পরন্তপ

লছ্। পরন্তপ হচ্ছে আমার একজন পরম বিশ্বস্ত বন্ধু। সৈনিকরূপে তাকে বিপক্ষের দুর্গে রেখেছি। সেই দুর্গের আভ্যন্তরিক সংবাদ অতি গোপনে আমায় জানাচ্ছে। সেই-ই আমায় এ গুপ্তপথের সন্ধান দিয়েছে।

শঙ্খ। দানবের পরম হিতৈষী বন্ধু তুমি লছ্‌মন! তোমায় পুরস্কৃত কর্‌ব—বিস্তৃত জায়গীর দোব—নগদ দশ লক্ষ মুদ্রা দোব—রাজা উপাধিতে অলঙ্কৃত কর্‌ব।

লছ্। এ গরীব চিরদিনের গোলাম হ'য়ে থাকবে।

শঙ্খ। গুপ্ত পথ দেখিয়ে দেবে চল, লছ্‌মন।

লছ্। ঐ দেখুন—আজব আর সুধন্বা দুর্গ-শিখরে দাঁড়িয়ে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌ছে। সত্বর চলুন।

[বেগে প্রস্থান

[আজব ও সুধন্বার প্রবেশ]

সুধন্বা। কি হবে আজব! কি উপায় হবে? অস্ত্র ফুরিয়ে গেছে—রসদ ফুরিয়ে গেছে—খাদ্য ফুরিয়ে গেছে, আর একদিনও চল্‌বার উপায় নাই।

আজব। তা' জানি। দীর্ঘ অবরোধ—দ্বার রুদ্ধ—দুর্গের বাইরে যাতায়াতের পথ বন্ধ।

সুধন্বা। তবে?

আজব। মরণের জন্য প্রস্তুত হও।

সুধন্বা। মরণের জন্য প্রস্তুত। তবে যার জন্য ভারতীয় বীরগণ সশস্ত্র সমবেত, যার জন্য অজস্র রক্তপাত—সেই বেদ-পুরাণ রক্ষার উপায় কি?

আজব। বেদ-পুরাণ রক্ষা হবে ব'লে মনে হয় না।

সুধন্বা। এত আয়োজন—এত চেষ্টা—এত উদ্যম সব পণ্ড হবে?

আজব। ইচ্ছাময়ের যদি সেই ইচ্ছা হয় ত, তোমার আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় কিছুই হবে না। আমার মতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ত্তব্য ক'রে যাও, কর্ম্মফল ভগবানের হাতে।

[সহসা অঞ্জনার প্রবেশ]

অঞ্জনা। সেনাপতি—সেনাপতি! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

আজব। কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত মা?

অঞ্জনা। গুপ্তপথ দিয়ে শঙ্খগ্রীব দুর্গ-তোরণে উপস্থিত।

আজব। গুপ্তপথে! কিরূপে তারা সে পথের সন্ধান পেলে?

অঞ্জনা। আপনার পিতার মুখে শুনলুম—আপনার বিশ্বস্ত সৈনিক পরন্তপ উৎকোচ নিয়ে গোপনে লছ্মন সিংহের কাছে গুপ্তপথের সন্ধান দিয়েছে।

আজব। এখনই সে আততায়ীকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা কর সুধন্বা!

অঞ্জনা। আপনার বৃদ্ধ পিতা তাকে এইমাত্র হত্যা করেছেন।

সুধন্বা। আজব আজব! ঐ যে পঙ্গপালের মত দৈত্য-সেনা দলে-দলে বহিস্তোরণে প্রবেশ করছে। বিশ্বাসঘাতক লছ্মন পথ দেখিয়ে আগে-আগে আস্‌ছে যাই—যাই সর্ব্বপ্রথমে—বিশ্বাসহন্তা লছ্মন সিংহের শিরশ্ছেদ করব। তাকে মেরে, তবে মরব। জয় মা তারা! জয় মা তারা!!

[বেগে প্রস্থান

আজব। বিশাল আকাশ হ'তে একটা বজ্র হেনে, নারায়ণ! এই বিশ্বাসঘাত আততায়ী নরপিশাচকে ভস্মীভূত রেণু-রেণু চূর্ণীভূত ক'রে একটা বিরাট্ ঝঞ্ঝায় সেই কলুষিত ভস্ম-রেণু নরকে নিক্ষেপ কর। পাতকীর

বিষাক্ত নিঃশ্বাসে জগতের নির্ম্মল বায়ুরাশি গরলান্বিত করতে দিয়ো না। [বেগে কিয়দ্দূর গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া] দৈত্যরাণি !

অঞ্জনা। সেনাপতি !

আর্জব। স্বর্গ হ'তে পৃথিবীতে এসে যে দিন অজ্ঞাতসারে উগ্রাচার্য্যের সঙ্গ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিবিড় বনে সপুত্র তুমি দস্যুর হাতে বন্দিনী হয়েছিলে, আমার পিতা তোমাদের উদ্ধার ক'রে এনে এই দুর্গে স্থান দিয়েছেন, বিশ্বাসঘাতকতা কি তার প্রতিদান ?

অঞ্জনা। কিসে আমরা বিশ্বাসঘাতকা করেছি আর্জব ?

আর্জব। দানবের কল্যাণের জন্য এ কূট-ষড়্‌যন্ত্রে তোমরাও লিপ্ত। এই মুহূর্ত্তে—বিশ্বাসঘাতিনি ! তুমি এ দুর্গ পরিত্যাগ কর, নতুবা নারী হত্যাতেও সঙ্কুচিত হব না।

[প্রস্থান

অঞ্জনা। বৃথা এ কলঙ্ক—বৃথা এ দোষারোপ ! আর্জব ! আমার হৃদয় তুমি বুঝ্‌তে পার নাই। বিশ্বাসঘাতিনী হ'লে নিজের পুত্রকে শঙ্খগ্রীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাতুম না।

[সুমদের প্রবেশ]

সুমদ। মা ! মা !

অঞ্জনা। এখনও যুদ্ধে যাও নাই সুমদ ?

সুমদ। পিতৃব্যের সঙ্গে যুদ্ধ করব মা ?

অঞ্জনা। হানি কি—দোষ কি—পাপ কি ? সে এসেছে ধর্ম্মদলন ক'রে বেদ নষ্ট করতে, তুমি যাও বেদ রক্ষা করতে। এ ন্যায়-যুদ্ধ—এ ধর্ম্ম-যুদ্ধ—তাঁর সঙ্গে এ যুদ্ধ শাস্ত্র-সম্মত।

সুমদ। দুর্জ্জয় পিতৃব্যের সঙ্গে যুদ্ধ ! ফল কি হবে জান মা ?

অঞ্জনা। জানি, এ যুদ্ধে খুব সম্ভব তোমার মৃত্যু হবে।

সুমদ। পুত্রশোক সইতে পারবে ত মা?

অঞ্জনা। পারব। কোন সাংঘাতিক রোগে যদি তোমার এখন মৃত্যু হয়, সইতে পারব না? যদি সহসা একটা বজ্রাঘাতে মৃত্যু ঘটে, সইতে পারব না? যাচ্ছ তুমি ধর্ম্মযুদ্ধে, এ যুদ্ধে যদিও তুমি মর—আমি কাঁদব না—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না। রোগে মরার চেয়ে ন্যায়ের যুদ্ধে যদি সন্তান মরে, স্নেহময়ী মায়ের পক্ষে তার চেয়ে গৌরবের কি আছে?

সুমদ। দেবী তুমি মা, তোমার পদে কোটী-কোটী প্রণিপাত। ভারতের প্রত্যেক জননী যদি তোমার মত হয় মা! তবে ভারতের রাজেশ্বরী হ'তে কতক্ষণ? যাই মা, তবে—আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই অসির মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি। [গমনোদ্যত] মা! মা! দাদাকে দেখো, দাদা এইখানেই আছেন। বৃদ্ধ গায়ব আমাদের মত দাদাকেও রক্ষা ক'রে এনে এখানে রেখেছেন।

অঞ্জনা। আমার দুর্ম্মদ তবে বেঁচে আছে?

[দুর্ম্মদের প্রবেশ]

দুর্ম্মদ। বেঁচে আছি মা, বেঁচে আছি। তুমি যে এখানে আছ, মাহাত্মা গায়বের মুখে তাও শুনেছি। তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন।

অঞ্জনা। কেন—কেন?

দুর্ম্মদ। তুমি নাকি বড়ই অসুস্থ ছিলে, তাই বারণ করেছিলেন। আজ শুনছি, এ দুর্গের পরমায়ু শেষ, তাই সাক্ষাৎ করতে এসেছি। বাইরে ও কিসের এত কোলাহল সুমদ?

সুমদ। গুপ্তপথে দৈত্য-সৈন্য প্রবেশ ক'রে তোরণ দ্বারে সমবেত হ'য়ে যুদ্ধ করছে।

দুর্ম্মদ। আমায় একটা জানালার কাছে এগিয়ে দিতে পার ভাই ?

সুমদ। কেন দাদা ?

দুর্ম্মদ। ঐ জানালা দিয়ে সজোরে নীচে লাফিয়ে পড়্‌ব।

অঞ্জনা। এত উঁচু থেকে পড়্‌লে যে মারা যাবে বাবা ?

দুর্ম্মদ। মরি—মর্‌ব। প্রতিনিয়ত দারুণ আসুরিক অত্যাচারের কথা শুন্‌ছি—দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছি—কোন প্রতিকার কর্‌তে পার্‌ছি না। এমন ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা কি ভাল নয় মা ? সুমদ ! সুমদ ! আমার হাত ধরে একবার বাইরে নিয়ে যেতে পার ?

সুমদ। অন্ধ তুমি, বাহিরে গিয়ে কি যুদ্ধ কর্‌তে পারবে ?

দুর্ম্মদ। পার্‌ব—পার্‌ব—এই গুরুদত্ত কৃপাণে বহু জ্ঞাতি-বধ কর্‌তে পার্‌ব।

অঞ্জনা। যাও তবে পুত্র ! বিতংসবদ্ধ সিংহের মত না ম'রে ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দাও।

সুমদ। মায়ের অনুমতি পেয়েছ দাদা ; এস হাত ধ'রে নিয়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

অঞ্জনা। এ সময়ে আমি কোন কিছু কর্‌তে পারি না ? দেখি, কোন সুযোগ ঘটে কি না। উঃ! কি ভীষণ যুদ্ধ ! ঐ যে বিশ্বাসঘাতক আততায়ী লছ্‌মন আর সুধন্বার যুদ্ধ চল্‌ছে !

[প্রস্থান

[যুধ্যমান্ লছমন ও সুধন্বার প্রবেশ]

সুধন্বা। বিশ্বাসঘাতক ওরে প্রচণ্ড বর্ব্বর,
সামান্য অর্থের লোভে করিলি কুকাজ,
ধিক্ তোরে নরাধম, শতধিক্ তোরে,
যে কাজ করিলি তুই ওরে হীনমতি,

তার ফলে কি দুর্গতি করি তোর দেখ।
আরে আরে অর্থ লিপ্সু নারকী পিশাচ,
অর্থের পিপাসা বাকী টুকু তোর,
এ মুহূর্ত্তে চিরতরে করি প্রশমন।

লছ্‌। [যুদ্ধ করিতে করিতে] ম'লেম—ম'লেম, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

[দ্রুত শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। ভয় নাই—ভয় নাই লছ্‌মন

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

[লছমনের পুনঃ প্রবেশ]

লছ্‌। [নৃত্য করিতে করিতে] বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে—মজা হয়েছে। শঙ্খগ্রীবের শরাঘাতে সুধন্বা পপাত ধরণীতলে। হোঃ—হোঃ—হোঃ ! পুরস্কার পাব—পুরস্কার পাব।

[পুনঃ শঙ্খগ্রীবের প্রবেশ]

শঙ্খ। [গ্রীবাদেশ ধরিয়া] পর্য্যাপ্ত পুরস্কার পাবে বিশ্বাসঘাতক ! কে আছ ?

[সৈনিকের প্রবেশ]

এই বিশ্বাসঘাতক নরাধমকে শূলে চড়িয়ে কুক্কুর দিয়ে খাইয়ে বধ কর।

লছ্‌। এ কি দৈত্যরাজ ? [সৈনিক কর্ত্তৃক বন্দী]

শঙ্খ। এ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। অর্থলোভে যে পামর নিজের দেশের—নিজের জাতির সর্ব্বনাশ করতে পারে, জগতে তার অসাধ্য কি আছে ? আজ স্বজাতির সর্ব্বনাশ করলি, কাল যে আমার সর্ব্বনাশ করবি না, তার বিশ্বাস কি ? তোকে জীবিত রাখা হবে না। নিয়ে যাও—

লছ্। এ কি হ'ল? হায়! হায়! বেঘোরে প'ড়ে সাধের কচি প্রাণটা মারা গেল। বিধাতার বিচার নাই? তুই নির্ব্বংশ হবি—

[লছ্‌মনকে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান

শঙ্খ। এ দুর্গ করায়ত্ত করা বড়ই কঠিন! কি করা উচিত? হুঁ— সৈন্যগণ

[সৈন্যগণের প্রবেশ]

এক কাজ কর—এই দুর্গের চতুর্দ্দিকে শুষ্ক কাঠ, শুষ্ক পাতা, যত দহ্যমান্ বস্তু পুঞ্জীভূত ক'রে রাখা হয়েছে, তা'তে আগুন লাগিয়ে দাও।

[সৈন্যগণের প্রস্থান

দুর্গের ভিতরে আগুন লাগাবার উপায় কি? সূর্য্যকান্ত পাথর সূর্য্য কিরণ লেগে—ঐ ঐ বিশ্বগ্রাসী বহ্নিরাশি দুর্গের চারিপার্শ্বে জ্ব'লে উঠেছে!

[সহসা সুমদের প্রবেশ

সুমদ। ঐ জ্বলন্ত আগুনে কেবল এ দুর্গবাসীরা নয় কাকা! দানব বংশধরেরাও ভস্মসাৎ হবে।

শঙ্খ। তুমি এখানে সুমদ?

সুমদ। দস্যু হস্তে বন্দী আমরা, বৃদ্ধ গায়বের অসীম বীরত্বে নিষ্কৃতি পেয়ে এই দুর্গে স্থান পেয়েছি। তাই তোমায় আমায় আজ যুদ্ধ হবে। সিংহাসনের জন্য নয়—ভূমির জন্য নয়, এ যুদ্ধ হবে ধর্ম্মের জন্য। এস পিতৃব্য!

শঙ্খ। এর পরিণাম?

সুমদ। হয় পিতৃব্যের বুকে ভ্রাতুষ্পুত্রের অসি—না হয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বুকে পিতৃব্যের অসি।

শঙ্খ। ক্ষান্ত হও সুমদ! এই হাতে তোমায় লালন-পালন

করেছি—এই হাতে তোমার মুখে খাবার তুলে দিয়েছি—এই হাতে আশীর্ব্বাদ করেছি।

সুমদ। ঐ হাতে অভিশাপ দাও—ঐ হাতে বুকে অসি বিদ্ধ ক'রে দাও। তোমার এ দারুণ নিষ্ঠুরতা আর দেখ্‌তে পারছি না। যুদ্ধ কর কাকা! যুদ্ধ—[যুদ্ধ ও নিহত]

শঙ্খ। এ কি কর্‌লাম! সুমদ! বাবা আমার! পরের জন্য প্রাণ দিলে?

[বেগে অঞ্জনার প্রবেশ]

অঞ্জনা। পরের জন্য প্রাণ দিয়ে, পুত্র আমার! অক্ষয় পুণ্যলাভ কর্‌লে? এ পাপ-স্বার্থময় সংসার ছেড়ে নিত্যধামে যাও পুত্র। [কোলে লইলেন]

শঙ্খ। বৌদি'!

অঞ্জনা। বাধা দিয়ো না! ঐ আগুনে দুর্ম্মদ মরেছে, এই মৃতপুত্র বক্ষে আমিও ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সংসার হ'তে বিদায় হব। তোমরা তোমাদের নিষ্ঠুর খেলা নিয়ে থাক'। [প্রস্থান

শঙ্খ। ফের'—বৌদি—ফের'। ঐ—ঐ শেষ। [সজল দৃষ্টিপাত]

[আজবের প্রবেশ]

আজব। ঐ—ঐ শেষ—রক্ষা কর সেনাপতি! রক্ষা কর।

[বেগে অর্দ্ধদগ্ধ লহনার প্রবেশ]

লহনা। রক্ষা ক'রো না—সেনাপতি, প্রাণভিক্ষা দিয়ো না।

শঙ্খ। আজব ত তোমারই স্বামী?

লহনা। হ'ক্—কি আসে-যায়? যে দুর্ম্মতি নিজের বৃদ্ধ পিতাকে—নিজের পত্নীকে—নিজের দেশবাসীকে জলন্ত আগুনে ফেলে আপন পাপ প্রাণ বাঁচিয়ে রেখে পুত্রঘাতী শত্রুর পদসেবা কর্‌তে চায়, সে নরপিশাচ

আমার পতি হ'লেও আমার লজ্জা—আমার কলঙ্ক! এ দেশদ্রোহী আততায়ী নরাধম বর্ব্বরকে রক্ষা ক'রো না।

[বেগে প্রস্থান

আজব। আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ ভিক্ষা করতে আসি নাই লহনা; এসেছি তোমাদের জন্য।

[বেগে অর্দ্ধদগ্ধ গায়বের প্রবেশ]

গায়ব। আমাদের জন্য? আমরা মান-মর্য্যাদা শত্রুর পায়ে ডালি দিই নি। দেশের জন্য—ধর্ম্মের জন্য আমরা—মরব। আমরা ঘৃণিত কুক্কুরের মত জীবন যাপন করব না! ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক আজব! তোকে অভিসম্পাত দোব।

আজব। ক্ষমা কর পিতা, এ দৌর্ব্বল্য ক্ষণিক—বহু প্রাণীর হত্যা দেখে। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

গায়ব। এই ত আমার বীরপুত্রের কথা! আয়, তবে দেশবাসিগণের সঙ্গে ঐ জ্বলন্ত অনলে এই শুভ মুহূর্ত্তে পিতা-পুত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

[প্রস্থান

শঙ্খ। আশ্চর্য্য এদের ক্রিয়া কলাপ! ও কি শুনছি? ও কারা কাঁদছে।

আজব। হে চির পবিত্রকারী পাবক! আমি আমার পুত্রঘাতী দেশ বৈরীর কাছে যে ভিক্ষা চাইতে এসে মহাপাপ করেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব তোমার কবলে। জ্বল'—জ্বল'—সহস্রগুণে জ্বল'। আমায় পবিত্র কর—আমায় আশ্রয় দাও।

[প্রস্থান

শঙ্খ। যেয়ো না—যেয়ো না [দেখিয়া] শেষ—শেষ—ঐ শেষ!

[গীতকণ্ঠে বেদ-চতুষ্টয়ের প্রবেশ]

বেদগণ—　　　　　　গান

ত্রাহি-ত্রাহি ত্রিলোচন, ত্রিশূলধারক।
দনুজ-দমন, কলুষ-শমন, ত্রিভুবন-জন-তারক॥
অসুর-পীড়নে পীড়িত এ বিশ্ব,
বড়ই করুণ এ দারুণ দৃশ্য,
মনে এ বিষম খেদ,
পুড়ে যায় তব বেদ,
রাখ পদে চতুর্ব্বেদ
এ বিপদে আধি-ব্যাধি-আদি-হারক॥

[দ্রুতবেগে শিবের প্রবেশ]

শিব। মাভৈঃ! মাভৈঃ! আরে রে বর্ব্বর দানব! বেদ ধ্বংস করবি? এই মুহূর্ত্তে তোর হিংসাময় জীবন শেষ করব।

শঙ্খ। এস অনার্য্যপতি দাম্ভিক শঙ্কর! সাধ্য থাকে বেদ রক্ষা কর।

[যুদ্ধ করিতে-করিতে উভয়ের প্রস্থান ও শঙ্খগ্রীবের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে শিবের পুনঃ প্রবেশ]

শিব। [যুদ্ধ করিতে করিতে] কোথায় মহামায়া! তোমার বরে বলীয়ান দানব মায়াবলে অসংখ্য শঙ্খগ্রীব সৃষ্টি ক'রে যুদ্ধ করছে। যত সংহার করছি, তত জন্মাচ্ছে, দুর্ব্বৃত্ত অসুরের মায়া-সৃষ্টিশক্তি হরণ কর—মহামায়া! বেদ রক্ষা কর।

[বেগে দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। বেদের হিংসা করতে এসে দানবমায়া সৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, আর সৃষ্টি করতে পারবে না। ধ্বংস হও মায়া-সৃষ্ট অসুরকুল! ঐ—ঐ সব হত! ঐ—ঐ প্রকৃত শঙ্খগ্রীব। যুদ্ধ কর—বধ কর।

[প্রস্থান

শিব। আয়—আয় রে মায়াবী দানব দনুজ! তোর জীবনের এই শেষ সংগ্রাম।

শঙ্খ। তোমার ও সংগ্রাম জানি শঙ্কর! অহঙ্কার বৃথা—যুদ্ধ কর।
[তাণ্ডব যুদ্ধ ও শঙ্করের জটাজাল আকর্ষণ]

শিব। [জটাধৃত হইয়া উদ্দেশে] এস এস শক্তিদায়িনী বিশ্বশক্তি! এস দৈত্যসংহারিণী মহাশক্তি! দৈত্য-শক্তি সংহার কর—ত্রিশূলাগ্রে উদয় হও।

[দুর্গার পুনঃ প্রবেশ]

দুর্গা। কোটী-কোটী ভৈরবকায় রক্তশোষক সৃষ্টি করেছি। ঐ যে—চতুর্দ্দিক হ'তে তারা অজস্র রক্ত টেনে খাচ্ছে। এই মুহূর্ত্তে সে নিস্তেজ—দুর্ব্বল—অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌বে। যুদ্ধ কর—মহাকাল যুদ্ধ কর।

[প্রস্থান

শঙ্খ। বড় দুর্ব্বল—বড় নিস্তেজ হয়েছি আমি, তবু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর্‌ব। [যুদ্ধ]

শিব। মহাশূলে ধ্বংস কর্‌ব। [তাণ্ডব-নর্ত্তনে যুদ্ধ]

[মহামুণ্ডরূপে দুর্গার আবির্ভাব]

শঙ্খ। [মহামুণ্ড দেখিয়া] এ কি এ ভৈরবী-সৃষ্টি! বিশ্ব-সংহার গ্রাস কর্‌বার জন্য বিকট বদন ব্যাদন ক'রে মহাশূন্য হ'তে নেমে এসেছে! সম্মুখে ত্রিশূলহস্তে মহাকাল—পশ্চাতে মহামুণ্ডরূপিণী মহাকালী। তবুও যুদ্ধ কর্‌ব—শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর্‌ব।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

[শিবের পুনঃ প্রবেশ]

শিব। কি আশ্চর্য্য মহামায়ার কৌশল! যে মুহূর্ত্তে ত্রিশূলাঘাতে শঙ্খগ্রীবের মস্তক ছেদন করলাম, সেই মুহূর্ত্তে সেই মহামুণ্ড দৈত্য-মুণ্ড লুফে নিয়ে বদন-গহ্বরে ফেলে চর্ব্বণ করলে—তার পর সহসা অদৃশ্য হ'ল। বেদ রক্ষা হয়েছে। ঐ যে অকস্মাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত! বেদ নিয়ে মনুর হস্তে দিই গে।

[প্রস্থান

[কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

কর্ম্মানন্দ—

গান *

মজিতে শকতি দাও তব প্রেমে,
　　　একেবারে ভাবে মেতে যাই
জীবন-বল্লভ তোমা ছাড়া ভবে কেহ নাই
　তুমি প্রাণ ধন হে প্রাণ-বল্লভ,
　সাধন ভজন তুমি, তুমি হে সব,
জীবনে মরণে যেন প্রাণে প্রাণে দেখা পাই।
　ভালবাস যদি হে দীন-শরণ,
　দীনে দিনে তুমি দিও দরশন,
তোমারি প্রেমে যেন আমি আমার ভুলে যাই।

[প্রস্থান

* এই গান প্রচলিত "হেলাতে রতন হারায়ো না মন, হরি হরি বল বদনে।" গানের সুর-তাল-লয়ে গেয়।

—পঞ্চম দৃশ্য—

[কালী, নারায়ণ ও কর্ম্মানন্দের প্রবেশ]

সকলে— **গান**

নারা— প্রেমময় কৃষ্ণ আমি গোলকবিহারী
কালী— প্রেমময়ী রাধা আমি রাস-রাসেশ্বরী,
কর্ম্মা— জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, রাতুল চরণে প্রণাম করি ॥
নারা— বৈকুণ্ঠে নারায়ণ আমি পালি বিশ্ব-সংসার,
কালী— লক্ষ্মীরূপে ঘরে-ঘরে আমার বিহার,
কর্ম্মা— জয় লক্ষ্মী-নারায়ণ, চরণ কমলে করি নমস্কার ॥
নারা— ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা আমি করি সৃষ্টির বিধান,
কালী— সাবিত্রী ভারতী আমি করি বিশ্বের কল্যাণ,
কর্ম্মা— জয় ব্রহ্মা—জয় শক্তি, চরণ-নলিনে করি প্রণাম ॥
নারা— কৈলাসে সংহার কর্ত্তা আমি ত্রিপুরারি,
কালী— আদ্যাশক্তি আমি দুর্গা ত্রিলোক-ঈশ্বরী,
কর্ম্মা— জয় শিব, জয় দুর্গে, শ্রীপদসরোজে প্রণাম করি ॥
নারা— বিরাট্ পুরুষ আমি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম,
কালী— পরমা প্রকৃতি আমি করি সর্ব্ব কর্ম্ম,
কর্ম্মা— জয় প্রকৃতি-পুরুষ, শ্রীপদে ভকতি প্রণতি মম ॥

কর্ম্মা। প্রভু! এ যাবৎকাল জীবের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি, কর্ম্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছি, কেউ ধর্ম্মের আলোকে আপনার অভিমত কর্ম্ম করছে, কেউ বা অধর্ম্মের আঁধারে বিপথে চ'লে গেছে। এখন আমার কি কর্ত্তব্য আদেশ করুন।

কালী। মহাপ্রলয় সমাগত। প্রকৃতি আমি সৃষ্টির সংহার ক'রে নিষ্ক্রিয় পুরুষে সংলিপ্ত হব। তোমার কর্ত্তব্যের অবসান, আমাতে মিলিত হও কর্ম্ম! আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। [কর্ম্মের মিলন]

নারা। প্রলয় পয়োধি জলে জগৎ প্লাবিত! বেদ-নৌকায় চ'ড়ে ঐ যে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, রাজর্ষি মনু অরঙ্গ-বিক্ষোভিত মহার্ণবে ভেসে বেড়াচ্ছে! এইবার আমি মৎস্য-অবতার ধ'রে বেদ-নৌকা রক্ষা করি। ঐ—ঐ হয়গ্রীবের সখা শঙ্খাসুর বেদ-নৌকা আক্রমণ করছে। যাই—যাই।

[বেগে প্রস্থান

কালী। আমিও বিশ্ব-সৃষ্টি সংহার করি।

[বেগে প্রস্থান

[বেদাদি সহ বেদ-নৌকায় মনু ও মার্কণ্ডেয়ের প্রবেশ]

মনু। শঙ্খাসুরকে বধ ক'রে বেদ রক্ষা করেছ নারায়ণ! উত্তাল বীচি বিলোড়িত প্রলয় পয়োধি জলে এ বেদ-তরণী আর স্থির রাখ্‌তে পারছি না। কৈ মীনরূপধারী নারায়ণ! এ সঙ্কটে সৃষ্টিবীজ সহ বেদ-পুরাণ রক্ষা কর। নারায়ণ প্রদত্ত ভুজঙ্গ-রজ্জু দ্বারা মৎস্য-শৃঙ্গে এই নৌকা বন্ধন করি। [তথাকরণ]

[হয়গ্রীবের প্রবেশ]

হয়। উর্দ্ধে শত-সহস্র মার্ত্তণ্ডের অসীম তেজ বিশ্বমণ্ডল দগ্ধ করছে! ঐ যে—ঐ যে—ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ ভস্মীভূত হ'য়ে গেল! ঐ যে—

স্বর্গধাম ভস্মসাৎ হ'য়ে গেল! নিম্নে ঐ সঙ্কর্ষণের মুখোদ্গীরণ বিষম বিষাগ্নি পাতাল দগ্ধ ক'রে—পৃথিবী ধ্বংস করছে। ঐ—ঐ—মহাদেবের ভাল-নেত্রাগ্নি সৌরজগৎ ভস্মসাৎ করছে! চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড বাড়বানল ধ্বক্-ধ্বক্ ক'রে জ্বল্‌ছে! ঐ—ঐ—প্রলয়-ঝটিকা গভীর গর্জ্জনে প্রবাহিত! ঐ—ঐ—সম্বর্ত্তাদি সপ্তপ্রলয়-মেঘ অজস্র বারি বর্ষণ করছে! জগদম্বার বরে এখনও আমি দেদুল্যমান্ ব্যোমে অবস্থিত। স্নেহের শঙ্খগ্রীব নাই—পরম সুহৃদ শঙ্খাসুরও নাই, এইবার আমারও শেষ! শুনেছি—বেদ-নৌকায় রাজর্ষি মনু বেদ-পুরাণ রক্ষা করছেন, আবার অভিনব সৃষ্টিপরে সেই বেদ-পুরাণাদি জগতে প্রবর্ত্তিত হ'য়ে বিষম বৈষম্যের সৃষ্টি করবে। এ জীবনে মানবের মধ্যে বৈষম্য তিরোহিত করতে পার্‌লুম না! শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। কৈ মনু? কৈ বেদ-নৌকা? ঐ—ঐ—মৎস্য-শৃঙ্গে বাঁধা বেদ-নৌকা! জয় মা তারা! [নৌকাস্থিত বেদাদি কাড়িয়া লইলেন]

মনু। নারায়ণ! নারায়ণ! বেদ-পুরাণ নষ্ট করছে অসুর। অসুর দলন কর—বেদ রক্ষা কর।

হয়। আর রক্ষা নাই—এই বেদ ধ্বংস করি।

[সবেগে নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। আমিও তোমায় ধ্বংস করি। [সুদর্শন চক্র লক্ষ্য, মুণ্ডপাত ও হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ]

হয়। অনুরূপ—অনুরূপ—আমার অনুরূপ মূর্ত্তি! এইবার তবে আমার অবধারিত মৃত্যু! জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করব—বেদ প্রণষ্ট করব।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

মনু। 　　কি ভীষণ—কি ভীষণ দানবীয় তেজ !
কি আশ্চর্য্য দানবের রণ-নিপুণতা !
কভু বা উড্ডীয়মান্ মীনের মতন
সিন্ধু হ'তে গর্জ্জি উঠি' করিতেছে রণ,
কভু বা অর্ণব-গর্ভে পশি' অগোচরে
যুঝিছে সুদক্ষ দৈত্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে।
তাণ্ডব নর্ত্তনে বীর যুঝিতে---যুঝিতে
অগ্নিময় শূন্যপথে আসিছে আবার !

[যুধ্যমান্ হয়গ্রীব ও নারায়ণের প্রবেশ]

হয়। গগনে বিকর্ত্তনের দারুণ কিরণ ! ব্যোমে বিষ-বহ্নি—বায়ুতে কালাগ্নি—জলে বাড়বানল—সিন্ধুতলে বিষাগ্নি—জ্ব'লে ম'লাম—পুড়ে ম'লাম। তবু—তবুও বেদ ধ্বংস করব।

নারা। হয়গ্রীব ! আর পরিত্রাণ নাই এইবার তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত। [যুদ্ধ]

হয়। নির্জ্জিত—ক্লান্ত—অবসন্ন—নিস্তেজ আমি, আর পারছি না। তারা ! তারা !! [পতন]

নারা। এই নাও মনু বেদ—পুরাণ। [বেদ-পুরাণ লইয়া মনুকে দিলেন]

মনু। আবার—আবার দনুজ উঠেছে নারায়ণ !

[দূরে দুর্গার আবির্ভাব]

দুর্গা। প্রকৃতি-পুরুষের মিলন না দেখে হয়গ্রীবের মৃত্যু নাই। এস আমরা প্রকৃতি-পুরুষ সম্মিলিত হই।

[বটপত্রশায়ী নারায়ণের আবির্ভাব]

হয়। ঐ—ঐ জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণব্রহ্ম !

নারা। হয়গ্রীব ! তুমি ভুল বুঝেছিলে। ব্রাহ্মণ—জগতে আমার সাকার মূর্ত্তি—আমার স্বরূপ। আমাকে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ। আরও শোন—যা' নিত্য সত্য তাই আমি রক্ষা করি, যা মিথ্যা তাই ধ্বংস করি।

[বেদ-চতুষ্টয়ের গান করিতে করিতে প্রবেশ]

বেদচতুষ্টয়—

গান

জগতি জলান্তরিতে প্রিয়সে হৃতবেদং
বিদলিত দৈত্য কলেবর মেদং
অচ্যুতধৃত মীন—শরীর
জয়—জয় বিশ্বপতে।

—"যবনিকা"—